বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার কার্যক্রম, ১৯৯১-৯৬

তত্ত্বাবধায়কের নাম ঃ ডঃ এম, নজরুল ইসলাম

Dhaka University Library
400116

400116

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

সাবিহা ফেরদৌসী
এম,ফিল, (থিসিস পর্ব)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

M.Phil.

GIFT

400116

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

It is realised that committees save the time of the house to such an extent that without them parliament could never satisfy the legislative need of the modern electorate.

- Finer S.E : Comparative Government

ক্রমপরিবর্তনশীল বিশ্বে যুগের চাহিদার সাথে সংসদীয় গণতন্ত্রেরও পরিবর্তনের নানা দিক সূচিত হয়েছে। অনিবার্যভাবেই আধুনিক কালে কমিটি ব্যবস্থা পার্লামেন্টের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে যেমন কর্ম বিভাজন ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানই হচ্ছে সকল উন্নয়নের পূর্বশর্ত অন্যদিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাই হচ্ছে সুশাসনের নিয়ামক। সংসদীয় কমিটি সমূহ বিবেচনাধীন কোন বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট মতামত বা রিপোর্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে সরকারকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে এবং একই সাথে মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ কারনেই good government এর একটি অন্যতম সহায়ক শর্ত হিসেবে সংসদীয় কমিটি সমূহকে কার্যকর করার উপর জোড় দেয়া হচ্ছে।

একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ৩০ টি বছর অতিক্রম করলেও সংসদীয় গণতন্ত্রে পূনঃ উত্তরণ একটি নতুন ঘটনা। এ দেশের সরকারী ব্যবস্থায় রয়েছে প্রচুর অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা। আবার সংসদীয় ব্যবস্থায়ও পার্লামেন্টের কাছে সবকারকে দায়বদ্ধ রাখার বিধান বর্তমানে অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায়সরকারের কার্যাবলীকে স্বচ্ছ করন ও সরকারের কার্যবলীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটি সমূহের কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করলেও সংসদীয় কমিটি সমূহের কার্যকারীতা কাঙ্খিত মানে পৌছায়নি। সংসদীয় কমিটি সমূহের উপর দুই একজন লেখকের প্রবন্ধ ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য কাজও হয়নি এ যাবতকাল। তাই এ অভিসন্দর্ভে ' বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থার কার্যক্রম : ১৯৯১-১৯৯৬' বিশদভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও অভিসন্দর্ভের মূল ফোকাস পঞ্চম সংসদে গঠিত কমিটি ব্যবস্থাকে ঘিরে আবর্তিত তবুও অনিবার্যভাবেই পূর্ববর্তী সংসদে গঠিত কমিটির কার্যক্রমের নিরিখে পঞ্চম সংসদের সাফল্যের একটি তুলনামূলক চিত্র এখানে উঠে এসেছে।

অভিসন্দর্ভটিতে মোট ছয়টি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের পটভূমি, গবেষনার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি মূল ধারণা সমূহের সংজ্ঞা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির প্রকৃতি ও সংসদীয় কমিটির গঠন ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কমিটি ব্যবস্থার উৎপত্তি ও কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে তথ্য উপাত্তের সন্নিবেশ ঘটিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ১৯৯১-৯৬ সময় কালে সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যক্রম বিশ্লেষনের চেষ্টা করা হয়েছে। এতে কমিটির বৈঠক, রিপোর্ট উপস্থাপন, রিপোর্ট সমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনার মাধ্যমে ১৯৯১-৯৬ সময়কালে সংসদীয় কমিটি সমূহের সাফল্যও ব্যর্থতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রথম, দ্বিতীয় সংসদের সাথে পঞ্চম জাতীয় সংসদের একটি তুলনামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ তুলনামূলক আলোচনায় প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম সংসদের গঠনগত মিল-অমিল, সরকার ও বিরোধী দলীয় সদস্যসংখ্যা এবং কমিটির সভাপতি পদে বিরোধী দলের সদস্যদের অর্ন্তভুক্তির বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের সাফল্য-ব্যর্থতার তুলনামূলক আলোচনা কমিটি সমূহের মূল কাজের নিরিখে বিশ্লেষন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংসদীয় কমিটি সমূহকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য একটি সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমি যাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি তাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও এম.ফিল তত্ত্বাধায়ক এর ডঃ এম নজরুল ইসলাম নিরবিচ্ছিন্ন তাগিদ ও নির্দেশনাই ছিল আমার সকল অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি প্রকৃতপক্ষেই একজন Philosopher and guide এর ভূমিকা পালন করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক জনাব নিজাম আহমেদ তার সুচিন্তিত পরামর্শ ও তথ্য-উপাত্ত দিয়ে গবেষণা কর্মে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করেছেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা - যিনি নিজেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক এবং সকল প্রেরণার উৎস- গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক এবং প্রেরনাগত সহায়তা দিয়েছেন অকৃপনভাবে। মুখবন্ধ থেকে উপসংহার অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অভিসন্দর্ভটির খুঁটিনাটি দিক নিয়ে প্রায় সার্বক্ষনিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে অনেক অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করেছেন আমার স্বামী জনাব আবদুস সামাদ আল আজাদ। সরকারী কাজের ব্যস্ততার মাঝেও একজন Perfectionist এর মত বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির সমালোচনা করে এবং বিভিন্ন ইংরেজী বই ও প্রবন্ধ থেকে অনুবাদ করে দিয়ে আমার গবেষনা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন আন্তরিক ভাবে। অধ্যাপক এনামউদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত বাংলাদেশে সংসদীয় গনতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা এবং মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত গণতন্ত্র এ বই দুটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও আলোচনা আমার অভিসন্দর্ভটিকে সমৃদ্ধ করেছে নানা ভাবে। আমি তাদের নিকট আন্তরিক ভাবে ঋণী। এছাড়া যাদের বই ও প্রকাশনা থেকে আমি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি তাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবশেষে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব আনুধাবনে এ অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা রাখতে পারলে আমার গবেষনা কর্মটি সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

Dhaka University Institutional Repository

সুচী-পত্র

অধ্যায় -১

ভূমিকা

১.১ সমস্যার বিবরন

১.২ পটভূমি (Background of the study)

১.৩. উদ্দেশ্য (Objectives)

১.৪. বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of existing literature)

১.৫ মূল ধারণা সমূহের সংজ্ঞা (Definations of the key Concepts)

১.৬ গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

অধ্যায় - ২

২.১ বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির প্রকৃতি

২.২ সংসদীয় কমিটির গঠন

২.৩ সংসদীয় কমিটির কাজ

অধ্যায় - ৩

৩.১সংসদীয় পদ্ধতিতে কমিটি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

৩.১ সংসদীয় পদ্ধতিতে কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব

অধ্যায় - ৪

ভূমিকা

৪.১ সংসদীয় কমিটির বৈঠক ও রিপোর্ট উপস্থাপন

৪.২ রিপোর্ট সমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ সংসদীয় কমিটির সাফল্য, ব্যার্থতা - ১৯৯১-৯৬

অধ্যায় - ৫

৫.১ প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের কমিটি সমূহের গঠনগত সাদৃশ্য - বৈসাদৃশ্য।

৫.২ প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের কমিটিসমূহে সরকার ও বিরোধীদলীয় সদস্য সংখ্যা এবং কমিটির সভাপতি পদে বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং কমিটির সাফল্য অর্জনে এর ভূমিকা ঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা

৫.৩ সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থায় কমিটি সমূহের মূল কাজ এবং এর নিরিখে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের সাফল্য-ব্যর্থতার তুলনামূলক আলোচনা। (রিপোর্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের তুলনামূলক সাফল্য)

৫.৪ সার্বিক মূল্যায়ন।

অধ্যায় - ৬

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ১

ভূমিকা

১.১ সমস্যার বিবরন

১.২ পটভূমি (Background of the study)

১.৩. উদ্দেশ্য (Objectives)

১.৪. বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of existing literature)

১.৫ মূল ধারনা সমূহের সংজ্ঞা (Definations of the key Concepts)

১.৬ গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট বা সংসদের প্রধান কাজ হচ্ছে নির্বাচকমন্ডলী তথা সার্বভৌম জনগনের প্রতিনিধিত্ব করা। জাতীয় সংসদের কাজ হচ্ছে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাদের ইচ্ছা আকাঙ্খা ও দাবী বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া। সার্বভৌম জনগনের নির্দেশ ও অভিপ্রায় এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল হিসাবে সংবিধানের মৌল নীতি অনুসারে আইন প্রনয়ন নীতিসিদ্ধান্ত গ্রহন দিক নির্দেশনা প্রদান পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদের মূল ভূমিকা। বাজেট ও সরকারের আয় ব্যায়ের খোঁজ খবর নেয়া এবং সেসব নিয়ন্ত্রণ করা এর দ্বিতীয় দায়িত্ব এর তৃতীয় কাজ হচ্ছে খোদ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা, প্রশাসনের সকল বিভাগ ও কর্তৃপক্ষ এবং আমলাতন্ত্রের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। সংসদের আর একটি কাজ হচ্ছে যেকোন সমস্যা, অনিয়ম, ত্রুটি, দায়িত্বহীনতা, অনাচার ও দূর্নীতি সর্ম্পকে সরকার ও প্রশাসনের নিকট অভিযোগ উপস্থাপন বা জ্ঞাপন করা। সরকারের গঠন মূলক সমালোচনা করা, সরকারকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দেয়া এবং সরকারকে হুশিয়ার করে দেয়া বা সংযত হতে প্রভাবিত করাটাও সংসদের কাজ। সংসদীয় সরকারে পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন কাজ হচ্ছে স্বীয় কার্যকলাপ, অধিবেশন আলোচনা, বির্তক প্রশ্নোত্তর ও অন্যান্য ভূমিকা দ্বারা সমগ্র দেশের জনমতকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলা।

১৯৯১ সালের সংবিধানে দ্বাদশ সংশোধনী আইনের মূল লক্ষ ছিল প্রচলিত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পরিবর্তে তিন জোটের যৌথ ঘোষনার আলোকে দেশে সংসদীয় পদ্ধতি তথা জবাবদিহি মূলক শাসন ব্যাবস্থার প্রর্বতন করা এবং তার সাথে সাথে সংবিধানের অধিকতর গনতন্ত্রায়ন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারীর থেকে ষোল বৎসরেরও অধিককাল বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বহু উত্থান-পতন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও চড়াই-উৎড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এ অধ্যায়টি অতিবাহিত হয়। অবশেষে একানব্বই সালের ৭ই অগাষ্ট বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দল সমূহের অভূতপূর্ব ঐক্যমতের ভিত্তিতে গৃহীত হয় সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল। ১৯৯১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তা জনগন কর্তৃক অনুমোদিত হয়, সাংবিধানিক গনভোটের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

১.১ সমস্যার বিবরন ঃ

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী বাংলাদেশের প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার প্রর্বতনের দীর্ঘ ষোল বছর পর একানব্বই সালের ৭ আগষ্ট জাতীয় সংসদের রাজনৈতিক দল সমূহেব অভূর্তপূর্ব ঐক্য মতের ভিত্তিতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুনরায় সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার প্রর্বতন করে। One of the remarkable achievements of the 5th parliament was that it scrapped the provision providing the presidential system of the constitution (4th Amendment) Act of the 1975 through the passage of famous constitution (12th Amendment) Act in September 1991. The amendment in effect restored parliamentary democracy in Bangladesh after long 16 years.[1]

উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহের নিরিখে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে সংসদীয় কমিটি সমূহকে অধিকতর কার্যকর করার কোন বিকল্প নেই। বোদ্ধা রাজনীতি বিজ্ঞানীদের মতে "সরকারের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম সহায়ক উপায় ও পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় কমিটিসমূহ (বিশেষ করে স্ট্যান্ডিং কমিটি ও সিলেক্ট কমিটিসমূহের) কর্তৃক কার্য তৎপরতার উপর জোর দেয়া। সংসদীয় কমিটিসমূহের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক উত্থাপিত বিল, মন্ত্রী ও মন্ত্রনালয়ের কার্যকলাপের উপর (এমন কি স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের উপরও) সংসদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" আবার "জবাব দিহিয় ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সংসদীয় পদ্ধতি অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। সংসদের নিকট নিজেদের কর্মের জন্য মন্ত্রীসভার সমষ্টিগত দায়বদ্ধতা এবং জবাব দিহিতাই সংসদীয় ব্যবস্থার প্রাণশক্তি।"[২]

সংসদীয় পদ্ধতিকে অধিকতর কার্যক্ষম করার লক্ষ্যেই পঞ্চম সংসদ সংসদীয় কমিটি গঠনে পূর্ববর্তী সংসদগুলোর চেয়ে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করে। কমিটি গঠনে তৎপরতা প্রদর্শন করলেও কমিটির কর্মকান্ডকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পঞ্চম সংসদ কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। পঞ্চম সংসদে কমিটিসমূহের কর্মকান্ডে

---

১ Islam, Dr.M. Nazrul, "Parliamentary Democracy in Bangladesh, An Assesment" in Perspective in Social Science. Volume –5, November 1998 Page –4.

২) রহমান মাহবুবুর, গণতন্ত্র, প্রস্তুনা ও সম্পাদনা ঃ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, প্রথম সংস্করন,পৃষ্ঠা-৮৩, ৮৪ ঃ সংসদীয় গণতন্ত্র ও সরকারের দায়িত্বশীলতা ।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু গুরুত্ব সমস্যা দেখা দেয়। পঞ্চম সংসদের কমিটি সমূহ টার্মস অব রেফারেন্স মেনে চলে প্রদত্ত কাজ সমাধান করতে পারেনি। যার ফলে কমিটি সমূহ নিম্নলিখিত কার্যবলী সম্পাদনে ব্যর্থ হয়। কাজসমূহ ঃ

ক) উদ্ভুত সমস্যার সমাধান
খ) সুপারিশ তৈরী
গ) সংসদকে রিপোর্ট করা

এছাড়া দু একটি কমিটি টার্মস অব রেফারেন্স মেনে চলে রিপোর্ট উপস্থাপন করলেও সংসদে ঐ রিপোর্টের উপর কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি কিংবা সংসদ ঐ রিপোর্টের উপর কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করেনি।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে কমিটি সমূহের অসফল হওয়ার পিছনে আরও কিছু কারন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ

ক) কমিটির সদস্যদের মিটিং বা বৈঠকে অনুপস্থিত থাকার প্রবনতা। উদাহরন স্বরুপ কার্য উপদেষ্টা কমিটির কথা বলা যায়। জাতীয় সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্য উপদেষ্টা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্বাধিক। পঞ্চম সংসদের সাংসদ নেত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী ঐ কমিটির সদস্য। পত্রিকায় প্রকাশিত ১) একটি রিপোর্টে দেখাযায় যে মোট অনুষ্ঠিত ৫ টি বৈঠকের মধ্যে সংসদ নেত্রী ১টি বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন না এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী মাত্র ১টি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

খ) আবার অনেকগুলো কমিটি নিয়মিতভাবে বৈঠক করলেও গৃহীত সুপারিশমালা পেশ করতে ব্যর্থ হয়।

গ) দাখিলকৃত সুপারিশ সমূহের প্রতি সংসদের গুরুত্ব না দেয়।

ঘ) পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ও বেশ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। সাধারনতঃ কোন কমিটিতে সরকার দলীয় এবং বিরোধীদলীয় সদস্যদের অনুপাত সংসদে মোট দলীয় প্রতিনিধিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পঞ্চম সংসদের কমিটিসমূহের বিরোধী দলীয় সদস্যদের অর্ন্তভূক্তি সরকার দলীয় সদস্যদের তুলনায় আনুপাতিকভাবে কম ছিল।

ঙ) পঞ্চম সংসদে কমিটি সমূহ সফল না হওয়ার অন্যতম কারন কমিটির সভাপতির পদে মন্ত্রীর অর্ন্তভূক্তি।[১]

[১] সরকারী গেজেট, ঢাকা, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃষ্ঠাঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

১.২ পটভূমি (Background of the study)

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদের রয়েছে এক বিশেষ মর্যাদা। গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সংসদ স্বাভাবিক কারনেই সরকার কাঠামোয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ।[১]

আর সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে সংসদ। সংসদ শাসিতের কাছে শাসক বর্গকে দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ রাখে। বিশুদ্ধ সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারনে, সৃজনশীল বিশ্লেষন, আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনা এই সংসদেই সংগঠিত হয়। নিচে উল্লেখিত কারনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে উঠে ঃ

১। জবাব দিহিতার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে
২। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে
৩। জনকল্যানমূলক রাষ্ট্রকে অধিকতর গণমূখী করার ক্ষেত্রে।
৪। জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন, নীতি নির্ধারণ, সৃজনশীল আলোচনা-পর্যালোচনার ক্ষেত্রে

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেও আমাদের সংসদ দেশের সামগ্রিক রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি। অন্য কথায় আমাদের দেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা পুরোপুরি ভাবে কার্যকর হতে পারেনি। জাতীয় সংসদ কার্যকর না হওয়ায় পেছনে বেশ কিছু কারন রয়েছে। এ কারন সমূহ নিচে স্বল্প পরিসরে আলোচিত হলো ঃ

সংসদকে কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড় করবার জন্য এবং এর কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করবার জন্য প্রয়োজন সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা , মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা।[২] বাংলাদেশ একটি নবীণ রাষ্ট্র হওয়ার কারনে, সংসদের আয়ুষ্কাল ধারাবাহিক ভাবে বিস্তৃত না হওয়ার এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা না থাকার কারনে সংসদ সদস্যদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা বিকাশ লাভ সম্ভব হয়নি। ১৯৭৩ সালের সংসদের উপর পরিচালিত ও আর্থ সামাজিক জরীপ থেকে দেখা যায় যে, সাংসদদের ৩৩% ভাগেরই কোন পূর্ব সংসদীয় অভিজ্ঞতা ছিল না। সাংসদদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যে সংখ্যক

---

1 আহমদ এমাজউদ্দিন - বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের রূপ: গণতন্ত্র: গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর; প্রথম সংস্করন (মে ১৯৯৫) পৃঃ ২৫

2 রহমান মাহবুবুর - সংসদীয় গণতন্ত্র ও সরকারের দায়িত্বশীলতা। গ্রন্থ : বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা ; সম্পাদনা: অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ প্রথম প্রকাশ (মে ১৯৯২) পৃঃ ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশনে যোগদান প্রয়োজন, যে সময়কাল ধরে সংসদে অবস্থান প্রয়োজন কিংবা যে সংখ্যক বিলের উপর আলোচনায় অংশগ্রহন প্রয়োজন, তা হলে প্রথম সংসদ হতে চতুর্থ সংসদ পর্যন্ত সকল সংসদের সদস্যরা বঞ্চিত হয়েছেন। উদাহরন হিসাবে প্রথম সংসদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাহাত্তরের মার্চ থেকে পঁচাত্তরের আগষ্ট পর্যন্ত আড়াই বৎসরের মধ্যে সংসদে মোট অধিবেশনের পরিমান ছিল ১১৮ দিন। এ সময়ের মধ্যে সংসদ মোট ১৪০টির মত আইন পাশ করে। তন্মধ্যে ৮৫টি আইন (মোট আইনের ৬০%) ছিল রাষ্ট্রপতি জারিকৃত অধ্যাদেশ, যা সংসদের সামনে আইন হিসাবে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।[১]

পঞ্চম সংসদের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় সংসদ সমূহে কমিটি গঠিত হলেও এ কমিটি গুলো কার্যকর ভূমিকা পালনেব্যর্থ হয়। ১৯৭৩ সালে গঠিত প্রথম সংসদ এবং ১৯৭৯ সালে গঠিত দ্বিতীয় সংসদে শাসক দলের দুইতৃতীয়াংশের বেশী প্রতিনিধিত্ব থাকায় কমিটি ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ হয়নি। আবার ১৯৮৬ সালে গঠিত তৃতীয় সংসদ এবং ১৯৮৮ সালে গঠিত চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ থাকায় সংসদে কোন বিরোধীদলের কার্যকর ভূমিকা ছিল না। সংসদে কোন কার্যকর কমিটির ব্যবস্থায় থাকায় বির্তক সমূহ বস্তুনিষ্ঠ হয় না এবং সমস্যা সমূহের উপর গঠনমূলক আলোচনা সহ এর সমাধান সম্ভব হয়না। আবার কমিটি গুলো নির্ধারিত বিষয়ের উপর রিপোর্ট পেশ করলে ও সে সকল রিপোর্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়না। কমিটির সুপারিশের উপর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার পরিবর্তে প্রায়শই অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় সংসদের অধিবেশন সমূহ অতিবাহিত হয়। এমনকি পঞ্চম জাতীয় সংসদে বেশকিছু কমিটি গঠিত হলেও সংসদকে কার্যকর করতে এসব কমিটি খুব একটি সাফল্য লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু কমিটি গঠন ও রিপোর্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চম সংসদ এর পূর্ববর্তী সংসদ গুলোর থেকে সফল ছিল।

ভারত এবং ব্রিটেনে বিদ্যমান সংসদীয় গণতন্ত্র আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থার থেকে ঢের বেশী কার্যকর এর কারন হিসেবে সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বা ট্রান্সপারেন্সীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অকার্যকারিতা দূর করার জন্য শক্তিশালী কমিটি ব্যবস্থা অপরিহার্য। কমিটি সমূহ জবাবদিহিতার বিধান নিশ্চিতকরনের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই সরকারের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম সহায়ক উপায় ও পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় কমিটিসমূহের (বিশেষ করে স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং সিলেক্ট কমিটি সমূহের) কার্য তৎপরতা উপর জোর দেয়া।[২]

---

[১] সংসীয় গণতন্ত্র ও সরকারের দায়িত্বশীলতা ঃ রহমান, মাহাবুব

2 প্রবন্ধ সংকলণ: বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা: এমাজউদ্দিন আহমদ, প্রথম প্রকাশ (মে ১৯৯২) পৃঃ ৮১

Dhaka University Institutional Repository

সংসদকে পরিপূর্ণ অর্থে কার্যকর (Effective) করে তুলতে হলে, তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে সংসদীয় কমিটি সমূহের ভূমিকা অপরিহার্য।কারন সরকার ও প্রশাসনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য সকল বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সীর উপর গুরুত্ব দান নিতান্তই অপরিহার্য। জাতীয় বাজেট ও সকল আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে সংসদকে চূড়ান্ত কর্তৃত্বশীল করা দরকার। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য অনুৎপাদক খাতে ব্যয় হ্রাস এবং সিষ্টেম লস কমানো কার্যকর নীতি গ্রহন, নীতির বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্সী নিশ্চিত করার বিষয়টি সংসদ কর্তৃক নিয়মিত মনিটর করা বাঞ্চনীয়। আর সংসদের পক্ষে মনিটর করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩. উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

আলোচ্য গবেষনার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

ক. বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা

খ. ১৯৯১-৯৬ সালে বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার কার্যক্রম বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of existing literature) ঃ

বিগত কয়েক দশক ধরে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে স্বাগত জানানো হয়েছে। সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই সংসদীয় সরকারকে কাম্য মনে করা হচ্ছে। এক কেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই পার্লামেন্টীয় শাসন সমানভাবে জনপ্রিয়। আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ট সহযোগিতার ভিত্তিতে এ রকম শাসন ব্যবস্থায় জনকল্যানকর নীতিগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়। তাই সংসদীয় সরকারের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি ক্রমবর্ধমান সমর্থনের ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে বিভিন্ন আঙ্গিকে তাদের চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে যে সকল প্রনিধানযোগ্য বইপত্র রয়েছে নীচে তার একটি তালিকা উপস্থাপিত হল ঃ

G.R. Gettel : 'Political Science'
Alan Ball : 'Modern Politics and Government' Macmillan Press (1981)
C.A. Beard : American Government and politics
S.E. Finer : Comparative Government
K.C. Wheare : Modern Constitution
Herbert Morrision : Govt. and Parliament
Sir Ivor Jennings : Cabinet Government (Cambridge University Press, 1961)
The British Constitution (London : ELBS and Cambridge University. 1968)
Ernest Barker : Essays an Government
S.E. Finer : The theory and practice of modern Government
A.V. Dicey : An introduction to the Law of the Constitution.
John Stuart Mill : Representative Govt.

উপর্যুক্ত পুস্তক গুলোর মধ্যে Sir Ivor Jennings এর গ্রন্থ সর্বাধিক প্রনিধানযোগ্য বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মত প্রকাশ করেন।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারী দল ও বিরোধীদলের রয়েছে সুনির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারীদলের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান। প্রধানমন্ত্রীকে সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য রয়েছে কেবিনেট। প্রধানমন্ত্রীর গঠনমূলক নেতৃত্ব এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের দায়িত্বশীল ভূমিকার উপর সংসদীয় সরকারের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুযোগ্য নেতৃত্বই হচ্ছে সংসদীয়

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রের সাফল্যের চাবিকাঠি। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রি পরিষদের উত্থান-পতন, সাফল্য-ব্যর্থতা সূচিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর গুণগত যোগ্যতা ও নেতৃত্বের গুণাবলীর উপর মন্ত্রীপরিষদের প্রশাসনিক সাফল্য নির্ভরশীল। আবার মন্ত্রীদেরকেও দেশের নেতা হিসেবে সচ্চরিত্র, দুরদর্শী, আদর্শনিষ্ঠ ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক দৃঢ়তা জনসাধারণের মনে উদ্যম ও উৎসাহ সৃষ্টি করে। Jennings মনে করেন, "The Prime Ministers power in office depends in part on his personality in part on his personal prestige and in part upon his party support." [1]

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব সম্পর্কে Moodie কলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি একক্ভাবে শাসন পরিচালনার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করেন তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি রাজশক্তির প্রধান উপদেষ্টা, রাজশক্তির প্রধান উত্তরাধিকারী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং সরকারের প্রধান।"

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মন্ত্রী পরিষদের রয়েছে collective responsibility । কেবিনেট সদস্যদের মধ্যে কোন একজনের ব্যর্থতা সমগ্র কেবিনেটের ব্যর্থতা বলে মনে করা হয়। এ সর্ম্পকে Hervey and Bather লিখেছেন ঃ-

"The cabinet stands or fall together. Where the policy of a particular minister is under attack, it is the government as a whole which is being attacked. Thus the defeat of a minister on any major issue represents defeat of government."[2]

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদলের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ন। Sir Jennings বিরোধীদলের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন। তাৎক্ষনিকভাবে বিরোধীদল সরকারের বিকল্প এবং গণ অসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে থাকে। এর কার্যক্রম অনেকাংশে সরকারের মতই গুরুত্বহ। বিরোধীদল না থাকলে গণতন্ত্র হয় না। মহামান্য রানীর কাছে বিরোধীদলের প্রয়োজনীয়তা সরকারী দলের মতই।[3]

---

[1] Jennings Sir Ivor : Cabinet Government, P-203

[2] Hervey and Bather; The British Constitution

[3] Jennings Sir Ivor : Cabinet Government (Cambridge University Press-1961)P-16

Dhaka University Institutional Repository

আবার সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর হবে না যদি "বিরোধীদল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসনকে মেনে নিতে না পারে।"[১]

বস্তুতপক্ষে "বিরোধীদল এবং সরকার ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমালোচনা করার অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। পারস্পরিক সহনশীল না থাকলে সংসদীয় সরকার প্রক্রিয়া ভেঙ্গে যায়।[২] বিরোধীদলের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে Harold Laski বলেছেন, "The opposition spends its time in revealing the defects of the government programe."[3] বিরোধীদলের সমালোচনার তীব্রতা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে সংযত ও সতর্কভাবে চলতে বাধ্য করে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ন মৌলিক বিষয়গুলোতে রক্ষণশীল দল (Conservative party) এবং শ্রমিক দলের (Labour party) ঐকমত্য রয়েছে বলেই ব্রিটেনে সংসদীয় ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়াও যে বিষয়ের উপর Jennings গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হলো, "The Prime Minister meets the convenience of the opposition and the leader of the opposition meets the convenience of the Government."[4]

সংসদীয় ব্যবস্থাকে সাফল্যমন্ডিত করতে প্রধানমন্ত্রী, কেবিনেট ও বিরোধীদলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। আর এই ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধীদলের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির গুরুত্ব অপরিহার্য। অপরিহার্য বলেই সংসদীয় ব্যবস্থার পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত বৃটেনে কমিটি ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। কমিটিসমূহকে বাদ দিয়ে সেখানকার পার্লামেন্টে আইন প্রনয়নের বিষয় অচিন্তনীয়। Woodrew Wilson তার গ্রন্থ continental Government এ তাই কমিটি গুলোকে Little Legislature এবং এর চেয়ারম্যান বৃন্দকে Petty barons বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ্রেট বৃটেনের অনুকরণে ভারতের মত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও কমিটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পার্লামেন্টের দুটি সভার সদস্যসংখ্যা অত্যধিক হওয়াতে কোন বিষয়ের খুঁটিনাটি আলোচনা এতে সম্ভব হয় না। খুটিনাটি বিচার বিশ্লেষণ করার জন্যই পার্লামেন্ট বিভিন্ন বিষয়ের কমিটি গঠন করেছে। বর্তমানে ভারতে সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি, আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি প্রভৃতির মত আরও স্থায়ী কমিটি এবং কিছু সংখ্যব অস্থায়ী কমিটির মাধ্যমে পার্লামেন্টারী কাজগুলো সম্পাদিত হচ্ছে।

---

[১] Jennings Sir Ivor : Cabinet Government
[২] Jennings Sir Ivor : Cabinet Government

[3] Laski, Harold J : Democracy in Crisis (London: George Allen and Unwin Ltd. 1932) P-32

[4]Jennings Sir Ivor : (Cabinet Government)

Dhaka University Institutional Repository

ইংল্যান্ড এবং ভারতের তুলনায় আমাদের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা এখনও সূচনা পর্বেই রয়ে গেছে। অথচ সংসদীয় ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য কমিটি ব্যবস্থার বিকল্প নেই। কারণ ঃ-

ক. স্বল্প সংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট কমিটিগুলো আইনের খসড়া প্রস্তাবগুলোর অনেক সময় ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেন। এখানে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সাংসদরা তাদের মেধা, প্রজ্ঞা প্রয়োগের সুযোগ পান, ফলে উৎকৃষ্ট আইন প্রণীত হয়ে।

খ. কমিটি গুলোতে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকে, ফলে সংসদীয় ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ মূল ধারনা সমূহের সংজ্ঞা ঃ

সংসদীয় কমিটির সংজ্ঞা ঃ

'Parliamentary Committees figure prominently on all continents and in most countries of the world, increasingly serving as the main organising centre of both legislation and parliamentary oversight of government'[1]

- Longley and Agh

আধুনিক আইনসভায় কমিটি ব্যবস্থা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নতুন অথবা পুরনো, বড় অথবা ছোট সব ধরনের আইনসভাতেই কমিটি দেখা যায়। 'The growth of centrality of the committee has occurred not only in some parliaments, but appears to be a a global phenomenon.[2] বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলী একদিকে যেমন বহুল পরিমানে বেড়ে গিয়েছে তেমনি জটিল আকার ধারণ করেে ফলে আইনসভাগুলোর পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত বিচার - বিবেচনা সম্ভব হয়ে উঠেছে না। তাছাড়া বর্তমানকালের আইনসভাগুলোর সদস্য সংখ্যা অনেক এবং এ ধরনের বড় সংস্থা সকল বিষয়ের শান্ত ও সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। সুতরাং সীমিত সময়ের মধ্যে দক্ষতার সাথে আইনসভার কাজ সম্পাদনের জন্য প্রায় সকল দেশেই কমিটি - ব্যবস্থা রয়েছে। আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত এর কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত যেসকল ছোট ছোট সংস্থার উপর আইন ও অ ন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিস্তৃত বিচার বিবেচনার দায়িত্ব অর্পন করা হয় সেগুলোকে আইনসভার কমিটি বলা হয়। বিভিন্ন প্রশ্নের খুটিনাটি বিবেচনার পর কমিটি এর মন্ত ব্য ও সুপারিশ রিপোর্ট আকারে আইন সভায় পেশ করে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনসভা সহজে ও অল্প সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। শুধু তাই নয় কমিটির মাধ্যমে আইনসভা শাসন বিভাগের কার্যাবলীও নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচলিত পার্লামেন্টারী কমিটি ব্যবস্থা বৃটিশ সংসদীয় পদ্ধতির (West Minister) ধাঁচে গঠিত। এই পার্লামেন্টারী কমিটিসমূহের মাধ্যমেই সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের জবাবদিহিতায় বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এছাড়াও সংসদ আইন প্রণয়নে কমিটি ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে থাকে। সংসদীয় কমিটিগুলো আইনের খসড়া এবং অন্যান্য বিষয়ের বিচার বিবেচনা করে আইন সভার কাজে সহায়তা করে থাকে। সংসদীয় ব্যবস্থায় এসব কমিটি সমূহের তৎপরতা বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। অনেক বিল সংসদীয় কমিটি সমূহের হাতে আসার পর পরিবর্তিত ও সংশোধিত

---

[1] L. Longley and A. Agh. The changing Roles of Parliamentary Committees Appleton, Research Committee on Legislative Specialist. P-3

[2] Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে থাকে। এসব কমিটি সমূহ তাই সরকারের দায়িত্বশীলতা আনয়নে বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে স্থায়ী কমিটি ববং সিলেক্ট কমিটি সমূহের কথা উল্লেখ করা যায়। বৃটেন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রভৃতি দেশের মত বাংলাদেশেও কমিটি ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংসদ 'সরকারী হিসাব কমিটি' ও 'বিশেষ অধিকার কমিটি' এবং সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য কমিটি নিয়োগ করবে কমিটি গুলোকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়- অস্থায়ী কমিটি ও স্থায়ী কমিটি। সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটিব সদস্যগণ নিযুক্ত হবেন। এমন কোন সদস্য কমিটিতে নিযুক্ত হবেন না, যার ব্যক্তিগত, আর্থিক ও প্রত্যক্ষ স্বার্থ কমিটিতে বিবেচিত হতে পারে। কিংবা কোনো কমিটিতে কাজ করতে ইচ্ছুক সদস্যকেও অনুরূপ কমিটিতে নেয়া যাবে না। এখানে সদস্যের স্বার্থ বলতে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত বা আর্থিক স্বার্থ বুঝাবে এবং এমন কোনো ব্যক্তি কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত হবে না, যার অর্ন্তভূক্তিতে আপত্তি রয়েছে এবং অর্ন্তভূক্তি সাধারণ ভাবব জনস্বার্থের অনুকূলে নয়।

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির সংজ্ঞা ঃ

বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুস্পরিবর্তনীয়, জাতীয় সংসদের ক্ষমতার উৎস হলো এ সংবিধান। ৭নং অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, সংবিধান জনগনের অভিপ্রায়ের চরম অভিব্যক্তি এবং ইহা প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন আর তাই কমিটি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও সংবিধান দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫ম ভাগে ৭৬(১) অনুচ্ছেদে আছে।

১। *** [১] সংসদসদস্যদের মধ্যে থেকে সদস্য নিয়ে সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটি সমূহ নিয়োগ করবেন

ক) সরকারী হিসাব কমিটি
খ) বিশেষ অধিকার কমিটি
গ) সংসদের কার্য প্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি

২। সংসদ উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবেন এবং অনুরূপ ভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এ সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে

ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষ করতে পারবেন।
খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরনের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহনের প্রস্তাব করতে পারবেন।

---

[১] *** সংবিধান (৪র্থ সংশোধনী) আইন, (১৯৭৫ সালের ২নং আইন) এর ১০, ধারাবলে সংসদও প্রত্যেক অধিবেশনের ১ম বৈঠকে শব্দ গুলো বিলুপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

গ) জনগুরুত্ব সম্পন্ন হলে সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সে বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সমন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারবেন এবং কোন মন্ত্রনালয়ের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌলিক বা লিখিত উত্তর লাভের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

ঘ . সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন্যো দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সংসদ গঠনের কতদিন পরে কমিটি সমূহ গঠিত হবে সে বিষয়ে সংবিধানে কোন উল্লেখ নেই। সমাপ্ত হলেও অনেকগুলো জরুরী কমিটি গঠন করা হয়নি। তবে কিছু কিছু সংসদীয় কমিটি পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের কয়েক মাস পরেই গঠন করা হয়।

. সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সংসদ গঠনের কতদিন পরে কমিটি সমূহ গঠিত হবে সে বিষয়ে সংবিধানে কোন উল্লেখ নেই। সমাপ্ত হলেও অনেকগুলো জরুরী কমিটি গঠন করা হয়নি। তবে কিছু কিছু সংসদীয় কমিটি পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের কয়েক মাস পরেই গঠন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১.৬ গবেষণার পদ্ধতি ঃ

গবেষণায় বিষয় নির্বাচন ও বর্ণনা এবং গবেষণার নকশা প্রণয়ের পর তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়। কমিটি ব্যাবস্থা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক ও গবেষকদের বিদ্যমান গবেষনা কর্ম থেকে সহয়তা নেয়া হবে। এ ছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক- উভয় উৎস থেকে সহয়তা নেয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

২.১ বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির প্রকৃতি

২.২ সংসদীয় কমিটির গঠন

২.৩ সংসদীয় কমিটির কাজ

Dhaka University Institutional Repository

২.১ বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির প্রকৃতি ঃ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষের উপর জাতীয় সংসদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ তথা জপ্রতিধিদের নিকট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ন মাধ্যম। কমিটির প্রধান কর্তব্য হল খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা ও বিভিন্ন বিলের মাধ্যমে সংসদ প্রণীত আইন সরকার যথাযথ ভাবে বলবৎ করছেন কিনা তা পর্যালোচনা করা। কমিটির মাধ্যমে সংসদ সরকারের কার্যকলাপও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

কমিটির মেয়াদ ঃ

সংবিধানের বিধি বিধান সাপেক্ষে কোন বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন হেতু সংসদ কর্তৃক গঠিত কোন বিশেষ কমিটি ব্যতিরেকে, কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদ কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে এখানে শর্ত থাকবে যে, প্রয়োজনবোধে সংসদ কর্তৃক মনোনীত কমিটি পূনর্গঠিত হবে। এই বিধিসমূহের অধীনে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত কমিটি স্পীকার দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদের জন্য অথবা নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ কমিটি কাজ করবে।

কমিটি থেকে পদত্যাগ ঃ

স্পীকারকে সম্বোধন করে স্বহস্তে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে কোন সদস্য কমিটির আসন থেকে পদত্যাগ করতে পারবেন।
সংসদ পূর্ব থেকে মনোনীত না করে থাকলে কামিটির সদস্যগণ তাদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করবেন। সভাপতি যদি (আর কমিটির সদস্য না থাকেন) কমিটির কোন বৈঠক থেকে অনুপস্থিত থাকেন, কিংবা অন্য কোন কারণে তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তাহলে কমিটি অপর কোন সদস্যকে উক্ত বৈঠকের সভাপতি নিযুক্ত করবেন।

কমিটির কোরাম ঃ

কমিটির বৈঠকের জন্য উক্ত কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের যতদূর কাছাকাছি হয় এমন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে। কমিটির বৈঠকের জন্য নির্ধারিত তারিখে, অথবা বৈঠক চলাকালীন কোন সময়ে যদি কোরাম না থাকে, তাহলে উক্ত কমিটির সভাপতি কোরাম না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখবেন, নতুবা ভবিষ্যতে অন্য কোন দিন পর্যন্ত বৈঠক মুলতবী করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির বৈঠকে অনুপস্থিতির জন্য কর্মচ্যুতি ঃ

কমিটির অনুমতি ব্যাতিরেকে কোন সদস্য যদি পর পর দুই বা ততোধিক বৈঠক থেকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে উক্ত সদস্যকে কমিটি থেকে পদচ্যুত করার জন্য সংসদে প্রস্তাব আনয়ন করা যেতে পারে।[১]

কমিটিতে ভোট গ্রহণ ঃ

উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিটির বৈঠকে সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।[২]

সভাপতির নির্ণায়ক ভোট ঃ

কোন প্রশ্নে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতি অথবা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তি একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোটদান করতে পারবেন।[৩]

সাবকমিটি নিয়োগের ক্ষমতা ঃ

কমিটি এতে প্রেরিত কোন বিষয়কে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য মূল কমিটির ক্ষমতা সম্পন্ন এক বা একাধিক সাব-কমিটির নিয়োগ করতে পারবেন এবং এ সকল সাব-কমিটির মূল কমিটির কোন বৈঠক অনুমোদন লাভ করে থাকলে মূল কমিটির রিপোর্ট হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাব কমিটিতে প্রেরিত নির্দেশনামায় পরীক্ষনীয় প্রশ্ন সম্পর্কিত বিষয় অথবা বিষয়াদি পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করতে হবে। মূল কমিটি সাব-কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করবেন।

কমিটির বৈঠক ঃ

সভাপতি যেরূপ নির্ধারন করে দিবেন, অনুরূপ দিবস ও সময়ে কমিটির বৈঠক বসবে। তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির সভাপতি ঐ সময়ে উপস্থিত না থাকলে সচিব দিন ও ক্ষণ ধার্য করে দিতে পারবেন।আরও

---

[1] সংসদ বিধি ধারা ১৯৩

[2] সংসদ বিধি ধারা ১৯৪

[3] সংসদ বিধি ধারা ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

শর্ত থাকে যে -বিল সম্পর্কিত কোন যাচাই কমিটির সভাপতি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত না থাকলে সচিব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে দিন ও ক্ষণ ধার্য করে দিবেন।

সংসদ চলাকালে কমিটির বৈঠক ঃ

সংসদ চলাকালে কোন কমিটির বৈঠক চলতে পারে তবে এখানে শর্ত রয়েছে যে, সংসদে বিভক্তি ভোটের প্রয়োজনে কমিটির সভাপতি ঠিক তদ্রুপ সময়ের জন্য উক্ত কমিটির কার্যাবলী স্থগিত রাখবেন, যে সময় তিনি মনে করেন সদস্যগণ বিভক্তি ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

কমিটির বৈঠক ও কমিটির স্থান ঃ

কমিটির বৈঠক একান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। সংসদের সীমার মধ্যে কমিটির বৈঠক বসবে, এবং সংসদের বাইরে কোন স্থানে কমিটির বৈঠক বসার প্রয়োজনবোধ হলে বিষয়টি স্পীকারের গোচরে আনা হবে এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

কমিটির কার্যকালে সকল আগন্তুকের প্রস্থান ঃ

কমিটি কাজ শুরু করলে কমিটির সদস্য এবং সংসদ সচিবালয়ের অফিসারবৃন্দ ছাড়া অন্য সকলে ঐ স্থান ত্যাগ করবেন।

দলিল চেয়ে পাঠানো ও সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা ঃ

সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্দেশ অনুযায়ী কোন সাক্ষীকে ডাকা যাবে এবং তিনি কমিটিতে প্রয়োজনীয় সকল দলিল দাখিল করবেন। কমিটি স্বীয় বিবেচনায়, প্রদত্ত যে কোন সাক্ষ্য বিষয়কে গোপনীয় অথবা একান্ত বিবেচনা করতে পারবেন।

কমিটির অনুমোদন না নিয়ে কমিটিতে পেশ করা হয়েছে, এমন কোন দলিল ফেরত নেয়া চলবে না, অথবা এর পরিবর্তন করা চলবে না।

Dhaka University Institutional Repository

রেকর্ড, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানোর ক্ষমতা ঃ

রেকর্ড, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাবার ক্ষমতা কমিটির থাকবে। তবে শর্ত থাকে হয়, কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য অথবা প্রদত্ত কোন দলিল কমিটির কাজে প্রয়োজনীয় কিনা অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বিষয়টি স্পীকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। আরও শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এ কারণে সরকার কোন দলিল পেশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন।

কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের রেকর্ড ঃ

কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের একটি রেকর্ড রাখা হবে এবং সভাপতির নির্দেশ ক্রমে উহা সদস্যদেরকে সরবরাহ করা হবে।

গোপনীয় বিবেচিত হবে এমন সাক্ষ্য, রিপোর্ট ও কার্যাবলী ঃ

কমিটি এরূপ নির্দেশ দিতে পারবেন যে, সম্পূর্ণ সাক্ষ্য বিষয় অথবা এর অংশ, অথবা এর সারাংশ সংসদে পেশ করা হোক।

স্পীকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে ব্যক্তি সংসদে পেশ করা হয়নি, মৌখিক অথবা লিখিতভাবে প্রদত্ত সাক্ষ্যের এমন কোন অংশ, অন্য রিপোর্ট, অথবা কমিটির কার্যাবলীর অন্যান্য বিষয়ন পরিদর্শন করতে পারবেন না। কমিটির কোন সদস্য অথবা অপর কোন ব্যক্তি সংসদে পেশ না হওয়া পর্যন্ত কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রকাশ করতে পারবেন না।

বিশেষ রিপোর্ট ঃ

কমিটির বিবেচনাধীনে রয়েছে এমন বিষয়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলে কিংবা এর আওতাধীন না হলে, কিংবা আনুষাঙ্গিকভাবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট না হলেও কমিটি যদি মনে করেন যে, এর কার্যকালের সময় এমন সকল বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে বা প্রকাশ পেয়েছে, যা সংসদের গোচরীয়ভূত হওয়া প্রয়োজন, অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিটি বিশেষ রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির রিপোর্ট ঃ

যেসব ক্ষেত্রে সংসদ কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট পেশের সময়সীমা নির্ধারণ করেননি, সেসব ক্ষেত্রে, যে তারিখ কমিটির নিকট বিষয়টি প্রেরণ করা হয়েছিল, সে তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

পেশের পূর্বে সরকারের নিকট রিপোর্ট সরবরাহকরণ ঃ

যথাযথ মনে করলে সংসদে পেশের পূর্বে কমিটি রিপোর্টের কোন অংশ সরকারকে সরবরাহ করতে পারবেন। সংসদে পেশ করার পূর্ব পর্যন্ত অনুরূপ রিপোর্ট গোপনীয় বলে বিবেচিত হবে।

রিপোর্ট পেশ ঃ

কোন কমিটির সভাপতি বা তার অনুপস্থিতিতে কমিটির যে কোন সদস্য রিপোর্ট পেশ করবেন। রিপোর্ট পেশ করার সময়ে সভাপতি বা তার অনুপস্থিতিতে রিপোর্ট পেশকারী সদস্য কোন মন্তব্য করতে চাইলে, তার বক্তব্য একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তবে এপর্যায়ে উক্ত বিবৃতি সম্পর্কে কোন বিতর্ক হবে না।

কমিটির নিজস্ব কার্য পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে ঃ

কোন কমিটির এর নিজস্ব কার্য পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকবে। কমিটি প্রয়োজন বোধে নিজ নিজ ক্ষেত্রে যেকোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

স্পীকারের নির্দেশদান ক্ষমতা ঃ

কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিষয় বা অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ দেখা দিলে সভাপতি সমীচীন মনে করলে, বিষয়টি মীমাংসার জন্য স্পীকারের কাছে পেশ করতে পারেন এবং এ ক্ষেত্রে স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ মূলতবির কারণে কমিটির কাজ তামাদি না হওয়া ঃ

কোন কমিটির সামনে বিবেচনাধীন কোন কাজ কেবলমাত্র সংসদ মূলতবী ঘোষিত হওয়ার কারণেই তামাদি হবে না এবং অনুরূপ মূলতবী সত্বেও কমিটি এর কাজ চালিয়ে যেতে থাকবে।

কমিটির অসমাপ্ত কাজ ঃ

কোন কমিটির এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে বা সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্বে এর কাজ শেষ করতে অক্ষম হলে উক্ত কমিটি সংসদকে জানাতে পারবেন যে, কমিটি এর কাজ শেষ করতে পারেনি। অনুরূপ কমিটি প্রাথমিক কোন রিপোর্ট, স্মারকলিপি বা নোট প্রস্তুত করে থাকলে বা কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে থাকলে তা নতুন কমিটিকে দেয়া হবে।

কমিটির ক্ষেত্রে সাধারণ বিধির প্রযোজ্যতা ঃ

যেসব বিষয়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট কমিটি সংক্রান্ত বিধিতে বিশেষ বিধান করা হয়েছে, সেসব বিষয় ব্যতীত এ অন্য সাধারণ বিধিগুলো সকল কমিটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে এবং কোন কমিটি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান সমূহের কোন বিধান সাধারণ বিধির সঙ্গে পরস্পর বিরোধী হলে প্রথমোক্ত বিধি প্রযোজ্য হবে।

সচিব পদাধিকার বলে কমিটির সচিব হবেন অথবা সচিব কর্তৃক ক্ষমতা প্রদান ঃ

সচিব পদাধিকার বলে সংসদের প্রত্যেক কমিটির সচিব থাকবেন। সচিব সচিবালয়ের যে কোন অফিসারকে তৎকর্তৃক নির্দেশিত কর্তব্য পালনের ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ সংসদীয় কমিটির গঠন ঃ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নে কমিটি ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক শর্তে পরিণত হয়েছে। আধুনিক আইনসভার বিপুল সদস্য সংখ্যা সময়ের অভাব, আইন প্রণয়নে জটিলতা বৃদ্ধি, সমস্যার বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতা, সাধারণ সদস্যদের বেশীর ভাগের বিশেষজ্ঞতার অভাব, আইন প্রস্তাব সমূহের বিশদ আলোচনার প্রয়োজন প্রভৃতি কারণে কমিটি ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আইন সভার শ্রম-বন্টনের একটি প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হল কমিটি গঠন। কমিটি ব্যবস্থাকে আইন সভার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যায়।

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটি সমূহ দুটি উৎস থেকে তার উৎপত্তি এবং বৈধতা লাভ করে। এক, দেশের সংবিধান এবং দুই, পার্লামেন্ট পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ (Rules of Procedure of Parliament) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংসদের জন্য একটি পাবলিক একাউন্টস কমিটি এবং একটি প্রিভিলিজ কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া সংসদ সংবিধান বলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারে।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত গঠিত কমিটি সমূহ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, সংসদ সাধারণত তিন ধরনের কমিটি নিয়ে গঠিত হয়েছে। স্থায়ী কমিটি, সিলেক্ট কমিটি এবং বিশেষ কমিটি। এ তিন ধরনের কমিটির মধ্যে পার্থক্য বিশেষতঃ এর স্থায়ীত্ব এবং গঠন প্রকৃতির দিক থেকে।

অস্থায়ী কমিটি কোন নির্দিষ্ট বিল পরীক্ষা বা অন্য কোন বিশেষ কাজের জন্য গঠিত হয় এবং সেই বিশেষ কাজ সমাপ্ত হলে ইহা ভেঙ্গে যায়। আর স্থায়ী কমিটি একটি মাত্র বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না, এর উদ্দেশ্য ও কাজ স্থায়ী প্রকৃতির। এই শ্রেণীর কমিটির সদস্যগণ সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত হন এবং এক একটি কমিটির উপর এক এক প্রকার কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়।

স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। এসকল কমিটি সাধারণত সংসদের সময়কালের জন্য গঠিত। স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সরকারী বিভাগ সম্পর্কিত কমিটি সমূহ, অন্যান্য বিভাগ সমূহ হচ্ছে নিরীক্ষা কমিটি, অর্থ কমিটি এবং বিশেষ হাউজ কমিটিসমূহ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিশেষ কমিটি সমূহ এ্যাড হক ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং যে বিশেষ কাজের জন্য এ সকল কমিটি গঠিত হয় তা শেষ হলে ঐ কমিটিগুলোর কার্যকালও ফুরিয়ে যায়। প্রধান কমিটিগুলো নাম ও গঠন আলোচনা করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

সংসদ প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে একটি সরকারী হিসাব কমিটি গঠন করবে। এ কমিটিতে অনধিক পনের জন সদস্য থাকবেন এবং সংসদ তাদের নিয়োগ করবেন। তবে এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, কোন মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য নিযুক্ত করা হবে না এবং এ কমিটিতে নিয়োগের পর কোন সদস্য মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলে, অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ থেকে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকবেন না।

২. বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সংসদ অনধিক দশজন সদস্যের সমন্বয়ে একটি বিশেষ অধিকার কমিটি নিয়োগ করবেন। এই কমিটি সংসদ এবং এর সদস্য বা কোন কমিটির বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন বিচার বিবেচনা করে।

৩. কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত এ কমিটি সংসদ নিয়োগ করবেন বা সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সভাপতি সহ এ কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে বারোজন। স্পীকার পদাধিকার বলে [* *] [১]সভাপতি হবেন।

৪. কার্য উপদেষ্টা কমিটি ঃ

সংসদের অধিবেশনের প্রারম্ভে একটি কার্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। [* * * *] [২] স্পীকারসহ অনধিক [পনের জন] সদস্যের সমন্বয়ে কার্য উপদেষ্টা কমিটি নামে অভিহিত একটি কমিটি স্পীকার মনোনীত করতে পারবেন এবং স্পীকার উক্ত কমিটির সভাপতি হবেন।

৫. বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত - প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি ঃ

বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের জন্য অনধিক দশজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি থাকবে। সংসদ প্রস্তাবের মাধ্যমে উক্ত কমিটি নিয়োগ করবেন।

---

[১] । উপরি উক্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা "এই কমিটির" শব্দ দুটো বিলুপ্ত

[২] উপরি উক্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা "এই কমিটির" শব্দ দুটো বিলুপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

৬. অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি ঃ

এই কমিটিতে অনধিক দশ জন সদস্য থাকবেন এবং সংসদ সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে তাদেরকে নিয়োগ দান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এ কমিটিতে কোন মন্ত্রীকে সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হবে না, এবং এ কমিটিতে নিয়োগের পর কোন সদস্য মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলে, অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ থেকে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকবেন না।

৭. সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি ঃ

এ কমিটিতে অনধিক আটজন সদস্য থাকবেন এবং সংসদ তাদের নিয়োগ করবেন।

৮. বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি ঃ

যখন কোন বিল সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা সদস্য প্রস্তাব করেন যে, বিলটিকে বাছাই-কমিটিতে প্রেরণ করা হোক, কেবল তখনই এই কমিটি গঠন করা হয়। ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের প্রস্তাবক্রমে সংসদ এ নিয়োগ করে। কমিটির সদস্যসংখ্যা নির্দিষ্ট নাই। ভারপ্রাপ্ত সদস্য অবশ্যই এ কমিটির অর্ন্তভূক্ত হন। এ কমিটির সদস্য নন এমন কোন মন্ত্রী উক্ত কমিটির সভাপতির অনুমতিক্রমে এ কমিটিতে ভাষন দিতে পারবেন।

৯. বিশেষ কমিটি ঃ

সংসদ কোন প্রস্তাব দ্বারা যেকোন সময় একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারে। অনুরূপ কমিটি নিয়োগের সময় সংসদ এর গঠন ও কর্তব্য নির্ধারন করে দিবে।

১০. সংসদ কমিটি ঃ

সভাপতি সহ অনধিক বারজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংসদ কমিটি থাকবে।

১১. সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি ঃ

চতুর্থ তফসিলে লিপিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি থাকবে। এ কমিটিতে অনধিক দশজন সদস্য থাকবেন এবং সংসদ তাদেরকে নির্বাচন করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, কোন মন্ত্রীকে এ কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হবে না এবং এ কমিটিতে

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের পর কোন সদস্য মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলে, অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ থেকে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকবেন না।

১২. কতিপয় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

প্রত্যেক নতুন সংসদের উদ্বোধনের পর যথাশীঘ্র সংসদ প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবেন, এবং প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটিতে সভাপতিসহ অনধিক দশজন সদস্য থাকবেন।

(ক)সভাপতি সহ সদস্যগণ সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন, তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মন্ত্রী কমিটির সভাপতি হবেন না।

(খ) উপবিধি (২) এর অধীন সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি যদি মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন, তাহলে অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ থেকে তিনি আর উক্ত কমিটির সভাপতি থাকবেন না।

(গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা মন্ত্রী না থাকলে প্রতিমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী সংসদ সদস্য নাহলেও তিনি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, এবং এর কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে তিনি কমিটিতে ভোটদান থেকে বিরত থাকবেন।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী না থাকলে, সংসদ নেতা মন্ত্রীসভার কোন সদস্যকে উক্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে মনোনয়ন প্রদান করবেন এবং তিনি সদস্য হয়ে ঐ কমিটির সদস্য হবেন, কিন্তু তিনি সংসদ সদস্য হলেও কমিটির সভায় উপস্থিত থাকবেন ও এর কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে তিনি কমিটিতে ভোটদান থেকে বিরত থাকবেন।

সংসদ কমিটি ঃ

সভাপতি সহ অনধিক বারজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংসদ কমিটি থাকবে। এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হবে। স্পীকার কোন সদস্যকে নতুন সংসদ কমিটিতে পুনরায় মনোনয়ন করতে পারবেন।

সংসদ কমিটির সভাপতি সহ অনধিক চারজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি আবাসিক সাব কমিটিও থাকবে। এবং সংসদ কমিটির সভাপতি পদ বলে উক্ত সাব কমিটির সভাপতি হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ সংসদীয় কমিটির ব্যবস্থার কাজ ঃ

Parliamentary Committees in Bangladesh formally enjoy important status and extensive powers. A committee for example, can regulate its sittings and the way it conducts its business. It can obtain co-operation and advice from any expert in its field, if demand necessary?

উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটিগুলোর তাদের কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে পর্যন্ত ক্ষমতা রয়েছে।

সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার যথার্থ কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সংসদের কমিটি গুলোকে কর্মপোযোগী করে তুলতে হবে। এতে করে পুরো সংসদের সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার সাফল্য নিশ্চিত হবে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পার্লামেন্ট বা সংসদের কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভর করে সংসদীয় কমিটি গুলোর কাজেব প্রকৃতির উপর। অর্থাৎ সংসদীয় কমিটি গুলো তাদের কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে কতটুকু স্বাধীন এবং আগ্রহী।

বাংলাদেশের সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থায় এখানকার সংসদীয় কমিটিগুলো একেকটির কাজ এক এক রকম আবার তত্ত্বগতভাবে সবগুলো কমিটিই সমান ক্ষমতার অধিকারী হলেও, কার্যক্ষেত্রে কতগুলো কমিটি অধিকতর ক্ষমতা সম্পন্ন এবং গুরুত্ববাহী। উদাহরণ স্বরূপ পাবলিক একাউন্টস কমিটি বা সরকারী হিসাব সম্পর্কিত কমিটির নাম উল্লেখযোগ্য। এ কমিটি শুধু গঠন প্রকৃতির প্রেক্ষিতেই অন্যান্য কমিটির চেয়ে প্রাচীন নয় বরং কার্যকারিতার দিক থেকে অতন্ত্য সম্ভাবনাপূর্ণ।

সরকার এবং প্রশাসনের জাববদিহিতার বিষয়টি নিশ্চত করার ক্ষেত্রে একটি কমিটির রয়েছে কার্যকর ক্ষমতা এবং বাস্তব প্রভাব। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সমূহও সাদামাটা দৃষ্টিতেই লাইব্রেরী কমিটির মত কমিটির চেয়ে গুরুত্বপূণ্ বলে প্রতিভাত হয়। Oversight কমিটি কমিটি গুলো অধিকতর গুরুত্বপূণ্ এবং ক্ষমতা সম্পন্ন। সরকারী প্রতিশ্রুতি সমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি যে আবাসন কমিটির চেয়ে অধীক তাৎপর্যপূর্ণ এবং ক্ষমতাধর তা বলাই বাহুল্য। যেমন, বলা যায় যে, সরকার প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতি সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং এ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সার্বিক প্রতিশ্রুতি ভদারকী করা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটির কাজ। অন্যদিকে আবাসন কমিটির কাজ এম. পিদের আবাসিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা মত কম গুরুত্বপুর্ণ কাজগুলো।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে, প্রতিমাসে অন্ততপক্ষে একবার সভা অনুষ্ঠান করবে। নির্ধারিত সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে স্পীকার সংসদ সচিবকে ব্যর্থ কমিটির সভাঅনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন। পাবলিক একাউন্টস কমিটি এবং পাবলিক আন্ডারটেকিং কমিটিকেও অধিকতর ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। পাবলিক আন্ডারটেকিং কমিটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি সম্পর্কে জাতীয় সংসদকে অবহিত করতে পারে এবং দুর্নীতি দমনকল্পে সুপারিশ উপস্থাপন করতে পারে। পাবলিক একাউন্টস কমিটিও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম দুরীকরণের ক্ষেত্রেও নানারকম সুপারিশ ও মন্তব্য জাতীয় সংসদে পেশ করতে পারে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি (১৯৯৭ সালের ১০ই জুন, পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী নিম্নে সংসদীয় কমিটিগুলোর কাজ নিম্নে আলোচনা করা হলো -

১. সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কাজ ঃ

(ক) সরকারী হিসাব সম্পর্কিত কমিটিব কাজ হবে সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থের নির্দিষ্টকরণ সংবলিত হিসাব, সরকারের বার্ষিক আর্থিক হিসাব পরীক্ষা করা এবং এ কমিটি সমীচীন মনে করলে সংসদে উত্থাপিত অন্যান্য আর্থিক হিসাবও পরীক্ষা করবেন। [১] কমিটি প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও ত্রুটিবিচ্যুতি পরীক্ষা করে তা দুরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ সংসদে রিপোর্ট পেশ করবেন।"

(খ) সরকারের নির্দিষ্টকরণ হিসাব এবং তৎসম্পর্কে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট পরীক্ষা করার সময়ে এ কমিটির দায়িত্ব হবে নিম্নোক্ত বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া

- ব্যায়িত হয়েছে বলে হিসাবে প্রদর্শিত অর্থ যে কাজ ও উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়েছে, তা ঐ কাজ বা উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য আইনানুগভাবে নির্দিষ্ট ও প্রযোজ্য ছিল।
- নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা অনুসারে এ অর্থ ব্যয় হয়েছে
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে এতদুদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ বিধিবিধান অনুসারেই প্রত্যেকটি পূর্ননির্দিষ্ট করন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) এ কমিটি নিম্নোক্ত দায়িত্ব গুলো পালন করবেন -

□ কোন্নো রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশন বাণিজ্য বা প্রস্তুতকারী স্কীম বা প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অর্থর সংস্থান নিয়ন্ত্রণকারী সংবিধিবদ্ধ বিধিবিধান অনুসারে অনুরূপ কর্পোরেশন, বাণিজ্য বা প্রস্তুতকারী স্কীম বা প্রতিষ্ঠান প্রকল্প সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে যা অনুরূপ বিধি বিধান অনুসারে প্রণীত স্থিতিপত্র ও লাভ লোকসানের হিসাব সংবলিত বিবৃতি এবং তৎসম্পর্কে প্রদত্ত মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট পরীক্ষা করা ।

□ রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী বা সংসদের কোন আইনানুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব - নিয়ক্ষক ও নিয়ন্ত্রক যেসব স্বায়ত্বশাসিত এবং আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষা করতে পারেন, সেই প্রতিষ্ঠান গুলোর আয় ব্যায় সংবলিত হিসাবের বিবরণী পরীক্ষা করা।

(ঘ) কোন অর্থ বৎসরে যদি কোনো কাজের জন্য সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যায়িত হয়ে থাকে, তাহলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি পরিস্থিতিতে এরূপ অতিরিক্ত ব্যায় হয়েছে কমিটি তা পরীক্ষা করবে এবং যেরূপ সুপারিশ করা সমীচীন বলে মনে করবেন, সেরূপ সুপারিশ করবেন।

২. বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটির কাজ

□ এ কমিটির নিকট প্রেরিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রশ্ন কমিটি পরীক্ষা করবেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঘটনা বিবেচনা করে বিশেষ অধিকার ভঙ্গ হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তার প্রকৃতি ও প্রেক্ষিত নির্ধারণ করবেন এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করবেন, যেরূপ সুপারিশ করবেন।

□ কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার জন্য সংসদ কর্তৃক যে পদ্ধতি অনুসৃত হতে পারে, কমিটির রিপোর্টে তারও উল্লেখ থাকতে পারে।
অনুরূপে রিপোর্ট পেশ করার পর কমিটির সভাপতি বা কমিটির কোন সদস্য বা যেকোন সদস্য এ মর্মে প্রস্তাব করতে পারেন যে, রিপোর্ট টি বিবেচনার্থে গ্রহণ করা হোক এবং স্পীকার প্রশ্নটি সংসদে ভোটে দিবেন।

৩। কার্য প্রণালী বিধি সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির কাজ

সংসদের কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত বিষয় বিবেচনা করার জন্য এবং সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা বাতিল করনের আকারে এ বিধি সমূহ সংশোধনের প্রয়েঅজন হলে তার সুপারিশ করার জন্য একটি কার্যপ্রণালী বিধি থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। কার্য উপদেষ্টা কমিটির কাজ

সংসদ নেতার সাথে পরামর্শ করে যে সকল সরকারী বিল বা অন্যান্য কার্য কমিটিতে প্রেরন করার জন্য স্পীকার নির্দেশ দিবেন সেই সকল বিল ও অন্যান্য কার্যের স্তর বা স্তর সমূহের আলোচনার জন্য কি পরিমাণ সময় বরাদ্দ করা উচিত, সেই সম্পর্কে সুপারিশ করা হবে এ কমিটির কাজ।
অনুরূপ বিল বা অন্য কোন বিষয়ের বিভিন্ন স্তরের আলোচনা যে সময়ে শেষ করতে হবে প্রস্তাবিত সময় সূচীতে উহা উল্লেখ করার ক্ষমতাও কমিটির থাকবে।
এছাড়াও স্পীকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত কার্যও এ কমিটির কাজ বলে গন্য হবে।

৫। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি

বেসরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত সকল বিল পরীক্ষা করা এর কর্তব্য। এ কমিটির কাজ হবে।

(ক) □ কোন বেসরকারী সদস্য কর্তৃক সংবিধান সংশোধনকল্পে কোন বিল উত্থাপনের নোটিশ দেয়া হলে, উহা উত্থাপনের অনুমতি সম্পর্কিত প্রস্তাব দিনের কার্যসূচীর অর্ন্তভূক্ত করার পূর্ব অনুরূপ প্রত্যেকটি বিল পরীক্ষা করা।

□ সংসদে উত্থাপনের পর এবং সংসদে বিবেচনার্থে গ্রহণের পূর্বে বেসরকারী সদস্যদের সকল বিল পরীক্ষা করা এবং সেগুলোকে প্রকৃতি, অবিলম্বতা ও গুরুত্ব অনুসারে দুটি শ্রেণী অর্থাৎ ক ও খ শ্রেণীতে বিভক্ত করা।

□ বেসরকারী সদস্যদের প্রত্যেকটি বিলের স্তর বা স্তরসমূহ আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দের সুপারিশ করা এবং এরূপে প্রণীত সময়সূচীতে ইহাও উল্লেখ করতে হবে যে, কোন দিনের কোন সময়ে বিলের বিভিন্ন স্তরের আলোচনা শেষ করা হবে।

□ বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ব্যাপারে এবং আনুসাঙ্গিক অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য সময়সীমার সুপারিশ করা।

(খ) বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ব্যাপারে সংসদ সময়ে সময়ে কমিটিকে অন্যান্য যেসব দায়িত্ব দিবেন কমিটি তাও পালন করবেন।
এ কমিটি কর্তৃক স্থিরীকৃত বিলের শ্রেণীবিভাগ এবং বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আলোচনার সময়সূচী বুলেটিনে প্রকাশ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির কাজ

এ কমিটি এমন অনুমিত হিসাব পরীক্ষা করবেন, যা পরীক্ষা করা ইহা সমীচীন বলে মনে করবেন, বা সংসদ কর্তৃক কমিটিতে প্রেরিত অনুমতি হিসাবগুলোও এ কমিটি পরীক্ষা করবেন। এ কমিটির কাজ হবে

(ক) কোন অনুমিত হিসাবে নিহিত নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে কিরূপে মিতব্যায়িতা সাংগঠনিক উন্নতি বিধান, কর্ম-দক্ষতা বা প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা যায়, সে সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করা।

(খ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং আর্থিক মিতব্যায়িতা আনয়নকল্পে বিকল্প নীতির সুপারিশ করা।

(গ) অনুরূপ অনুমিত হিসেবে নিহীত নীতির পরিসীমার মধ্যে উক্ত অর্থ সুষ্ঠভাবে ব্যায় করা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করা দেখা এবং

(ঘ) অনুরূপ অনুমিত হিসাবটি যে আকারে সংসদে পেশ করতে হবে, সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া।

অনুমিত হিসাব পরীক্ষার কাজ এ কমিটি সমগ্র অর্থ বৎসরে সময় সময় চালিয়ে থাকেন, এবং এর পরীক্ষার কাজ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসদে রিপোর্ট পেশ করতে থাকবেন। কোন বৎসরের সমগ্র অনুমিত হিসাব পরীক্ষা করা এবং কমিটির জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। কমিটি কোন রিপোর্ট পেশ না করলেও মঞ্জুরীদাবী সমূহ ভোটে দিয়ে পাশ করা যাবে।

৭। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির কাজ

মন্ত্রী কর্তৃক সংসদে সময়ে সময়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ইত্যাদি সম্যক পরীক্ষা করার জন্য এবং নিম্নোক্ত বিষয়ে রিপোর্ট দেয়ার জন্য সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত একটি কমিটি থাকবে।
(ক) অনুরূপ প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ইত্যাদির কতখানি কার্যে পরিণত করা হয়েছে এবং
(খ) কোন ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা হয়ে থাকলে, উক্ত বাস্তবায়ন উক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সাধিত হয়েছে কিনা।

৮। বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি

বিভিন্ন বিল বিবেচনার জন্য বিভিন্ন বাছাই কমিটি নিয়োগ করা হয়। কোন বিল বাছাই কমিটিতে প্রেরণের পর যথাশীঘ্র উক্ত বাছাই কমিটি বিলটি বিবেচনার জন্য ১৯৭ বিধি অনুযায়ী সময়ে সময়ে বৈঠকে মিলিত

Dhaka University Institutional Repository

হবেন এবং সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তৎসম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করবেন। সংসদ কোন বাছাই কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট প্রদানের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে না দিলে বিলটি কমিটিতে প্রেরণের তিন মাসের মধ্যে একে সংসদের নিকট রিপোর্ট পেশ করতে হয়।

এছাড়াও বাছাই কমিটির যেকোন সদস্য বিলটির সাথে জড়িত কোন বিষয় বা বিষয়বালী সম্পর্কে বা রিপোর্টে বর্ণিত কোন বিষয় সম্পর্কে মতানৈক্যমূলক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

৯। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

প্রত্যেক নতুন সংসদ উদ্বোধনের পর যথাশীঘ্র সংসদ প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবেন এবং উক্ত কমিটির সমূহ সংবিধান সাপেক্ষে ও অন্যান্য আইন সাপেক্ষে

(ক)খসড়া বিল সমূহ ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করবেন।

(খ)আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা করবেন ও অনুরূপে বলবৎ সমন্ধে ব্যবস্থাবলীর প্রস্তাব করবেন এবং

(গ) সংবিধানের ৭৬ নং অনুচ্ছেদের অধীন সংসদ কর্তৃক প্রেরিত অন্য যেকোন বিষয় পরীক্ষা করবেন।

অনুরুপে প্রত্যেকটি কমিটি মাসে অন্তত একবার বৈঠকে মিলিত হবে এবং স্থায়ী কমিটির কাজ হবে সংসদ কর্তক উক্ত কমিটিতে প্রেরিত যেকোন বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, উক্ত কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা এবং কমিটি যথাপোযুক্ত মনে করলে উক্ত কমিটির আওতাধীন যেকোন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ প্রদান করা।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণে বিধি অনুযায়ী কমিটির বৈঠক আহবান করা না হলে, স্পীকার সচিবকে কমিটির বৈঠকে আহবানের নির্দেশ দিতে পারবেন এবং সচিব স্পীকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে বৈঠক আহবান করবেন।

উপরে বর্ণিত প্রত্যেক কমিটির একজন সভাপতি থাকেন, কার্যপ্রণালী বিধি কমিটি ও কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হন স্পীকার, অন্যান্য কমিটির সভাপতি সংসদ মনোনয়ন করে, নতুন কমিটির সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। প্রত্যেক কমিটিতে সাধারণত বিরোধী দলের সদস্য দের অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার কার্যক্রম , ১৯৯১-৯৬

অধ্যায় ৩

৩.১ সংসদীয় পদ্ধতিতে কমিটি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

৩.২ সংসদীয় পদ্ধতিতে কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা/গুরুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ সংসদীয় পদ্ধতিতে কমিটি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

বিশ্বজুড়ে নির্বাচিত সংসদসমূহের কর্মকান্ডে কমিটি ব্যবস্থা এখন সর্বজনবিদিত। বস্তুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদের কর্মসম্পাদনে একটি প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী উদ্ভাবন হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা। আইন প্রণয়ন এবং সরকারী কর্মকান্ডের পর্যালোচনা ও পরীক্ষণ প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্রতিনিধিত্বশীল সংসদের পূর্ণ অধিবেশনে পেশকৃত সকল বিল ও অন্যান্য বিষয়ের উপর পুনাঙ্খানুপুন পরীক্ষা আদৌ সম্ভব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবান সংসদীয় সময় বাঁচানো এবং জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের লক্ষ্যে সাংসদগণ বিভিন্ন কমিটি এবং উপ-কমিটিতে বিভক্ত হয়ে সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে থাকেন। ফলপ্রসুতাবে দায়িত্ব পালন নিজস্ব কর্মকান্ডকে অধিক অর্থপূর্ণ করা ও সরকারের সমালোচনাকে কার্যকরী করার জন্য আইন পরিষদ গুলো সংসদীয় কমিটির আশ্রয় নেয় এবং নিজস্ব স্বাধীনতা সংহত রাখতে তৎপর হয়।

সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা বাংলাদেশের জনগণের বহুদিনের প্রত্যাশা। যদিও এ ব্যবস্থার অধীনে শাসিত হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের খুবই সীমিত। সংসদীয় ব্যবস্থা যেমন সর্বোৎকৃষ্ট তেমনি জটিলও বটে। এখানে আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে সুষম, সুবিন্যস্ত ও মধুর সম্পর্ক বিরাজ করে। এ পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে বলে এখানে সরকারের জবাবদিহতা ও দায়বদ্ধতা বিদ্যমান। বিরোধী দলের কারণেই এখানে ক্ষমতাসীন দল একদলীয় মডেলে সরকার পরিচালনা করতে অক্ষম। সরকারী দল ও বিরোধী দলের অস্তিত্ব ও অবস্থান তাই সংসদীয় ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য্য শর্তও বটে। কিন্তু এর সাথে সাথে জাতীয় আশা আকাঙ্খা তারা সংসদে বসে যে আইন প্রণয়ন করেন সেই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংসদের কমিটি ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কমিটিকে বাদ দিয়ে সংসদ তথা সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পুর্ণ অচল এ কারণে পৃথিবীর সংসদীয় ব্যবস্থার ইতিহাসে সর্বপ্রথম রানী এলজাবেথের সময় ইংল্যান্ডে 'সিলেক্ট কমিটি' গঠিত হয়। বর্তমানে এ কমিটি ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত। এছাড়াও ১৮৩১ সালে গ্লাডস্টোন সরকারী গাণিতিক কমিটি গঠন করেন।

ইংল্যান্ডে এলিজাবেথের সময় থেকেই বিল পর্যালোচনার জন্য সিলেক্ট কমিটির কালে পাঠানোর রীতি শুরু হয়। তবে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যাপক হারে কমিটি ব্যবস্থার প্রচলণ ঘটে। বৃটেনে কমন্স সভার কমিটি সমূহের মধ্যে সমগ্রকক্ষ কমিটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটি হিসাবে গন্য হয়ে থাকে। স্টুয়ার্ট আমল থেকেই এ কমিটির সূত্রপাত ঘটেছে। আর লর্ডসভা ও কমন্স সভার সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে পার্লামেন্টের যে যৌথ কমিটি সমূহ গঠন করা হয় তা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে চলে আসছে। সাধারণত এ কমিটির সভাপতি থাকেন একজন পিয়ার। এছাড়াও ইংল্যান্ডে সমগ্র কক্ষ কমিটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কমিটিরূপে স্বীকৃত এ কমিটি স্টুয়ার্ট আমলে গড়ে উঠেছে। রানী প্রথম এলিজাবেথের সময় সে সব প্রিভি কাউন্সিলার কমন্সসভায় আসন গ্রহণ করতেন তাদের নিয়ে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হত। কিন্তু বিভিন্ন কমিটির সদস্য সংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় কমন্স সভার উপস্থিত প্রিভি কাউন্সিলারদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এ কারণে ক্রমশ সাধারণ সদস্যরাও এ কমিটিতে যোগদান করেন। ১৬৮২ সালে পাঁচটি বৃহৎ স্থায়ী কমিটি সমগ্র কক্ষ কমিটির বিভিন্ন কমিটিতে পরিণত হয়। রাজা দ্বিতীয় চার্লস এর

Dhaka University Institutional Repository

সময় থেকে সমগ্র কক্ষ কমিটি বিল পর্যালোচনার দায়িত্ব শুরু করে। ১৮৮২ সাল পর্যন্ত সিলেক্ট কমিটির কাছে যে সব সরকারী বিল পাঠানো হত না সে সব বিল সমগ্র কক্ষ কমিটিতেই আলোচিত হত। কমন্স সভার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কমিটিসমূহ হল স্থায়ী কমিটি সাধারণভাবে বিলের দ্বিতীয় পাঠের পর বেশীরভাগ বিলই স্থায়ী কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। স্থায়ী কমিটির সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি করা যায়। ১৯০৭ সালে স্থায়ী কমিটির সংখ্যা ছিল ৪। বর্তমানে এ কমিটির সংখ্যা ৭।

Finer বলেন, বৃটিশ কমিটি ব্যবস্থার জন্ম ১৮৮৫ সালে। কমন্স সভার উপর আইন প্রণয়নের চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকায় কমিটি ব্যবস্থা জন্ম নেয়। তাছাড়া ঠিক এ সময় পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্যগণ নানারকম ছল চাতুরীর সাহায্যে কমন্স সভার কাজে বাধা দিতে থাকেন। ফলে কমন্স সভা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ বিনা বাধায় করতে পারেনি। এ অসুবিধার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য কমিটি ব্যবস্থায় সৃষ্টি করা হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের বিভক্তির পরে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেয়। পরে ভারত তাদের দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করে এবং আজ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে খ্যাতি লাভ করেছে। আর এর জন্য অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে ভারতীয় পার্লামেন্টের কমিটিগুলোর ভূমিকাও কম গরুত্বপূর্ণ নয়।

John Stuart Mill বলেছিলেন একটি বৃহৎ আইন সভার পক্ষে কোন বিষয় যথাযথভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। ভারতীয় পার্লামেন্ট সম্বন্ধেও এ উক্তি প্রযোজ্য। আইন প্রণয়নের কাজে পার্লামেন্ট, বিশেষত লোকসভাকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় কমিটিগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতীয় কমিটি ব্যবস্থার উদ্ভব ঃ

ভারতীয় পার্লামেন্টের কমিটিগুলোকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা ঃ-

স্থায়ী কমিটি (Standing Committees)
অস্থায়ী কমিটি (Ad hoc committees)

ভারতের সরকারী হিসাব-পরীক্ষা কমিটির প্রবর্তন হয় ১৯২৩ সালে। তখন রাজস্ব সচিব (Finance Secretary) এ কমিটির সভাপতি হতেন। কিন্তু ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে এ কমিটির রিপোর্ট

Dhaka University Institutional Repository

আইন সভায় পেশ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী হিসাব-পরীক্ষা কমিটি পার্লামেন্টের কমিটিগুলোর মধ্যে অন্যতম গরুত্বপূর্ণ কমিটির মর্যাদা লাভ করে।

নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি লোক সভার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে গঠিত হয়। বর্তমানে এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৫। সদস্যগণ লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত হয়।

লোক সভার কার্য পদ্ধতি নির্ণয় করার ব্যাপারে পরামর্শ দানের জন্য ১৯৫২ সালে কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত পরামর্শ দাতা কমিটি গঠিত হয়। প্রতিটি অধিবেশনের প্রারম্ভেই লোকসভা এ কমিটি নিয়োগ করে। বর্তমানে মোট১৫ জন সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়।

বেসরকারী সদস্যদের বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত কমিটি সর্বপ্রথম ১৯৫৩ সালে গঠিত হয়। বর্তমানে এ কমিটিতে অনধিক ১৫ জন সদস্য লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত হতে পারেন।

১৯৫৩ সালে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে লোকসভার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আবেদনের অধিকারটি ভারতে স্বীকৃত লাভ করে। এ আবেদন বিবেচনা করার উদ্দেশ্য বর্তমানে অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত অনধিক ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে আবেদন সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়।

লোকসভার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্য ১৯৪৮ সালে নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়। বর্তমানে এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৫।

সরকারী প্রতিশ্রুতি-সংক্রান্ত কমিটির অস্তিত্ব অন্যান্য দেশের আইনসভার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মরিস জোন্স আই এ কমিটিকে অভিনব কমিটি বলে বর্ণনা করেছেন। লোকসভার অধ্যক্ষ কর্তৃক মনোনীত ১৫ জন সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। কোনো মন্ত্রী এ কমিটির সদস্য হতে পারেন না। ১৯৫৩ সালে সুচেতা কৃপাননী সভাপতিত্বের সর্বপ্রথম সরকারী প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়।

১৯৬৩ সালের ২০শে নভেম্বর লোকসভা একটি প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠান - সংক্রান্ত কমিটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৬৪ সালে এ কমিটি গঠিত হয় এবং কাজ শুরু করে। কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা হল ১৫। ১০ জন লোকসভা কর্তৃক এবং ৫ জন রাজ্যসভা কর্তৃক সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন, সদস্যদের মধ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার যখন ব্যয় মনজুরীর দাবি সংক্রান্ত প্রস্তাব লোকসভায় পেশ করে, তখন সেই আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবকে সরকারী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিবেচনা করার জন্য আনুমানিক ব্যয়-পরীক্ষা কমিটিকে নিয়োগ করা হয়। কোন মন্ত্রী এ কমিটির সদস্য হতে পারেন না।

কমিটি ব্যবস্থা প্রায় সবদেশেই আছে। সংসদীয় পদ্ধতিতে কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় যে কমিটির গরুত্ব কোন অংশে কম নয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কারণ মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের মত অন্যত্র কমিটি ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করতে পারে নি। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিটি ব্যবস্থার উদ্ভবের কারনও আলাদা। মার্কিন কানাট ব্যবস্থার উদ্ভবই আমাদেও আলোচ্য বিষয়। ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মন্ত্রীসভার সদস্যগণ অর্থাৎ শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ আইন প্রণয়ন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেন বা নেতৃত্ব দেন। কিন্তু মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযুক্ত হওয়ার ফলে শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আইনসভায় উপস্থিত হওয়ার এবং নেতৃত্ব দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বা তার ক্যাবিনেটের সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। মার্কিন শাসন ব্যবস্থায় কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটিগুলো এই দায়িত্ব বহন করে। কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটি বিলের খসড়া রচনা থেকে শুরু করে আইনে পরিণত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে। মার্কিন প্রতিনিধি সভা বা সিনেট কোন বিলের উপর চূড়ান্ত পর্যায়ে যে ভোটাভুটি হয় তা সংশ্লিষ্ট কক্ষের কমিটির সিদ্ধান্তের অনুমোদন ছাড়া কিছু নয়। প্রতিনিধি সভায় বা সিনেটে বিলের উপর আলোচনা বিতর্ক সবই হয়ে থাকে, কিন্তু কমিটির সিদ্ধান্ত নাকচ হওয়ার ঘটনা ঘটে না বললেই চলে। কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূলতঃ কমিটিগুলোর মাধ্যমেই আইন প্রণীত হয়।

J.P. Harris মন্তব্য করেছেন ঃ The real work of congress is transacted not on the floor of the two chambers but in the committees which have been called 'little legislatures.' Woodrow Wilson ও কমিটিগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইনসভা বলে অভিহিত করেছেন।

মার্কিন কমিটি ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

স্থায়ী কমিটি (Standing committee)

কংগ্রেস সংস্কার সাধান সম্পর্কিত ১৯৪৬ সালের আইনে উভয় কক্ষের স্থায়ী কমিটির সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রতিনিধি সভায় ২০টি এবং ১৬টি সিনেটে স্থায়ী কমিটি আছে। স্থায়ী কমিটিগুলোর চেয়ারম্যানগণ কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূণ্ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

সংশ্লিষ্ট কক্ষের সদস্যরাই চেয়ারম্যানকে নির্বাচিত করে। ১৯১১ সালে প্রতিনিধি সভায় স্পীকারের কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতার অবসানের পর কমিটির চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমগ্র কক্ষের কমিটি (Committee of the whole House)

প্রতিনিধি সভায় আরেকটি কমিটি থাকে, যার নাম সমগ্র কক্ষের কমিটি। সভার বহুবিধ কাজ এ কমিটি সম্পাদন করে। সমগ্র কক্ষের কমিটি দু'প্রকার Committee of the whole house and the committee of the whole house on the state of the Union. কোন কক্ষ যখন কমিটি হিসাবে কাজ করে তখন সমগ্র কক্ষ কমিটির চেয়ারম্যান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিল ও প্রস্তাব বিবেচনার জন্য ১৯৩০ সাল থেকে সিনেট এ কমিটির সাহায্য গ্রহণ করেনি।

১৯২৭ সালের আগে আমেরিকায় ৬১টি স্থায়ী কমিটি ছিল। কিন্তু এতগুলো কমিটি থাকলেও সবার কাজ সমান ছিল না। তাই কমিটি পুর্নগঠন বিধির সাহায্যে সংখ্যা ১৯৪৭ সালে ৪৮ এ নামিয়ে আনা হয়। কিন্তু সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেয়া সত্বেও দেখাগেল একাধিক কমিটির কোন রকম বাস্তব কার্যকারীতা বা প্রাসকিতা নেই। এতগুলো কমিটির মধ্যে মাত্র ১২টি কমিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাকিগুলোর কোন গুরুত্বই ছিল না। শেষে কমিটির সংখ্যা ৪৮ থেকে ১৯ এ নামিয়ে আনা হয়। ১৯৯৩ সালের তথ্য অনুসারে, প্রতিনিধি পরিষদের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সংখ্যা ১৬। উভয় কক্ষে উপকমিটির সংখ্যা ২০০ এর অধিক। নিজস্ব কমিটি সমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দশ্যে কংগ্রেসের বিশাল আকারের প্রশাসনিক, পেশাভিত্তিক এবং কেরানী শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে। ১৯৪৭ সালে কর্মচারী সংখ্যা যেখানে ছিল ৪০০ জন সেখানে বর্তমানে প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে প্রায় ৩০০০ এ ধরণের কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়া লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিসও কমিটিসমূহকে সহায়তা করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ সংসদীয় পদ্ধতিতে কমিটি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ঃ

বিশ্ব জুড়ে নির্বাচিত সদস্যসমূহের কর্মকান্ডে কমিটি ব্যবস্থা এমন সর্বজনবিদিত। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থায় আইন পরিষদের কর্মসম্পাদনে একটি প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী উদ্ভাবন হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা। আইন প্রণয়ন এবং সরকারী কর্মকান্ডের পর্যালোচনা ও পরীক্ষণ প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা গিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদীয় কমিটি সমূহের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেমন -

কমিটি ব্যবস্থা শ্রমবিভাজন নির্দিষ্ট করে যার মাধ্যমে আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষণ সম্ভবপর হয়।
কমিটি ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে জন প্রতিনিধিগণ জ্ঞাত হন ও সরকারী নীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনাকালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক দর কষাকষি ও ঐক্যমত্য অর্জন সম্ভবপর হয়।

সর্বোপরি সরকারের স্বচ্ছতা আনায়নে ও নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংসদের বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে দৃশ্যমান।

আধুনিক আইন সভাগুলোতে কমিটি ব্যবস্থা যে একেবারে অপরিহার্য তার সমর্থনে আমাদের এখানকার আলোচনা। আইনসভা আছে অথচ কমিটি নেই, এমন ধারণা কল্পনা করাও চলেনা| Prof. Alan Ball - এর মতে কমিটির প্রধান কাজ দুটি - আদান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা এবং বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা নেয়া আমেরিকায় কমিটি ব্যবস্থা এ দুটি কাজ সাফল্যের সঙ্গে করে আসছে এবং এ কারণে সেখানে কমিটি ব্যবস্থার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বলের কথাতেই বলা যায়- Committees in the Senate and House of representatives monopolise the legislative procedures bills begin in the committee, are discussed and examined there and can be killed in the committee without the inconvenience of the formal vote on the floor of the either house. The investigatory power of the committee are of great importance.[1] আমেরিকায় যেভাবে আইন রচিত হয় তার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে কমিটি ব্যবস্থা আইন প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত। অন্যভাবে বলা যায় কমিটি আসলে আইন রচনা ও বাতিল দু'প্রকার কাজ করে। সিনেট ও প্রতিনিধি সভা

[1] Ball Allan : Comparative Politics and Government

Dhaka University Institutional Repository

আনুষ্ঠানিকতাটুকু বজায় রাখে মাত্র। আইন প্রণয়ন কাজে কমিটি এত বেশী গরুত্বপূর্ণ যে সভার অধিবেশন নামেমাত্র হয়।

বৃটেনের আইন প্রণয়নেও কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। কেবল বৃটেন নয় প্রত্যেক দেশে আইনসভাকে কমিটি পর্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য করে। সাম্প্রতিককালে আইনসভা গুলোর উপর কাজের চাপ এত বেশী বেড়ে গেছে যে মেয়াদী সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে দেশের সুশাসনকে সুনিশ্চিত করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাড়িয়েছে। আবার বৃটেনের মত শিল্পোন্নত দেশের যেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরী কৌশলের দ্রুত অগ্রগতি অব্যাহত সেখানে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য কমন্স সভাকে প্রস্তুত থাকতে হয়েছে। তাই কমন্স সভার উপর কাজের চাপ কমানোই হল সে দেশের কমিটি ব্যবস্থার লক্ষ্য। Finer বলেন- It is relaised that committees save the time of the house to such an extent that without them parliament could never satisfy the legislative needs of the modern electorate.[1] অতি সম্প্রতি বৃটেনে বিশেষতঃ সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়েছে। এর লক্ষ্য বিজ্ঞান ও প্রাযুক্তিক কলাকৌশলের দ্রুত বিকাশ যেভাবে সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করছে তারই প্রেক্ষাপটে আইন-প্রণয়নকে সমাজের উপযোগী করে কিভাবে তৈরী করা যায় তা দেখা।

এছাড়া বর্তমানে যে কোন দেশের পার্লমেন্ট বা আইনসভার কাজকর্ম ও দায়িত্বের ভার লাঘব করে কমিটি ব্যবস্থা কাজকর্ম বলতে আইন প্রণয়ন বুঝায়। কোন পার্লামেন্ট কমিটি ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে আইন তৈরী করে না। বলা যেতে পারে কমিটি ব্যবস্থা পার্লামেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এমন কি কেউ কেউ বলেন যে পার্লামেন্ট কি কি কাজ করবে তা অনেকটা কমিটি ব্যবস্থার তৎপরতা ও কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে। বর্তমানে বিভিন্ন দিক থেকে কমিটি ব্যবস্থার উপযোগিতার কথা বলা হয়।

১. আধুনিক রাষ্ট্রে আইন-প্রণয়নের পদ্ধতির সংগে কমিটি ব্যবস্থা অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। প্রত্যেক দেশেই আইনসভার কার্য-পরিচালনায় কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব ক্রমেই বেশী অনুভূত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ কি কি কারণে কমিটি ব্যবস্থা আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির সাথে এবং আইনসভার কার্য-পরিচালনা পদ্ধতির সাথ বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়ছে? এর উত্তরে বলা যায়, আইন প্রণয়নের পদ্ধতি ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে। আইন সভার বিভিন্ন কাজ পরিচালনার জন্য বিশেষ দক্ষতা ও নৈপূণ্যের প্রয়োজন। আইনসভার অভিজ্ঞ সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠিত হলে বিভিন্ন বিষয়ে এ কমিটির পর্যালোচনা ও সুচিন্তিত অভিমত আইনসভার দক্ষতা ও নৈপূণ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

২. বহুসদস্যবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনার পর থেকে সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক সদস্যের পক্ষেও নিজ বক্তব্য পেশের অবকাশ থাকে না। কমিটির সদস্য সংখ্যা

---

[1]Finer S.E : Comparative Government

Dhaka University Institutional Repository

কম থাকার ফলে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়ে উঠে। প্রত্যেক সদস্যের মতামত ব্যক্ত করারও সুযোগ থাকে। এর ফলে সদস্যদের সক্রিয়তা এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।

৩. স্বল্পসংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট কমিটিগুলো আইনের খসড়া প্রস্তাবগুলোকে অনেক সময় ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার - বিশ্লেষণ করে দেখে। তার ফলে উৎকৃষ্ট আইন প্রণীত হয়।

৪. কমিটি ব্যবস্থা আইনসভার দায়িত্বের বোঝা লাঘব করে। বিভিন্ন কমিটির সুচিন্তিত অভিমত আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আইনসভার পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে।

৫. প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে। কিন্তু পার্লামেন্টের কমিটিগুলো নিজের বিষয় ও সমস্যা নিয়ে সারা বছর কাজ করে যায়। এভাবে পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে আইনসভার কাজ পরোক্ষভাবে অব্যাহত থাকে।

৬. আইনসভার কমিটিগুলোতে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কমিটির চেয়ারম্যানের পদে বিরোধী দলের কোন সদস্যকে নিয়োগ কা হয়। এভাবে বিরোধী দলের কোন সদস্যকে নিয়োগের রীতি থাকায় সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

৭. আইনসভার কমিটিসমূহ রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসার একটা মাধ্যমরূপে কাজ করে। আইনসভার দলীয় নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক মতবিরোধ চূড়ান্ত আকারে ধারণ করে। বিভিন্ন কমিটিতেও এ রাজনৈতিক বিরোধ এবং মতপার্থক্য প্রতিফলিত হয়। কিন্তু প্রত্যেক দলই নিজের বক্তব্য ব্যাপকভাবে পেশ করা এবং অন্যের বক্তব্য যথাযথভাবে অনুধাবনের সুযোগ পায়। এর ফলে কখনও মত পার্থক্যের তীব্রতা হ্রাস পায়। আবার কখনও বা কোন নির্দিষ্ট বিষয় মতপার্থক্যের অবসাব ঘটানো সম্ভব হয়। কমিটির মতৈক্য অনেক ক্ষেত্রে আইনসভার কার্যাবলী এবং বিতর্কের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

৮. কমিটি গুলো অনেক ক্ষেত্রে সীমিত ভাবে হলেও আইনসভার সদস্য, বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী ও জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করে থাকে। সীমিত ভাবে এসব কমিটি সংযোগ সাধনের মাধ্যমে রূপেও কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. কোন বিলকে যথাযোগ্যভাবে বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা আইনসভার সকল সদস্যর থাকে না। প্রতিটি কমিটিতে বিশেষজ্ঞ, পারদর্শী ও উৎসাহী সদস্যরা থাকেন। তার ফলে প্রত্যেক বিলের যথাযথ পর্যালোচনার সুযোগ থাকে।

১০. বর্তমানে পার্লামেন্ট বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সবকারেব আয় ব্যয়ের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। পার্লামেন্ট যে সব খাতে যে পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করে, সেই সব খাতে মঞ্জুরীকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করছে কিনা সবকারী অর্থের অপচয় হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য পার্লামেন্ট কয়েকটি কমিটি নিয়োগ করতে পারে।

১১. কমিটি গুলোতে বিভিন্ন তলের সদস্যরা খোলামেলাভাবে নিজেদেও বক্তব্য পেশ করেন। ফলে মতানৈক্যেও তীব্রতা হ্রাস পায়। সাথে সাথে মত পার্থক্যেরও অবসান হয়।

সবশেষে এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা প্রমাণিত আধুনিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নে কমিটি ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক শর্তে পরিণত হয়েছে। আধুনিক আইনসভার বিপুল সদস্যসংখ্যা, সময়ের অভাব, আইন প্রণয়নে জটিলতা বৃদ্ধি সমস্যার বৈচিত্র্য ও বহুমুখীতা, সাধারণ সদস্যদের বেশিরভাগের বিশেষজ্ঞতার অভাব, আইন প্রস্তাবসমূহের আলোচনার প্রয়োজন প্রভৃতি কারণে কমিটি ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আইনসভার শ্রম বন্টনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হল কমিটি গঠন। কমিটি ব্যবস্থাকে আইনসভার 'সংক্ষিপ্ত সংস্করণ' (Miniature Model) বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৪

ভূমিকা

৪.১ সংসদীয় কমিটির বৈঠক ও রিপোর্ট উপস্থাপন

৪.২ রিপোর্ট সমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

৪.৩ সংসদীয় কমিটির সাফল্য, ব্যর্থতা - ১৯৯১-৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ঃ

সংসদকে অধিক কর্মক্ষম, সময়োপযোগী এবং গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য পঞ্চম সংসদে মোট ৪৬ টি কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মোট ৩৫টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। সং সদীয় কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিধিতেও প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত ১টি কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই একটি পার্লামেন্টারী কমিটি অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের তদারকির ক্ষমতা ন্যস্ত। অন্যান্য স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় ১১টি। উল্লেখিত ৪৬টি কমিটি ব্যতীত কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে ২টি বাছাই কমিটি এবং ২৬৬ বিধি অনুসারে ৫টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। একটি বাছাই কমিটি ছিল সংবিধানের একাদশ সংশোধনী ও দ্বাদশ সংশোধনী সম্পর্কিত দুটি বিল এবং তৎকালীন বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ ও সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন উত্থাপিত যথাক্রমে ১টি ও ৪টি সাংবিধানিক বিল সম্পর্কিত এবং অন্যটি ছিল সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন ইউসুফ কর্তৃক উত্থাপিত (বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কিত) সংবিধান সংশোধন বিল। এ কমিটি দুটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করে। ২৬৬ বিধি অনুসারে বিশেষ কমিটি গুলো ছিল -

দি ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল সম্পর্কিত
শিক্ষাঙ্গণের সন্ত্রাস সম্পর্কিত

প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক ইত্যাদি সম্পর্কিত ৫টি বিল কৃষিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কিত এবং স্থানীয় সরাকার (জেলা পরিষদ) সংশোধন বিল, ১৯৯৩ সম্পর্কিত।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিশেষ কমিটি সমূহ এ্যাড হক ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং যে বিশেষ কাজের জন্য এসকল কমিটি গঠিত হয় সে কাজ শেষ হলে ঐ কমিটি গুলোর কার্যকালও ফুরিয়ে যায়।

বিশেষ কমিটি সমূহের মধ্যে ৫টি বিল সম্পর্কিত, এবং কৃষিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করে। এছাড়াও দেখা যায় যে, পঞ্চম সংসদের বেশীর ভাগ কমিটিরই (প্রায় ৭১%) সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন করে (প্রত্যেককমিটিতে) তাত্ত্বিকভাবে বিভিন্ন কমিটির সদস্যসংখ্যা সংসদের কোন দলের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে হওয়ার কথা থাকলেও যেকোন কমিটিতে সরকারী দলের সাংসদদের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। পঞ্চম জাতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন বি.এন.পির সংসদে প্রতিনিধিত্ব ছিল একান্ন (৫১%) শতাংশ কিন্তু কমিটিতে সদস্যদের ভিত্তিতে বি.এন.পি দলীয় প্রতিনিধিত্ব ছিল সাতান্ন (৫৭%) শতাংশ প্রায় প্রত্যেকটি কমিটিতে বি.এন.পির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এবং প্রত্যেক কমিটির সভাপতির পদ তাদের দখলেই ছিল। তবে সকল কমিটিতেই বিরোধী দলের সদস্যদের অর্ন্তভুক্তির বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ সংসদীয় কমিটি বৈঠক ও রিপোর্ট উপস্থাপন

ক্রমিক	কমিটির নাম	কমিটির গঠনের তারিখ	অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে রিপোর্ট পেশ
১/	কার্য উপদেষ্টা কমিটি	৭ এপ্রিল ১৯৯১	৪৬	
২/	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৫ জুলাই ১৯৯১	২৩	৮টি
৩/	কার্য প্রনালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮ জুলাই ১৯৯১	১৫	
৪/	পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	৩৬	
৫/	সংস্থাপন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ আগষ্ট ১৯৯১	২৮	
৬/	এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	৩৯	১ টি
৭/	সংসদ কমিটি	৭ এপ্রিল ১৯৯১	২০	
৮/	যোগাযোগ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭ অক্টোবর ১৯৯১	৩৪	
৯/	স্বরাষ্ট মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭ অক্টোবর ১৯৯১	২৬	
১০/	কৃষি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	২৯	১ টি
১১/	পররাষ্ট মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	২৫	১টি
১২/	ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ অক্টোবর ১৯৯১	২৬	
১৩/	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	৪২	১ টি
১৪/	তথ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ অক্টোবর ১৯৯১	২৬	
১৫/	প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	২৬	
১৬/	আইন বিচার ও সংসদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮ জুলাই ১৯৯১	৪৬	১ টি
১৭/	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪ এপ্রিল ১৯৯১	২৩	১০ টি
১৮/	অনুমতি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮ জুলাই ১৯৯১	২৭	
১৯/	লাইব্রেরী কমিটি		০৫	
২০/	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪ জানুয়ারী ১৯৯১	২৭	
২১/	ধর্ম মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭ অক্টোবর ১৯৯১	৩৬	১ টি
২২/	বানিজ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	৩৯	
২৩/	পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭ অক্টোবর ১৯৯১	২৫	
২৪/	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	২৮ অক্টোবর ১৯৯১	৪৮	২ টি
২৫/	পাট মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	২৯	

Dhaka University Institutional Repository

২৬/	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭ অক্টোবর ১৯৯১	৩১	
২৭/	বস্ত্র মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ আগষ্ট ১৯৯১	৪৬	১ টি
২৮/	মহিলা ও শিশু মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	৩৬	১ টি
২৯/	মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ অক্টোবর ১৯৯১	৩৮	
৩০/	শিল্প মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭ অক্টোবর ১৯৯১	২৭	
৩১/	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	১৪	১ টি
৩২/	যুব ও ক্রিয়া মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	২২	১ টি
৩৩/	সংস্কৃতি বিষয়বলী মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭ অক্টোবর ১৯৯১	৪২	
৩৪/	সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	৩২	
৩৫/	খাদ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ অক্টোবর ১৯৯১	৩০	
৩৬/	দূর্যোগ ব্যাবস্থপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭ অক্টোবর ১৯৯১	২৪	
৩৭/	ভূমি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	১৫	
৩৮/	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩ নভেম্বর ১৯৯১	৩৪	১ টি
৩৯/	অর্থ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ অক্টোবর ১৯৯১	২৩	১ টি
৪০/	গৃহায়ন ও পূর্ত মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ অক্টোবর ১৯৯১	৩৪	
৪১/	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮ জুলাই ১৯৯১	১২৫	৪ টি
৪২/	শিক্ষা মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭ অক্টোবর ১৯৯১	৪৭	১ টি
৪৩/	নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ অক্টোবর ১৯৯১	৩৯	১ টি
৪৪/	পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী	৩ নভেম্বর ১৯৯১	৩৩	
৪৫/	পিটিশন কমিটি	৪ জানুয়ারী ১৯৯১	২৭	১ টি
৪৬/	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭ নভেম্বর ১৯৯১	০৯	
মোট	৪৬ টি কমিটি		১৪৬৫	৪১ টি

সুত্র ঃ সি এ সি সংসদীয় সমীক্ষা ৩

এছাড়াও ২২৫ বিধি অনুসারে গঠিত ২টি বাছাই কমিটি ২ টি রিপোর্ট এবং ২৬৬ বিধি অনুসারে গঠিত ২টি বিশেষ কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করে। তাহলে কমিটির মোট রিপোর্টের সংখ্যা হচ্ছে ৪৫ টি। পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি সমূহ গঠনের পর থেকে ১৪৬৫ বার বৈঠকে মিলিত হয়েছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও সময় মত রিপোর্ট প্রদান করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৫৩টি কমিটির মধ্যে মাত্র ২৫টি কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করে। বাকি ২৮টি কমিটি কোনো রিপোর্ট পেশ করেনি।

মোট কমিটির সংখ্যা ঃ ৫৩
বৈঠকের সংখ্যা ঃ ১৪৬৫
রিপোর্ট পেশকারী কমিটির সংখ্যা ঃ ২৫
মোট রিপোর্ট পেশ ঃ ৪৫

পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা বেগম খালেদা জিয়া কয়েকটি কমিটির চেয়ার পারসন ছিলেন। কিন্তু দেখা যায় যে, তিনি একটা মিটিং-এ সভাপতিত্ব করেননি। এছাড়াও সংসদকে কার্যকর করার জন্য কার্য উপদেষ্টা কমিটি থাকে-যা স্পীকার, সংসদ নেতা বিরোধী দলের নেতাসহ সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত হয়ে থাকে। সংসদ নেত্রী খালেদা জিয়া এবং তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী এক দিনের জন্যও সেই বৈঠকে উপস্থিত হয়নি।

এ সময়র কমিটি ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযো ও বিতর্কিত ঘটনা ছিল আওয়ামী লীগের সাংসদ জনাব তোফায়েল আহমদ কৃষি মন্ত্রী জনাব মাজেদুল হকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন। ১৯৯৩ সালের ১৪ জুন সম্পুরক বাজেট সম্পর্কে আলোচনা কালে আওয়ামী লীগ সদস্য তোফায়েল আহমদ কৃষি, সেচ ও বন্য নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী মাজেদুল হক ও তার মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেন। অবশেষে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী দুর্ণীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য ১৩ জুলাই (১৯৯৩) স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীকে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। বিশেষ কমিটির রিপোর্ট কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই ১৯৯৪ সালের ৯ মে তারিখে সংসদে পেশ করা হয়। কমিটির সভাপতি শেখ রাজ্জাক আলী যখন এই রিপোর্ট পেশ করেন তখন বিরোধী দলের কোনো সদস্যই সংসদে হাজির ছিলেন না। মোট ৩২৩ পৃষ্ঠার রিপোর্টে বলা হয়, বিশেষ কমিটির ১৫টি বৈঠকে সভাপতি ও সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও 'টামর্স অব রেফারেন্স' (কাজের পরিধি) প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি।

অন্য আরেকটি কমিটিতে জেলা পরিষদের কাঠামো সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হয়নি। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বিলের উপর গঠিত বিশেষ কমিটির কাজের একটা সময়সীমা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অনেক আগেই সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও কোন অগ্রগতি হয়নি। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত চার বছরে সংসদীয় কমিটির ২৫টি বৈঠক হলেও সংবিধানে সংশোধন সংক্রান্ত বিলটির ব্যাপারে কোনো একমত্য হয়নি। সরকারী দলের সদস্যরা বৈঠকে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন তাদের পক্ষে এ অধ্যাদেশ বাতিল করা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত আর কমিটির রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়নি এবং এ কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারেনি। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস বন্ধের সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নানা পর্যায়ে মত বিনিময় করা, সাক্ষ্য নেয়া ইত্যাদি কাজ করেছে। অথচ কাজ কিছু হয়নি। এ কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি। এছাড়াও পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ব্যাংক ঋণ পরীক্ষা - নীরিক্ষার জন্য সংসদীয় কমিটি গঠন সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এ প্রস্তাবের পেক্ষিতে বলেছিলেন যে, সংসদের অর্থ কার্যাবলী তদারকির জন্য একটি সংসদীয় বিশেষ কমিটি প্রধানমন্ত্রীকে বলে সত্বর গঠন করা হবে। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের বিশেষ সংসদীয় কমিটি আদৌ গঠন করা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, বিশেষ কমিটিগুলোর আয়ুস্কাল সংসদের মেয়াদের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এ ধরনের কমিটি সমূহ সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের কার্যকারীতা হারায়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ রিপোর্ট সমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঃ

কমিটি সমূহের রিপোর্ট এবং সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কমিটি সমূহের পরামর্শ কদাচিৎ বাস্তবায়িত হয়। এ প্রসঙ্গে পাবলিক একাউন্টস কমিটির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। পঞ্চম সংসদে এ কমিটি ১৩৭ বার বৈঠকে মিলিত হয়ে ৪টি প্রতিবেদন পেশ করেন। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে পাবলিক একাউন্টস কমিটির ৩য় রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, অনেক ক্ষেত্রেই এর সুপারিশ গুলোকে দেয়া হয় না এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা একেবারেই বাস্তবায়িত হয় না। এছাড়াও মন্ত্রণালয়সমূহ অডিট আপত্তি নিরসনসহ অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদনে অনীহা প্রদর্শন করে এভাবব অর্থনৈতিক অব্যবস্থা বন্ধ করতে কমিটিব সুপারিশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কার্যপ্রাণালী বিধির ২৩৩ বিধিতে বর্ণিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে সরকারী হিসাব কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কার্যপ্রনালী বিধিতে কোন সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট নীতি নেই। ফলে পূর্বের কমিটি গুলোর সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যকর করার মাধ্যমে না থাকায় সুপারিশ গুলোর বাস্তাবায়ন সম্ভব হয়নি। এটা নিঃসন্দেহে কমিটিগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম দুর্বল দিক। তাছাড়া সরকারী হিসাব কমিটি কর্তৃক সুপারিশমালা যথাযথ পর্যায়ে গুরুত্ব পায়নি এবং দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় পরও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে সাংবিধানিক ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর একটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে একটি গুরুত্বহীন ও আলোচনা সর্বস্ব কমিটি হিসেবে এবং কার্যকারীতা ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলতে। ফলে এর মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা সুনিশ্চিত করা যায়নি।

কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশ সমূহের অকার্যকারীতা ও গুরুত্বহীনতার আরেকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটির রিপোর্ট বিশ্লেষন করে। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি সরকারী সংস্থাগুলোর অব্যবস্থা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি এবং সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারদিের অনিয়ন, দুর্নীতি, অপচয় সম্বলিত দুটি রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু উক্ত রিপোর্ট উল্লেখিত সুপারিশ সমূহ কার্যকরী করা হয়নি বলে প্রকাশ। এসব দুর্নীতি, নিয়ম, অপচয় দূর করার জন্য কর্তৃপক্ষের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ লক্ষ্য করা যায়নি। ফলে এ কমিটির সুপারিশ সমূহ কার্যকর না করার দরুন বহু অর্থের যেমন অপচয় ঘটবে তেমনি কমিটির সদস্যদের পরিশ্রম বৃথা যাবে। সেই সাথে তা অবশ্যই জাতির জন্য কল্যানকর হবে না।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংসদীয় বিধিমালা (Rules of procedure) অপ্রতুল এবং অপর্যাপ্ত। কারণ সংসদীয় কমিটি গুলোর সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করে সেগুলোকে বাস্তবায়ন এবং কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান এবং আইন এতে নেই। এছাড়াও কার্যকর নেতৃত্ব, কমিটির সদস্যদের বৈঠকে অনুপস্থিতি, কমিটি সমূহের অনিয়মিত বৈঠক, রিপোর্ট প্রদানে বিলম্ব, যথাযথ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও অনাগ্রহের কারণেও কমিটি গুলোর সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তাবায়ন হচ্ছে না। One notable feature of the parliamentary democracy was the formation of various parliamentary committees and sub-committees which were overseeing the activities of various ministries. Thaugh structurally the committees seemed

Dhaka University Institutional Repository

to be quite sound, operationally they failed to be quite effective. [১][সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের তদারকীর জন্য সংসদীয় কমিটি ও উপকমিটি সমূহের গঠন। গাঠনিক দিক থেকে (৫ম সংসদে) কমিটি গুলোকে যথেষ্ট সম্পূর্ণ মনে হলেও কার্যতঃ ঐ সকল কমিটি পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। কর্ম পদ্ধতি নিরূপনে ঐকমত্যের অভাবব অনেক কমিটিই ইতিবাচক সুপারিশ উপস্থাপন ব্যর্থ হয় ।

১. Islam, Dr. M. Nazrul, "Paliamentary Democracy in Bangladesh: An Assessment in prespective in social science, volume 5, number 1994, PP....., centre for Advance Research in Social Science, DU.

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ সংসদীয় কমিটির সাফল্য ও ব্যার্থতা ১৯৯১ - ১৯৯৬ ঃ

১৯৯৩ সালের ১৪ জুন সম্পূরক বাজেট সর্ম্পকে আলোচনা কালে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য তোফায়েল আহমেদ কৃষি, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন মন্ত্রী মাজেদুল-হক ও তার মন্ত্রনালয়ের বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ উপস্থাপন করেন। অবশেষে সংসদের কার্য প্রনালীর ২৬৬ বিধি অনুযায়ী দূর্নীতির অভিযোগ সর্ম্পকে তদন্তের জন্য ১৩ জুলাই (১৯৯৩) স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীকে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বি,এন,পির খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, আ স ম হান্নান শাহ, আবদুল মান্নান, ব্যারিষ্টার আমিনুল হক ও আবু ইউসুফ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, বেগম সাজেদা চৌধুরী ও মোহাম্মদ নাসীম, জাতীয় পার্টির ব্যারিষ্টার মওদুদ আহম্মেদ, জামায়াতে ইসলামীর মওলানা আব্দুস সোবাহান, গনতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিৎ সেন এবং ওয়াকার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন।

বিশেষ কমিটির রিপোর্ট কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই ১৯৯৪ সালের ৯ মে তারিখে সংসদে পেশ করা হয়। কমিটির সভাপতি শেখ রাজ্জাক আলী যখন এই রিপোর্ট পেশ করেন তখন বিরোধী দলের কোন সদস্যই সংসদে হাজির ছিলেন না। মোট ৩২৩ পৃষ্ঠার রিপোর্টে বলা হয়, বিশেষ কমিটির ১৫টি বৈঠকে সভাপতি ও সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও 'টার্মস অব রেফারেন্স' (কাজের পরিধি) প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি, অন্য আরেকটি কমিটিতে জেলা পরিষদের কাঠামো সর্ম্পকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভপর হয়নি, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বিলের উপর গঠিত বিশেষ কমিটি অদ্যাবধি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারেনি। সংসদীয় ব্যবস্থার উপযোগী নতুন বিধিমালা প্রণয়নে গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি বিভিন্ন বৈঠক করেও একমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৫২টি কমিটির মধ্যে মাত্র ১৬টি কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করে। সংখ্যার বিচারেই দেখা যায় যে, উক্ত সংসদে কমিটি সমূহ পরিপূর্ণভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। যে ১৬টি কমিটি সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপন করেছে রিপোর্টের ভিত্তিতে তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই নমুনা হিসেবে দুই (২) টি সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের পর্যালোচনা এবং এর সফলাতা ও ব্যর্থতা সমূহ দেখানো হলো। নমুনা হিসেবে গৃহীত সংসদীয় কমিটি দুটি হলো -

১. সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি এবং
২. সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত সংসদীয় কমিটি পঞ্চম জাতীয় সংসদে যে কয়টি রিপোর্ট পেশ করেছে তার ভিত্তিতে এই পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি কি?

সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত হিসাবপত্র, অডিট আপত্তি ও কমিটিতে উপস্থাপিত দলিপত্র প্রতিবেদন সমূহ পঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৮ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য বিগত ১০-৭-১৯৯১ ইং (বাংলা ২৫-৩-৯৮ সাল) তারিখে সংসদ সর্ব সম্মতি ক্রমে দেশের প্রখ্যাত শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আইনজীবি, প্রকৌশলী, অধ্যাপক সমন্বয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি নির্বাচিত ও গঠন করেন।

কমিটির সদস্যগণের নাম

১।	জনাব মিঞা মোহাম্মদ মনসুর আলী	সভাপতি
২।	জনাব আজিজুল হক	সদস্য
৩।	জনাব এ. কে. এম আবু তাহের	,,
৪।	জনাব হারুন-উর-রশীদ খান	,,
৫।	জনাব লুৎফুজ্জামান (বাবর)	,,
৬।	জনাব জিয়াউল হক	,,
৭।	জনাব ডঃ মিজানুল হক	,,
৮।	জনাব অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম	,,
৯।	জনাব মনিরুল হক চৌধুরী	,,
১০।	জনাব শেখ আনছার আলী	,,

এছাড়াও মাননীয় সদস্যবৃন্দের সিদ্ধান্তক্রমের গত ২৮-৪-৯২ইং তারিখে ৪টি উপকমিটি গঠিত হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদ্যমান সমস্যা সরেজমিনে তদন্ত করা এবং তা সমাধান কল্পে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ভিজিলেন্স কমিটিও গঠিত হয়। বলা হয় যে প্রয়োজনবোধে ভিজিলেন্স কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম, অপচয় ও দুর্নীতি এবং অবৈধ কর্মকান্ডের জন্য অভিযোগ সমূহ সরেজমিনে তদন্ত করে কমিটিতে প্রতিবেদন পেশ করবেন।

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর ফলে দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে সংসদের সরকারী প্রতিষ্ঠানে দেশে একটি নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদ বিদ্যমান আছে। বর্তমানে সংসদে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি ছাড়াও অন্যে ৫১ টি স্থায়ী কমিটি ও বিশেষ কমিটি দায়িত্ব পালন করেছে। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির দায়িত্ব তুলনামূলক ভাবে বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির কাজ ঃ

১. চতুর্থ তফসিলে লিপিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের রিপোর্ট ও হিসাব পরীক্ষা করা।

২. সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ সম্পর্কে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কোন রিপোর্ট থাকলে তা পরীক্ষা করা।

৩. স্বায়ত্বশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ও বিচক্ষন বাণিজ্যিকনীতি ও নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তৎসম্পর্কে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ এবং প্রতিষ্ঠানকে দূর্নীতিমুক্ত করণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে সংসদে রিপোর্ট পেশ করা।

৪. প্রয়োজনবোধে সংসদে রিপোর্ট পেশ করার পূর্বে রিপোর্টের অংশ বিশেষ সরকারের নিকট পেশ করবে।

৫. চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরীক্ষা করার জন্য কমিটির মেয়াদকাল বৃদ্ধি সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ করা হয়েছে।

সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির বিগত এপ্রিল ১৯৯২ইং তারিখে সংসদে উপস্থাপিত প্রথম প্রতিবেদনের সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত হিসাবপত্র, অডিট আপত্তিও কমিটিতে উপস্থাপিত দলিল পত্র পুঙ্খানুপঙ্খরূপে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনিয়ন, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপচয় দুরীকরণ ও প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত করনের জন্য কতিপয় সুপারিশ করে।

সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি বিভিন্ন তারিখে নিম্নলিখিত সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপিত দলিলপত্র, হিসাবপত্র প্রতিবেদন ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। যে সকল প্রতিষ্ঠানের সংগে কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে তার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম

১। মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
৩। ট্রেডিং করপেরেশন অব বাংলাদেশ
৪। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৫। জিয়া সারকারখানা
৬। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৭। কেরু এ্যান্ড কোং লিঃ
৮। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
৯। সোনালী ব্যাংক
১০। বাংলাদেশ টেলিভিশন
১১। টি,এস,পি সার কারখান্য
১২। বাংলাদেশ বিমান
১৩। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন কর্পোরেশন
১৪। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
১৫। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
১৬। বাংলাদেশ পেট্রোরিযঅম কর্পোরেশন ও যমুনা ওয়েল কোং লিঃ

Dhaka University Institutional Repository

১৭। মাধ্যমি ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এবং ১৮। বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন
১৯। বেসরকারী বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

১. উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে পরিচালিত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালযের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা ছাড়াও তাদের উপস্থাপিত হিসাব পত্র দলিলপত্র ও প্রতিবেদন পরীক্ষা করা হয়। উপস্থাপিত কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্বাভাবিক কারণেই প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে।

২. প্রতিষ্ঠানে জনশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে 'এনাম কমিটির' সুপারিশ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষো করা হয়েছে। সরকার নির্ধারিত জেলা কোটা অনুসারে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ না করার কারণেই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে।

৩. শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিনা টেন্ডারে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে খরিদ করা হয়ে থাকে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি খরিদ করে থাকে।

৪. কাল্পনিক ও কাগুজে মুনাফা দেখিয়ে প্রতি বৎসর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের বোনাস দেয়া ছাড়াও বেতন বৃদ্ধি করা হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে সরকারী নির্দেশ অমান্য করে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাসা দেয়া সত্বেও মূল বেতনের সাথে বাড়ী ভাড়াও প্রদান করা হয়েছে। পদমর্যাদা অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নয় এমন কর্মকর্তাগণ অনিয়মিত ভাবে নিজ পদের অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন। গুরুত্বর অপরাধে অপরাধী বরখাস্তকৃত কর্মচারীকে পূর্বের বেতনসহ চাকুরীতে পুনঃ বহাল রাখা হয়।

৫. ব্যাংকের আদায়যোগ্য ঋণের পরিমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাংকে জমা টাকার চেয়ে অনউৎপাদনশীল ও রুগ্ন শিল্পে অর্থ লগ্নীর পরিমান বেশী। সার্বিকভাবে ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং দয়ার উপর ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। উর্ধ্বতন কমকর্তাকে খুশী না করতে পারলে ব্যাংকের অর্থে ও ঋণে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন পর্যন্ত দেয়া হয় না। বরং উক্ত প্রতিষ্টানকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে রুগ্ন করা হয়।

৬. তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বেষ্ট হাউজ নির্মান করা হয়েছে। কিন্তু পানি সেচ চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জলাধার নির্মান না করার কারণে ব্যাবেজ নির্মানের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। ফলে উত্তরবঙ্গে বর্ষা মওসুমের পর চাষের জমিতে জল সেচ করা সম্ভব হচ্ছেনা। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিদেশ থেকে আনীত ঋণের অর্থ সুকৌশলে আত্মসাৎ করে ঢাকা রাজধানী শহরে কোটি কোটি টাকা মূল্যে একাধিক বাড়ী নির্মান করেছে বলে অভিযোগ করা হয়।

৭. সারকারী মালিকানাধীন ব্যাংকের ঋণদান ক্ষেত্রেও ব্যাপক দূর্নীতি, কায়চুপি ও অনিয়ম দেখা যায়। আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে ভুয়া প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে কোটি কোটি টাকার ঋণদান করা হয়েছে। বৎসরের শেষে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ না করা সত্বেও খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদেরকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং আর্থিক সুবিধা আদায় করে খেলাপী ঋণ আদায় করা হয় না।

সরকারী প্রতিষ্টান কমিটির প্রথম প্রতিবেদনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আলপ-আলোচনার উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল 'মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ'। ইতিমধ্যে "মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের" অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপচয় ও দূর্নীতি সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণ করে দায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করে সংসদে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। এদের মধ্যে মংলা বন্দরের অভ্যন্তরে সংগঠিত চুরি, আত্মসাত, দুর্নীতি ও সজনপ্রীতির অভিযোগ ছিল গুরুতর। স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি, সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং জাতীয় পত্র পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি পুংখানুপংখ ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করে সকল অভিযোগ কমিটির নিকট সঠিক বলে প্রতিভাত হয়। এর প্রেক্ষিতে কমিটি সুপারিশ করে যে, তৈল মবিল আত্মসাতের সাথে জড়িত চিহ্নিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে অবিলম্বে চাকুরী থেকে অপসারণ এবং সমুদয় ক্ষতির টাকা তাদের নিকট থেকে আদয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

কিন্তু মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির সুপারিশ সমূহ তখনও কার্যকর করা হয়নি বলে প্রকাশ পায়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের কমিটি গুলোর কার্যকারীতা অতীতের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই মনে করা হয়। কিন্তু কিছু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অতীতের মতই সংসদীয় কমিটির ন্যায়সংগত ও বিধি সম্মত সুপারিশ কার্যকর করতে উদ্দেশ্য মূলক ভাবে বিলম্বিত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। কমিটির সুপারিশ গুলো অবিলম্বে কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ অনেক টাকা ব্যায়ে কমিটির এককটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কমিটির মাননীয় সদস্যগণ হতাশ ও নিরুৎসাহিত হবে এবং জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হবে।

তবে আমরা পূর্বেও দেখেছি যে, কমিটির সীমিত ক্ষমতার কারণে তৎকালীন কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনসমূহ কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমিটির সুপারিশ সমূহ আদৌ বিবেচনা করা হয় কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা

সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত হিসাবপত্র, অডিট আপত্তি ও কমিটিতে উপস্থাপিত দলিলপত্র ও প্রতিবেদন সমূহ পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে 'সোনালী ব্যাংকের' অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতি ও অপচয় রোধ কল্পে এবং প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত করণের জন্য কতিপয় সুপারিশ করে, এছাড়াও ১১-৩-৯৩ ইং তারিখে সদস্যদের বৈঠকে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কিত মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রীর কিছু মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংকিং খাত অর্থনীতির রক্ত সঞ্চালক, মোট জাতীয় সঞ্চয় নিশ্চল অর্থ ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই বিনিয়োগ সমূহ সচল হয়ে থাকে। দেশের বিনিয়োগ সহ সামগ্রিক আর্থিক কর্মকান্ডে ব্যাংক ব্যবস্থা মসৃন চালক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থিতিশীলতা রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীল কাঠামোর নিয়ামক। ব্যাংকিং খাত সচল না থাকলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিই অচল হয়ে পড়ে।

আবহমান কাল থেকে ব্যাংকিং কর্মকান্ড ও ব্যাবসায়িক লেনদেনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল। ব্যাংক সমূহের মধ্যে ছিল ব্যাবসায়িক প্রতিযোগিতা, ব্যাংকিং ছিল একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসায়িক ব্যবস্থা। বাণিজ্য প্রসার ও শিল্পায়নে ব্যাংকের ভূমিকা ছিল অনন্য ও অগ্রগামী। ব্যাংক প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল কঠোর ও জবাবদিহিমূলক। সৎ, কর্মঠ, অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিঃস্বার্থ ও ঐকান্ত্রিক প্রচেষ্টায় ব্যাংক সমূহ ব্যবসায় প্রসার লাভ করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানায় ও বৈদেশিক আমদানী - রপ্তানী কাজে বিনিয়োগ করে ব্যাংক ও শিল্প উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে এদেশের সকল ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়। ব্যাংকিং কর্মকান্ডের সমুদয় ক্ষমতা ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাতে ন্যাস্ত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ন্ত্রক হিসেবে থাকলেও মূলতঃ ব্যাংক সমূহের কর্মকান্ডের উপর থেকে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলে। ফলে ব্যাংকিং ব্যাবসায় প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সমূহের নিয়ন্ত্রণ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সেখানে অনিয়মিত ও বেআইনী ভাবে জনশক্তি নিয়োগ করা হয়। অসৎ, দুর্নীতিবাজ, অদক্ষ, অযোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরের অনিয়মিত ভাবে পদোন্নতি দেয়া হয়, জনশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে 'এনাম কমিটির' সুপারিশ ও সরকার নির্ধারিত জেলা কোটা মোটেও অনুসরণ করা হয় না। আঞ্চলিক ভিত্তিতে ও ব্যক্তিগত স্বার্থে কর্মচারী নিয়োগ করার কারণে চাকুরীতে জেলা সমূহের মধ্যে বিরাট বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকসমূহে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, দুর্নীতি প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। ব্যাংকের আন্তঃ শাখা অর্থ লেনদেন ক্ষেত্রেও কারচুপি ও অনিয়ম দেখা যায়। এ ধরনের লেনদেনের জন্য ব্যাংকে প্রচলিত পদ্ধতি ও নিয়ম নোটেও অনুসরণ করা হয় না। অধিকাংশ সময়ই শাখা কর্মকর্তাগণ কর্তৃক আন্তঃ শাখার মধ্যে লেনদেন ব্যাপারে নির্ধারিত সময়ে দপ্তরের নজরে আনা হয়না। কখনও কখনও লেনদেনে কারচুপি করা হয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্থ ব্যবহার করা হয়। ফলে আন্ত শাখা অর্থ লেন-দেন সমন্বয় করা হয়। সেন্ট্রাল একাউন্টস যথাযথ ভাবে রক্ষণ করা হয় না। এভাবে কেন্দ্রের সাথে শাখাসমূহের হিসেবে গরমিল দেখা যায়। এক কথায় বলা যায় বর্তমান ব্যাংক প্রশাসনে জবাবদিহিতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যাংক আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ ববং সরকারের আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে গড়েছে। ফলে আমানতকারীগণও অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকেন। বিশেষ করে বিসি আই এর কাজ হঠাৎ বন্ধ ঘোষণার কারণে আমানতকারীদের মধ্যে ব্যাংক সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়াও ভুয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানেও অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ প্রদানে ব্যাঙক কর্তৃক উদারনীতি গ্রহণ করা হয়। অথচ বিদেশী পুজি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যৌথ উদ্যেগে প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পের যন্ত্রপাতি কাষ্টম কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ছাড় করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সাময়িক ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানে উদ্দেশ্য মূলক ভাবে গড়িমসি করা হয় এতে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাড় করতে দেরী হওয়ার ফলে বিদেশী পঁজি বিনিয়োগে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং এদেশে যৌথ উদ্যেগে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত বিনিয়োগকারীগন নিরুৎসাহবোধ করেন।

সরকারী প্রতিষ্ঠানে কমিটি এ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক সমূহের মধ্যে সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক লিঃ এবং অগ্রনী ব্যাংকের হিসাব পত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ছাড়াও ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে ত্রুটি বিচ্যুতি, অনিয়ম এবং অবৈধ কার্যকলাপ ইত্যাদি সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সোনালী ব্যাংক সংক্রান্ত প্রতিবেদন কমিটি পেশ করেছে জাতীয় সংসদে।

সোনালী ব্যাংকের জামানতের পরিমাণ ৫৭৩৯.১৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিনিয়োগ ও অগ্রিম টাকা ৪৪৫৪.৪২ কোটি, খেলাপী ঋণ ১২১৯.৯২ কোটি হিসেবে বরাদ্দকৃত কু ও মন্দ ঋণ ৬২০.২২ কোটি সর্বমোট ৬২৯৪.৪৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। খেলাপী ঋণের পরিমাণ ১২১৯.৯২ কোটি টাকার ২৫% আদায় হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। হিসাবে বরাদ্দকৃত কু-ঋণের পরিমাণ ৬২০.১২ কোটি টাকা আদায় হবেনা। এবং বিনিয়োগ ও অগ্রিম ৪৪৫৪.৪২ কোটি টাকার মধ্যে বহু প্রতিষ্ঠানকে বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন নথিপত্র সমূহ কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে উদাহরণ হিসেবে সোনালী ব্যাংক সংক্রান্ত একটি অভিযোগ উপস্থাপন করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, সকল ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরী এবং বিতরণ কালে ব্যাংক নিয়ামাচার যথাযথভাবে পরিপালন করেনি, সেই সকল ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণ খেলাপী এবং পরিশেষে তা মন্দ ও কু-ঋণ হিসেবে পর্যবসিত হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সীমাহীন গাফিলতি এবং ব্যাংক তথা জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার কারণেই এই বিপুল পরিমাণ ঋণ খেলাপী, মন্দ ও কু-ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ কোন না কোন ভাবে দায়ী।

সারণি ঃ ১ সোনালী ব্যাংক

১	প্রতিষ্ঠাকাল	রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৬, ১৯৭২ইং তারিখ মোতাবেক তদানীন্তন ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, ব্যাংক অব ভাওয়ালপুর এবং প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত	
২	মূলধন	অনুমোদিত ১,০০০.০০ কোটি টাকা	পরিশোধিত ২৪২.৬৯ কোটি টাকা
৩.	আমানত	৫৭৩৯.১৮	কোটি টাকা
৪.	বিনিয়োগ ও অগ্রিম	৪৪৫৪.৪২	কোটি টাকা
৫.	খেলাপী ঋণ	১২১৯.৯২	কোটি টাকা
৬.	হিসেবে বরাদ্দকৃত কুও ও মন্দ ঋণ	৬২০.১২	কোটি টাকা

খেলাপী, মন্দ ঋণ হিসেবে তালিকাভূক্ত সমূদয় ঋণ কেসের নথি পর্যালোচনা করে ঋণ মঞ্জুর এবং বিতরণে যে সকল অনিয়ন সংঘঠিত হয়েছে তা উদঘাটন এবং উক্ত অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যাংক কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের চিহ্নিত করে কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাদের নিকট থেকে ক্ষতির টাকা আদায় করতে হবে।

কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির মন্তব্য, তদন্ত এবং সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ পূর্ববর্তী কমিটির সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়না। উক্ত সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়ন করা হলে ঋণ প্রদানে অনিয়ম এবং ব্যাংকের ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস পেত।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষের উপর জাতীয় সংসদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ তথা জনপ্রতিনিধিদের নিকট সুস্থতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনে সরকারী হিসাব কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রধান চারটি লক্ষ্য অর্জনে সরকারী হিসাব কমিটির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

১. সরকারের আর্থিক লেনদেনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা
২. প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি
৩. অর্থনৈতিক সাশ্রয় অর্জন এবং সর্বোপরি
৪. গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির কাছে সরকার তথা নির্বাহির দায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৬(১) অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অধীন বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সরকারী হিসাব কমিটিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সুতরাং হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গণপ্রজাতন্ত্রী স্থায়ী কমিটি বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৬(১) অনুচ্ছেদবলে গঠিত একটি সংসদীয় কমিটি। এ কমিটির উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং এর গঠন প্রণালী জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৩ ও ২৩৪ বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুযায়ী বিগত জুলাই ৮, ১৯৯১ তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। গত ফেব্রুয়ারী ১২, ১৯৯২, আগষ্ট ৫, ১৯৯২ এবং জুলাই ১২, ১৯৯৩ তারিখে জাতীয় সংসদে এ কমিটি যথাক্রমে প্রথম প্রতিবেদন, দ্বিতীয় প্রতিবেদন এবং তৃতীয় প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এরপরে জুলাই ১৯৯৫ তারিখে এ কমিটির চতুর্থ প্রতিবেদন পেশ করা হয়।
পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিগত ৮-৭-১৯৯১ তারিখে নিম্নবর্ণিত ১৫ (পনের) জন সদস্য সমন্বয়ে সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয়।

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
১	জনাব এল. কে. সিদ্দিকী	সভাপতি	২৮০-চট্টগ্রাম-২
২	জনাব আকবর হোসেন	সদস্য	২৫৫-কুমিল্লা-৮
৩	সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন	,,	৪৪-নবাবগঞ্জ-২
৪	জনাব মোঃ শাহজাহান ওমর	,,	১২৭-ঝালকাঠি-১

Dhaka University Institutional Repository

৫	জনাব আনোয়ারুল হোসেন খান চৌধুরী	,,	১৫৭-ময়মনসিংহ-৯
৬	জাহানারা বেগম	,,	মহিলা আসন-২২
৭	জনাব মোঃ শাহজাহান	,,	২৭২-নোয়াখালী-৪
৮	জনাব মোঃ আব্দুল গনি	,,	৭৪-মেহেরপুর-২
৯	জনাব মেসবাহউদ্দিন খান	,,	২৬০-চাঁদপুর-১
১০	জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু	,,	২৯০-চট্টগ্রাম-১২
১১	জনাব মোঃ আছাদুজ্জামান	,,	৯২-মাগুরা-২
১২	অধ্যক্ষ এম,এন, নজরুল ইসলাম	,,	১২০-ভোলা-৪
১৩	জনাব রাশেদ খান মেনন	,,	১২২-বাকেরগঞ্জ-২
১৪	ডঃ টি আই এস ফজলে রাব্বি চৌধুরী	,,	৩১-গাইবান্ধা-৩
১৫	মাওলানা মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	,,	৯০-যাশোর-৬

এছাড়াও কমিটির কাজ দ্রুততর করার লক্ষ্যে গত ১০-১২-৯১ তারিখের বৈঠকে প্রথমে চারটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। তবে পরে তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

সরকারী হিসাব কমিটির গঠন ও কাজ

জাতীয় সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সরকারের ব্যয়নির্বাহীকল্পে অর্থের নির্দিষ্টকরণ সংবলিত হিসাব, সরকারের বার্ষিক আর্থিক হিসাব, সংসদে উত্থাপিত অভ্রান্ত আর্থিক হিসাব এবং তৎসম্পর্কে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সংসদে পেশকৃত অডিট রিপোর্টসমূহ সংসদে পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ সমূহ সংসদে রিপোর্ট পেশ করার উদ্দেশ্যে একটি সরকারী হিসাব কমিটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৭৬(১) (ক) অনুযায়ী গঠনের বিধান আছে। একই সাথে সংবিধানের ৭৫(১) (ক) অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে সংসদ কর্তৃক প্রণীত জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটির কাজের পরিধি বর্ণিত হয়েছে।

সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে অনধিক পনের জন সদস্য সমন্বয়ে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক এ কমিটি গঠিত হয়। কমিটির বৈঠকের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের যতদূর কাছাকাছি হয় এবং এমন সংখ্যক সদস্যর উপস্থিতিতে কোরাম হয়। কমিটির অনুমতি ব্যাতিরেকে যদি কোনো সদস্য পরপর দুই বা ততোধিক বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তবে উক্ত সদস্যকে কমিটি থেকে পদচ্যুত করার জন্য সংসদে প্রস্তাব আনা যেতে পারে। উপস্থিভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিটির বৈঠকে সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কোনো প্রশ্নে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতি একটি নির্ণায়ক ভোট দান করেন। কমিটি তার আওতায় প্রাপ্ত কোনো বিষয় পরীক্ষা করে দেখার জন্য মূল কমিটির ক্ষমতাসম্পন্ন এক বা একাধিক সাব কমিটি নিয়োগ করতে পারে এবং এ সকল সাব কমিটির রিপোর্ট মূল কমিটির কোনো বৈঠকে অনুমোদন লাভ সাপেক্ষে মূল কমিটির রিপোর্ট হিসেবে বিবেচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতি যেরূপ নির্ধারন করেন, সেরূপ দিন ও সময়ে একান্ত পরিবেশে সংসদসীমার মধ্যে কমিটির বৈঠক বসে। কমিটির সভাপতি যা তার উপস্থিতিতে কমিটির যেকোনো সদস্য সংসদে কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন। সংসদে পেশ করার পূর্ব পর্যন্ত অনুরূপ রিপোর্ট গোপনীয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশকৃত রিপোর্ট সমূহ সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর ঐ সমস্ত রিপোর্ট কর্তৃক পরীক্ষিত হয়। কমিটি এ সমস্ত রিপোর্টে বিবৃত তথ্য ও মন্তব্যের ভিত্তিতে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া সূচনা করে এবং কার্যপ্রণালী বিধির ২০৯ বিধি অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম ও সুপারিশ বিষয়ে সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে।

সরকারী হিসাব কমিটি সমূহের ইতিহাস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ধারাবলে ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদে কর্তৃক প্রথম সরকারী হিসাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল ১৯৭৪ সালের ১০ জুলাই এবং এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। সরকার দলীয় সংসদ সদস্য জনাব কাজী জহিরুল কাইয়ুম এ কমিটির প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ কমিটি সংসদে কোনো প্রতিবেদন পেশ করতে পারেননি।

১৯৭৯ সালের ৩০ এপ্রিল দ্বিতীয় সরকারী হিসাব কমিটি গঠন করা হয় এবং এর সভাপতি নিযুক্ত হন সরকার দলীয় বি,এন,পি সংসদ সদস্য জনাব আতাউদ্দিন খান। এ কমিটির একটিমাত্র বৈঠকে শুধুমাত্র পদ্ধতিগত বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা হয়। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪ জন। এ কমিটি সর্বমোট ২৭টি বৈঠকে মিলিত হয়ে পদ্ধতিগত বিষয় এবং রিপোর্ট পরীক্ষার বকেয়া হালনাগাদ পর্যালোচনা করে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন সংসদে পেশ করে।

মার্চ, ১৯৮২ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পরে সংবিধান স্থগিত থাকে। এ সময় মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের সরাকারী হিসাব সম্পর্কীয় যে সকল অডিট প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতি সমীপে উপস্থাপন করা হয়েছিল তার পরীক্ষা - নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ১৯৮৩ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব এ.কে. বকরের সভাপতিত্বে এগারজন বিশিষ্ট নাগরিক ও সরকারী কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি অ্যাডহক পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি গঠন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের ৯ মার্চ তারিখে জনাব এ, কে, এম নুরুল ইসলামকে উক্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়।

জুন, ১৯৮৮ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ১৫ আগষ্ট তারিকে তৃতীয় সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয় যার সভাপতি নিযুক্ত হন বিরোধী দলীয় (জাসদ) সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহান। এ কমিটি ৬৫ টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ২ খন্ড প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের হিসাব সম্পর্কিত কমিটি

১৯৯১সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদের অধীনে চতুর্থ সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয় এবং সরকার দলীয় সংসদ সদস্য জনাব এল, কে সিদ্দিকী এ কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। এ কমিটির ১৩৭ বার বৈঠকে মিলিত হয়ে ৪ টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন। এ সরকারী হিসাব কমিটি প্রধানত বকেয়া অডিট ও হিসাব সংক্রান্ত রিপোর্ট পরীক্ষায় বেশী সময় মনোনিবেশ করতে বাধ্য হয়েছে এখানে, উল্লেখ্য যে, ১০ জুলাই, ১৯৮৬ তারিখে গঠিত তৃতীয় সংসদের অধীন কোনো সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয়নি। ১৯ মার্চ, ১৯৯৬ সালে গঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদেও কোনো কমিটি গঠনের অবকাশ ছিল না। কারণ এ সংসদের মেয়াদ ছিল মাত্র ১২ দিন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে বি এন পির সদস্য সভাপতি সহ ১০, আওয়ামী লীগ ৬, ওয়ার্কার্স পার্টি, জামায়ত ও জাতীয় পার্টির ১ জন করে সদস্য ছিলেন সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে। নিম্নে সারণীতে দলগত প্রতিনিধিত্বের হর দেখানো হলো।

সভাপতি ও সদস্য নিযুক্ত প্রদানের দলগত প্রতিনিধিত্বের হার

সারণী - ২

সরকার দলীয় আসন সংখ্যা	১৪২+২৮=১৭০ বি,এন,পি
স্কতন্ত্র সহ বিরোধ দলীয় আসন সংখ্যা	১৫৮+২=১৬০
মোট সদস্য সংখ্যা	৩০০+৩০=৩৩০
সরকারী হিসাব কমিটির বিবরণ	৪র্থ সরকারী হিসাব কমিটি
মোট সদস্য সংখ্যা	১৫ জন
সরকার দলীয়	৮ জন
বিরোধী দলীয়	৭ জন

Dhaka University Institutional Repository

সরকার দলীয় প্রতিনিধিত্বের হার	৫৩% ৪৭।
বিরোধী দলীয় প্রতিনিধিএত্বর হার	৪৭% ৫৩%
সভাপতির সংখ্যা ও দল	১ জন বি,এন,পি (সরকারী দল)

এই সারণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকারী দল বি,এন,পি এবং অন্যান্য বিরোধী দলের আসন সংখ্যার তুলনামূলক হার ছিল ৫২ঃ৪৮ অর্থাৎ সরকারী দলের সম্মিলিত আসন সংখ্যা বিরোধীদলীয় আসনসংখ্যার চেয়ে কিছুটা বেশি ছিল (১৭০ এর বিপরীত ১৬০)। দলগত আসন সংখ্যার তুলনায় এ সংসদের অধীনে চতুর্থ সরকারী হিসাব কমিটির মোট পনের জন সদস্যের দলগত অবস্থানের ভিত্তিতে বিভক্তি ছিল যথাক্রমে দলগত অবস্থানের ভিত্তিতে বিভক্তি ছিল যথাক্রমে ৫৩% এবং ৪৭%। অর্থাৎ জাতীয় সংসদের প্রাপ্ত আসনের ৫২% আসন সরকার দলীয় বি,এন,পি লাভ করলেও সরকারী হিসাব কমিটিতে তাদের দলীয় প্রতিনিধিত্ব ছিল শতকরা ৫৩ ভাগ। তারপরেও বলা যায় যে, বিগত চারটি হিসাব কমিটির মধ্যে পঞ্চম জাতীয় সংসদের অধীনে চতুর্থ সরকারী হিসাব কমিটিকে সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক, সমপ্রতিনিধিত্বমূলক এবং শক্তিশালী বিবেচনা করা যায়।

(খ) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কমিটি গঠনের দলীয় প্রতিনিধিত্বের হার নির্ধারণে কোনো বিধিগত ব্যাখ্যা না থাকলেও সংসদে প্রস্তাবের মাধ্যমে কমিটি গঠনে অর্থাৎ বিরোধী দলের সাথে আলোচনা অনুযায়ী দলগত অবস্থানের তারতম্য ঘটেছে এবং ঘটতে পারে। তবে সরকারী হিসাব কমিটিতে মোট আসন সংখ্যার ন্যূণতম ২৫% ভাগ আসন বিরোধীদলীয় প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে পুরণের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য। কারণ সংসদে একক নিরুঙ্কুস সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিপরীতে কমিটি গঠনে বিরোধদলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

(গ) মোট চারটি সরকারী হিসাব কমিটির মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ কমিটির সভাপতি সরকার দলীয় এবং তৃতীয় ও দ্বিতীয় কমিটির সভাপতি বিরোধী দলীয় এবং তৃতীয় ও দ্বিতীয় কমিটির সভাপতি বিরোধী দলীয় ছিলেন। সরকারী হিসাব কমিটির কার্যক্রমের গুরুত্ব ও পরিধি বিবেচনায় এবং সরকারী ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরবর্তী কমিটির সভাপতি বিরোধী দলীয় সদস্যগণের মধ্য থেকে মনোনীত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ সালের ২০ নভেম্বর তারিখে ৫ম সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু তৃতীয় ও ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে কোন সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয়নি। পক্ষান্তরে সংসদের অনুপস্থিতি ও সংসদে কমিটি গঠনে বিলম্বে বিভিন্ন পর্যায়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কমিটির অস্তিত্ব ছিল না।

গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অভাবে সংসদের অনুপস্থিতিতে কমিটির অস্তিত্ব না থাকা এবং প্রথম অধিবেশনের প্রারম্ভেই এ কমিটি গঠনে বিলম্ব পরিলক্ষিত হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ৪র্থ সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হলেও এ কমিটি গঠনে বিলম্ব হয় ৭ মাস ২ (দুই) দিন। এ কমিটির মেয়াদ ছিল ৪ (চার) মাস ১৬ (ষোল) দিন।

বাংলাদেশের সংবিধানে ১৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশকৃত রিপোর্ট সমূহ সংসদের উত্থাপিত হওয়ার পর সকল রিপোর্ট সরকারী হিসাব কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা করা হয়। স্বাধীনতার পর এ যাবত ১৫৮টি অডিট রিপোর্ট, ৮৬টি উপযোজন হিসাব এবং ২৩টি আর্থিক হিসাব সংসদে উত্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত অডিট রিপোর্টে ও হিসাবের মধ্যে এ যাবত সরকারী হিসাব কমিটি সমূহ মোট ২০টি অডিট রিপোর্ট এবং ৫টি উপযোজন হিসাবের উপর আলোচনা সমাপ্ত করেছে এবং একটি উপযোজন হিসাব আংশিক আলোচিত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩৩টি অডিট রিপোর্ট, ৮০টি উপযোজন হিসাব এবং ২৩টি আর্থিক হিসাবে উপর এখনও কোন আলোচনা হয়নি। মূলতঃ সংসদের নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কর্মরত না থাকার কমিটি কর্তৃক সংসদে উত্থাপিত এ বিপুলসংখ্যক রিপোর্ট আলোচিত হতে পারেনি। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৪র্থ হিসাব কমিটি সহ পরবর্তীকালের অন্যান্য হিসাব কমিটি সমূহের উপর এ বিপুল সংখ্যা বকেয়া রিপোর্ট পর্যালোচনার দায়িত্ব ন্যাস্ত হবে। সাথে সাথে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়াকে গতিশীল ও নিরবিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে এ গুরুত্বপূণ কমিটির ফলপ্রসুতা/কার্যকারিতা বহুলাংশে অকার্যকর ও বিঘ্নিত হবে। একটি গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থায় এরূপ অবস্থা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা উত্তরকালে ফলস্থায়ী কমিটিগুলো গঠনে ধারাবাহিকতকা অক্ষুন্ন রাখা যায়নি এবং অডিট রিপোট পর্যালোচনায় এ সকল কমিটির সার্বিক সাফল্য সন্তোষজনক নয়। এর প্রভাব পরবর্তীকালে ৪র্থ হিসাব কমিটির উপরেও পড়েছে। সরকারী হিসাব কমিটি সমূহের প্রতিবেদনের আলোক কাজ সম্পাদনের তূলনামূলক মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩

সরকারী হিসাব কমিটি পরিচিতি	উপ কমিটির সংখ্যা	মূল ও উপ কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	মোট প্রতিবেদনের সংখ্যা	মোট আলোচিত আপত্তির সংখ্যা	মোট আলোচিত আপত্তির নিষ্পত্তির সংখ্যা	আপত্তির সুপারিশ প্রদানের সংখ্যা	আলোচিত আপত্তির বিপরীতে আপত্তি নিষ্পত্তি সংখ্যা
১। ১ম হিসাব কমিটি	ইাই	৩টি	-	-	-	-	-
২। ২য় হিসাব কমিটি	৩টি	২৭টি	১টি	৬৪টি	২৯টি	৩৫টি	৪৫.৩১%
৩। অ্যাডহক কমিটি	২টি	১০৬টি	৩টি	-	-	-	-
৪। ৩য় হিসাব কমিটি	৪টি	৬৫টি	২টি	৬৩৫টি	২৭৭টি	৩৫৮টি	৪৩.৬২%
৫। ৪র্থ হিসাব কমিটি	৪টি	১২৫টি	৪টি	১২৩১টি	৫১০টি	৭১২টি	৪১.৪৩%
মোটঃ	১৩টি	২২০টি	১০টি	১৯৩০টি	৮১৬টি	১১১৪টি	৪২.২৮%

এই সারণির মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয় যে, ৪র্থ সরকারী হিসাব কমিটির কার্যকরীতা বিগত দিনের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের অধীনে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কর্মকান্ডের প্রধান চারটি লক্ষ, যথা ঃ

১. সরকারের আর্থিক লেনদেনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্ব-প্রতিষ্ঠা
২. প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি
৩. অর্থনৈতিক সাশ্রয় অর্জন এবং
৪. জনপ্রতিনিধিদের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ অর্জনের জন্য সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।

কমিটির কর্মকান্ডে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং কার্যকর সহযোগিতা দানের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৯৯২ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখ অনুষ্ঠিত মূল কমিটির বৈঠকে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি 'অ্যাকশন টেকেন' কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সদস্য নির্ধারন করা হয় ৭ (সাত) জনে। ১৯৯৩ সালের ১২ জুলাই কমিটি সংসদে তৃতীয় প্রতিবেদন পেশ করার পর অ্যাকশন টেকেন কমিটি সর্বমোট ৭ (সাত) টি বৈঠকে মিলিত হয়ে বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়ন করার

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সাতটি বৈঠকের মধ্যে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থার অডিট আপত্তি পর্যালোচনার জন্য ৩টি, শিল্প মন্ত্রণালয়ে অধীনস্থ বাংলাদেশে রসায়ন শিল্প সংস্থার অডিট আপত্তি পর্যালোচনার জন্য তিনটি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তি পর্যালোচনার জন্য একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী হিসাব কমিটিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে এই নতুন সৃষ্ট অ্যাকশন টেকেন কমিটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু সরকারী হিসাব কমিটির বিলুপ্তির পরে পরবর্তী সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সময়কালে পূর্ববর্তী কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার জন্য কোনো স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না থাকায় কমিটি সমূহের সুপারিশ বাস্তবায়নে শিথিলতা বা অকার্যকরতা বিশেষভাবে লক্ষনীয়।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ২১৬ অনুযায়ী সংসদ ভেঙে যাওয়ার পূর্বে কমিটি কাজ শেষ করতে অক্ষম হলে সংসদকে সে সম্পর্কে জানাতে পারে যেন এ কমিটি প্রাথমিক কোনো রিপোর্ট, স্মারকলিপি বা নোট প্রস্তুত করে থাকলে বা কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে থাকলে পরবর্তী নতুন কমিটিকে তা দেয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে, নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে প্রায় আকস্মিকভাবে সংসদগুলোর বিলুপ্তির সাথে সাথে হিসাব কমিটিরও অবলুপ্তি ঘটে। নতুন সংসদে গঠিত সরকারী হিসাব কমিটি গুলো নতুনভাবে কাজ পরিচালনা গ্রহণের সময় পূর্ববর্তী সরকারী হিসাব কমিটির অসমাপ্ত কার্যক্রম অনুসরণের প্রচেষ্টা নিলেও সময়ের ব্যবধানে সৃষ্ট জটিলতার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ফলপ্রসু হতে পারে না।

উপসংহারে বলা যায় যে, সাংবিধানিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটি হিসেবে সরকারী হিসাব কমিটি গঠন ও কার্যক্রমের সাফল্য ও সার্থকতা, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় সংসদীয় কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষের উপর জাতীয় সংসদের তত্ত্বাবধানমূলক নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যমে হিসেবে এ কমিটির গুরুত্ব সম্পর্কে সকল পযঅয়ে সচেতন ও সক্রিয় মনোভাবের সৃষ্টি বিশেষভাবে প্রয়োজন। বিগত দিনগুলোতে সরকারী হিসাব কমিটির কার্যকল্পের কোন স্থায়িত্ব বা ধারাবাহিকতা ছিল না। এর সুপারিশ সমূহকে যথাযথ ভাবে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি তেমনি এসবের বাস্তবায়নও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ফলস্বরূপ এ কথাটি একটি গুরুত্বহীন ও মূল্যহীন আলোচনা সর্বস্ব কমিটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অধিকন্ত কমিটি গঠনে বিলম্ব, স্বল্পস্থায়িত্ব, ধারাবাহিকতার অভাব ববং কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতার জন্যও এ কমিটি গুলো ফলপ্রসূতা অর্জনে পরিপূর্ণ ভাবে সফল হয়নি। তারপরেও পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৪র্থ সরকারী হিসাব কমিটিকেই এ যাবত কালের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ফলপ্রসু কমিটি বলে আখ্যায়িত করা যায়। আর তাই ৪র্থ সরকারী হিসাব কমিটি সহ অনন্য কমিটি গুলোকে যথাযথ গুরুত্বদান ও এর সুপারিশ সমূহ যথাসম্ভব দ্রুত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং এ কমিটির ধারাবাহিক স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় জন্য ববং সর্বোপরি সংসদকে কার্যকর করার জন্য একান্তই আবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রথম, দ্বিতীয় সংসদের সাথে পঞ্চম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক আলোচনা।

অধ্যায় ৫

৫.১ প্রথম, দ্বিতীয় পঞ্চম সংসদের কমিটি সমূহের গঠনগত সাদৃশ্য - বৈসাদৃশ্য।

৫.২ প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের কমিটিসমূহে সরকার ও বিরোধীদলীয় সদস্য সংখ্যা এবং কমিটির সভাপতি পদে বিরোধী দলের সদস্যদের অর্ন্তভুক্তি এবং কমিটির সাফল্য অর্জনে এর ভূমিকাঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা

৫.৩ সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থায় কমিটিসমূহের মূল কাজ এবং এর নিরিখে প্রথম,দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের সাফল্য-ব্যর্থতার তুলনামূলক আলোচনা। (রিপোর্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের তুলনামূলক সাফল্য)

৫.৪ সার্বিক মূল্যায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আধুনিক সংসদীয় পদ্ধতিতে কমিটিসমূহের গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সংসদকে কার্যকর করার প্রায়সে পৃথিবীর সকল সংসদেই সুসংগঠিত কমিটি ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ সংসদীয় ব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থার সূচনালগ্ন হতেই কমিটি গঠনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তবে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সকল সংসদ অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদ সমানভাবে তৎপর ছিল না। সংসদীয় কমিটি গঠনে সংসদের তৎপরতা, কার্যকর উপকমিটির গঠন, সরকার ও বিরোধীদলীয় সদস্যদের অর্ন্তভুক্তির বিষয়, পর্যালোচিত রিপোর্টের সংখ্যা, কমিটির সভাপতির নিয়োগের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব ইত্যাদি বিষয়কে নিয়ামক বিবেচনা করে প্রথম, দ্বিতীয় সংসদের সাথে পঞ্চম সংসদের তুলনামূলক আলোচনাই এ অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ প্রথম, দ্বিতীয় পঞ্চম সংসদের কমিটি সমূহের গঠনগত সাদৃশ্য - বৈসাদৃশ্য ঃ

১.ক. কমিটি গঠনে সংসদের তৎপরতা ঃ

সংসদীয় কমিটিসমূহকে কার্যকর (effective) করার ক্ষেত্রে সংসদের প্রথম অধিবেশনের পরপরেই কমিটি গঠন জরুরী। কমিটি গঠনে সংসদ তৎপর হলে বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনার অধিক সুযোগ থাকে। বাংলাদেশের প্রথম সংসদ কমিটিসমূহের গঠনে অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রিতার পরিচয় দেয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ করার জন্য ১৯৭৩ সালে প্রথম অধিবেশনের পরপরই পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি এবং প্রিভিলিজ কমিটি গঠিত হলেও অন্যান্য কমিটি সমূহের গঠন প্রক্রিয়া অত্যন্ত বিলম্বিত হতে দেখা যায়। এমনকি সরকারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কমিটি মত গুরুত্বপূর্ণ কমিটিও ১৯৭৪ সালের শেষদিকে সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের পরে গঠিত হয়। সংসদীয় কমিটি গঠনের এ ধরনের বিলম্ব প্রথম সংসদের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতার ফল বলে প্রতীয়মান হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ ধরনের বিলম্ব জনমনে বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। ঢালাওভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ এবং পাবলিক সেক্টরের দ্রুত প্রসারণ সঙ্গতভাবেই সরকারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির দ্রুত গঠন আবশ্যক করে তোলে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ কমিটি গঠনে অনেক বিলম্ব পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে কমিটি গঠিত হলেও কমিটি সদস্যগণ এ কমিটিকে কার্যকর করার জন্য খুব বেশী তৎপরতা প্রদর্শন করেননি। প্রথম সংসদের কমিটি গঠনে এরূপ বিলম্ব দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের ঠিক বিপরীত। দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের কমিটিসমূহে নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যরা কমিটিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত আশাব্যঞ্জক সাড়া প্রদান করেন। দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদ গঠিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই বেশীর ভাগ কমিটি গঠিত হয়।

উপযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতিপাদিত হয় যে প্রথম সংসদের চেয়ে দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদ (বিশেষতঃ পঞ্চম সংসদ) কমিটি গঠনে অধিক তৎপর ছিল। আর এ কারণেই শেষোক্ত সংসদের কমিটিসমূহ অধিক সংখ্যক রিপোর্ট পর্যালোচনা সহ অন্যান্য কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত দক্ষতার সাথে পরিপালনে সক্ষম হয়েছিল।

১.খ. প্রথম, দ্বিতীয় সংসদের সাথে ৫ম সংসদের কমিটি সংখ্যার একটি তুলনামূলক আলোচনা ঃ

সামগ্রিকভাবে পার্লামেন্টরী কমিটিসমূহের সফলতা বা ব্যর্থতার বিষয়টি অনেকাংশে কমিটিসমূহের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। কোন বিশেষ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিশেষ একটি কমিটির গঠন ঐ কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চিত করে। প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের কার্যকালে গঠিত কমিটি সমূহের সংখ্যাও পরস্পরের থেকে ভিন্ন। নিচে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের সময়কালে গঠিত কমিটি সমূহের সংখ্যা ভিত্তিক টেবিল দেয়া হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি সমূহের নাম	সংসদ	মোট কমিটির সংখ্যা
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১ম	শূন্য
	২য়	৩৬
	৫ম	৩৫
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটি (সরকারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কমিটি, সরকারী হিসাব কমিটি)	১ম	০৩
	২য়	০৩
	৫ম	০২
তহবিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি	১ম	০৩
	২য়	০৩
	৫ম	০২
বিশেষ কমিটি	১ম	শূণ্য
	২য়	শূণ্য
	৫ম	০৫
অন্যান্য কমিটি	১ম	০৮
	২য়	০৬
	৫ম	০৯

তথ্যসূত্র ঃ Ahmed Nijam : "Parliamentary Committes" Published in the Asian Journal of Public Administration.

উপর্যুক্ত সারনীর আলোকে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদে মোট কমিটি সংখ্যা ঃ

সংসদ	কমিটির সংখ্যা
১ম সংসদ	১৪ টি
২য় সংসদ	৪৮ টি
৫ম সংসদ	৫৩ টি

সংসদওয়ারী পার্লামেন্টরী কমিটিসমূহের সংখ্যার বিচারেও পঞ্চম সংসদ এর পূর্ববর্তী প্রথম, দ্বিতীয় সংসদের তুলনা অগ্রবর্তী। প্রথম সংসদে যেখানে মাত্র ১৪টি সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় সংসদে সেক্ষেত্রে ৪৮টি এবং পঞ্চম সংসদে ৫২টি কমিটি গঠিত হয়। পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে প্রথম সংসদে সংসদীয় কমিটিসমূহ সংখ্যার বিচারেও গুরুত্বহীণ ছিল। তবে দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদ কমিটি সমূহের সংখ্যার বিচারে একটি ভারসাম্য পূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদে কমিটি গঠনকে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের কমিটিসমূহে সরকার ও বিরোধীদলীয় সদস্য সংখ্যা এবং কমিটির সভাপতি পদে বিরোধ দলের সদস্যদের অর্ন্তভুক্তি এবং কমিটির সাফল্য অর্জনে এর ভূমিকাঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা ঃ

২.ক সংসদীয় কমিটিসমূহকে কার্যোপযোগী করে তুলতে সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাত্ত্বিকভাবে কোন কমিটিতে সরকারী ও বিরোধীদলের সংসদের সংখ্যা সংসদে উক্ত দলসমূহের প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কার্যতঃ বিগত কোন সংসদেই (১ম, ২য় ও ৫ম) এরূপ প্রতিনিধিত্ব লক্ষ্য করা যায় নি।

নীচের সারণীতে প্রথম, দ্বিতীয় পঞ্চম সংসদে সদস্যদের সংখ্যা প্রদর্শিত হলঃ

কমিটিসমূহের নাম	জাতীয় সংসদ	সর্বমোট সদস্য সংখ্যা	সরকারী দলের সদস্য সংখ্যা	বিরোধীদলের সদস্য সংখ্যা
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১ম	-	-	-
	২য়	৩৬০	২৭৬	৮৪
	৫ম	৩৪০	১৯২	১৪৮
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটি	১ম	৩২	২৯	২০
	২য়	৩০	২২	০৮
	৫ম	৩৫		১৫
তহবিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি	১ম	৩৫	৩২	০৩
	২য়	৩৪	২৪	১০
	৫ম	২৬	১৩	১৩
বিশেষ কমিটি	১ম			
	২য়	-	-	-
	৫ম	৭৫	৪০	৩৫
অন্যান্য কমিটি	১ম	৮১	৭৫	৬
	২য়	৬০	৪৭	১৩
	৫ম	৮৭	৫২	৩৫

তথ্যসূত্র ঃ Ahmed Nijam : "Parliamentary Committes" Published in the Asian Journal of Public Administration

সংসদীয় কমিটিসমূহে সদস্যদের সংখ্যা সকল সংসদেই আট হতে পনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পঞ্চম জাতীয় সংসদে ৭১ শতাংশ কমিটিতেই সদস্যের সংখ্যা ছিল দশ জন। যা পূর্বেই বলা হয়েছে বিগত কোন সংসদেই কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের সাথে মোট সংসদের অনুপাত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। যেমন পঞ্চম

Dhaka University Institutional Repository

পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন বি,এন,পির সদস্য সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১ শতাংশ কিন্তু পার্লামেন্টরী কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের হার ছিল ৫৭ শতাংশ। প্রায় সবগুলো কমিটিতেই সরকার দলের সংসদ সদস্যদের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এটা লক্ষ্য করা গেছে সংসদীয় কমিটিতে সরকারী দলের সদস্যদের আধিপত্য অপেক্ষাকৃত কম থাকলে সংসদ অধিকতর কার্যকর হয়। বিগত প্রায় সকল সংসদেই কমিটিসমূহের সভাপতির পদটি সরকারীদলের সদস্যদের দখলে ছিল। এর একমাত্র ব্যত্যয় ছিল দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটি। দ্বিতীয় সংসদে বর্ষীয়ান নেতা আতাউর রহমান খান কে এক সময়ে কমিটির সভাপতির পদটি দেয়া হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় অনেক সদস্যই উপ কমিটিসমূহের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু কাউকেই মূল কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়নি।

সংসদের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকির জন্যই সংসদীয় কমিটি সমূহ গঠন করা হয়। কমিটিসমূহের সাফল্য বা ব্যর্থতা সদস্যদের মেধা, মনন, অভিজ্ঞতা ও কর্মোদ্দীপনার উপরে নির্ভরশীল। শুধুমাত্র সরকারী দল কিংবা বিরোধী দল বিতর্ক সংসদীয় কমিটির কর্মদক্ষতাকে অনেকাংশেই খর্ব করে। বিগত সংসদ সমূহে অনেক নবীন সাংসদকে যোগ দিতে দেখা যায় কিন্তু পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও অর্থ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি সমূহে প্রবীন সাংসদদের প্রাধান্য ছিল। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় কমিটি বিষয়। কমিটি সমূহের ক্ষমতা এবং কর্মক্ষেত্র বিগত সংসদগুলোতে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ১ম জাতীয় সংসদের চেয়ে ২য় সংসদ এবং ২য় সংসদের চেয়ে ৫ম সংসদ কমিটিসমূহকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করে। কিন্তু মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে পঞ্চম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে উক্ত কমিটির সভাপতি নির্বাচন করার বিধি কার্যকর ছিল। এ দিক থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদ একই প্রকৃতির ছিল। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি নির্বাচন করলে একদিকে যেমন সুবিধা তেমনি অসুবিধাও কম নয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। যে সকল রাষ্ট্রচিন্তাবিদ কমিটির সভাপতি হিসেবে মন্ত্রীর নিয়োগকে পছন্দ করেন না তারা মত প্রদান করেছেন যে যেহেতু মন্ত্রী মহোদয় তাঁর মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকান্ডের জন্য দায়ী সেহেতু তিনি নিজের বা তার অধীনস্ত সরকারী কর্মকর্তাদের ভুলত্রুটির কথা কমিটিতে বিশদ আলোচনার ক্ষেত্রে স্বস্তিবোধ করেন না। এর ফলে কমিটি গঠনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যহত হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক সংসদও অবশ্য অন্য কারণে এই মতকে মর্থন করেন। তাদের মতে মন্ত্রী মহোদয় তাঁর নানা কাজের ব্যস্ততার জন্য কমিটির বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন। এর ফলে কমিটির নিয়মিত বৈঠক অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

আবার অন্য দিকে যে সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সংসদীয় কমিটিতে মন্ত্রীকে সভাপতির পদে দেখতে চান তাঁরা বলেন যে মন্ত্রীর সভাপতি হিসেবে উপস্থিতি কমিটির কার্যসম্পাদনকে সহজতর করে। কমিটির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মন্ত্রী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। কিন্তু এই দুই মতাবলম্বী রাষ্ট্র চিন্তাবিদরাই পরিপূর্ণভাবে সঠিক নন বলে প্রতীয়মান হয়। কমিটিসমূহে মন্ত্রীর উপস্থিতি অবশ্যই জরুরী কিন্তু কমিটির সভাপতি হিসেবে তার উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই পার্লামেন্টারী কমিটিসমূহে মন্ত্রী একজন সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকেন কিন্তু তিনি কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন

Dhaka University Institutional Repository

করেন না। যেমন বিটেনে একজন জুনিয়র মন্ত্রী কমিটিতে সভ্য হিসেবে থাকেন কিন্তু তিনি কমিটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন না।

যাই হোক প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম জাতীয় সংসদের কমিটি সমূহের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল ছিল আর তা হচ্ছে মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটিতে সবসময়ই মন্ত্রী সভাপতির পদপ্রাপ্তি। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে সরকারী কিংবা বিরোধীদলীয় সংসদদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে যদি কমিটির সভাপতির পদ দেয়া হয় এবং মন্ত্রী মহোদয় কমিটির সভ্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তবে সংসদীয় কমিটিসমূহ অধিকতর কর্মক্ষম হয়। আশার কথা সপ্তম জাতীয় সংসদে বেশ কিছু কমিটিতে বিরোধীদলীয় সাংসদগণ কমিটি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

সংসদকে কার্যকর করতে হলে যেমন কমিটি সমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য তেমটি কমিটিসমূহের সাফল্য নির্ভর করে কমিটির সদস্যদের উপর। তাই সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠনের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতা এবং নিরপেক্ষতা প্রদর্শন আবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা কমিটিসমূহের মূল কাজ এবং এর নিরিখে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের সাফল্য-ব্যর্থতার তুলনামূলক আলোচনা। (রিপোর্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের তুলনামূলক সাফল্য) ঃ

সংসদীয় ব্যবস্থায় কমিটিসমূহের কার্যাবলী এবং এর নিরিখে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের কমিটি সমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা

(রিপোর্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের তুলনামূলক সাফল্য)

৩.০. সংসদীয় ব্যবস্থার যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সংসদের কমিটিগুলোকে কর্মপোযোগী করে তোলা একান্ত আবশ্যক। সংসদীয় কমিটিসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হলে পুরো সংসদের সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার সাফল্য নিশ্চিত হবে। সংসদীয় কমিটিসমূহ সংসদ কর্তৃক গঠিত হয় এবং নির্ধারিত দায়িত্বপালন করে। কমিটিসমূহ নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে টার্মস অব রেফারেন্স (Terms of reference) মোতাবেক সুনির্দিষ্ট অর্পিত দায়িত্ব করে থাকে। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিষয় তদারকীর কাজও করে। সাধারণভাবে কমিটিসমূহের কার্যক্রম বলতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা, সুপারিশমালা তৈরী বা কোন কর্মসূচী সম্পর্কে সংসদকে রিপোর্ট করা, সংসদ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষন করা এবং এই সম্পর্কে রিপোর্ট উপস্থাপন করার কাজ বুঝায়।

৩.ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্যি যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত কোন সংসদেই কমিটিসমূহ অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিপালন করেনি কিংবা পরিপালনে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটিসমূহ কোন রিপোর্ট উপস্থাপন করেনি। পঞ্চম সংসদের কার্যকালে মাত্র ৯টি রিপোর্ট উপস্থাপিত হয়েছে কিন্তু কোন প্রতিবেদনের উপরেই সংসদে আলোচনা হয়নি। এক্ষেত্রে পঞ্চম সংসদ প্রথম ও দ্বিতীয় সংসদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সফল হলেও সার্বিক বিবেচনায় খুব সামান্যই সফল হয়েছে বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.খ. মন্ত্রণালয় ভিন্ন অন্য মূল স্থায়ী কমিটি সমূহ ঃ

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ ছাড়া অন্যান্য মূল কমিটিসমূহের মধ্যে রয়েছে সরকারী হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি, সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি এবং অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি। উপর্যুক্ত স্থায়ী কমিটি তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন সরকারী হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির মূল কাজ হচ্ছে সরকার যে অর্থ ব্যয় করেছে তা সংসদের আইন মোতাবেক প্রদত্ত হয়েছে কী না এবং সংসদ যে উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করে সে উদ্দেশ্যে উক্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে কী না। অনুরূপভাবে সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি মন্ত্রীদের দ্বারা সংসদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে। অনুমিত হিসাব সংক্রান্ত কমিটি অনুমিত হিসাব সমূহ পরীক্ষা করে এবং মিতব্যয়িতা দক্ষতা অর্জনেও প্রশাসনিক সংস্কারে ক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রদান করে এবং বিকল্প নীতির সুপারিশ করে। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বাইরে উপরে উল্লেখিত স্থায়ী কমিটিত্রয়ের কর্মকান্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদে কমিটসমূহ খুব বেশী গুরুত্বপূণ্ ভূমিকা পালন করেছে বলে প্রতীয়মান হয় না। প্রথম জাতীয় সংসদে কমিটিসমূহ গঠিত হলেও কোন রিপোর্ট প্রদান বা সুপারিশমালা দাখিল করেনি। দ্বিতীয় সংসদে কমিটিসমূহ গঠিত হয় কিন্তু ২টি মাত্র রিপোর্ট পেশ করে। পঞ্চম সংসদের কমিটিসমূহ অপেক্ষকৃত বেশী রিপোর্ট উপস্থাপন করে। পঞ্চম সংসদে অনুরূপ কমিটিসমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত রিপোর্টের সংখ্যা ৬টি।

৩.গ. বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি ঃ

কোন বিল মন্ত্রী বা সংসদ কর্তৃক বাছাই কমিটিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হলেই বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। বাছাই কমিটি কোন নির্দিষ্ট কমিটি নয় এবং এর সদস্য সংখ্যাও নির্দিষ্ট নয়। বাছাই কমিটি প্রেরিত বিলটির সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে এর উন্নয়ন সাধনের জন্য সুপারিশ করে। বাছাই কমিটি বিলের বিভিন্ন ধারা সংশোধনের জন্যও সুপারিশ করতে পারে। প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদ যথাক্রমে ৩টি, ৩টি ও ২টি কমিটি গঠিত হয়। প্রথম সংসদে ৩টি, দ্বিতীয় সংসদে ৩টি এবং পঞ্চম সংসদে ২টি রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। পঞ্চম সংসদে ১টি ছাড়া সবগুলো বিলের উপরেই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কোন বিল বাছাই সম্পর্কিত কমিটিতে প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিলটির উন্নয়ন সাধান এবং বিলটিকে ত্রুটি বিচ্যুতি মুক্তকরণ। বিল সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন, রিপোর্ট উপস্থাপন এবং রিপোর্টের উপর আলোচনার ক্ষেত্রে পঞ্চম জাতীয় সংসদের তুলনায় প্রথম ও দ্বিতীয় সংসদ সামান্য অধিক দায়িত্ব পালন করেছে বলে মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.গ. বিশেষ কমিটি ঃ

বিশেষ কমিটি বস্তুতঃ অনিয়মিত কমিটি। সংসদ কোন প্রস্তাবের মাধ্যমে যে কোন সময় একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারে। এইরূপ কমিটি গঠনের সময় সংসদ উহার গঠন ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয়। কোন কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় সংসদে কোন বিশেষ কমিটি গঠিত হয়নি। পঞ্চম জাতীয় সংসদ পাঁচটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি সমূহ মাত্র ২টি রিপোর্ট উপস্থাপন করে। সহজেই বোধগম্য যে পাঁচটি কমিটি গঠিত হলেও কমিটিসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

৩.ঙ. অন্যান্য কমিটি ঃ

প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদ চলাকালীন সময়ে যথাক্রমে ৮টি, ৬টি ও ৮টি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সংসদে এই কমিটি সমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি। শুধুমাত্র পঞ্চম সংসদ কর্ম সম্পাদনেও প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করে। পঞ্চম সংসদ চলাকালীন সময়ে অন্যান্য কমিটিসমূহ ২২টি রিপোর্ট উপস্থাপন করে কিন্তু কোন রিপোর্ট সম্পর্কেই সংসদে আলোচনা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ সার্বিক মূল্যায়ন ঃ

৪.০ উপর্যুক্ত আলোচনা এবং সন্নিবেশিত তথ্য ও উপাত্তের আলোকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত কমিটিসমূহ ক্রমেই কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্য প্রদর্শন করছে। বলা বাহুল্য ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হয়নি। যার ফলে তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ কোন আলোচনা অর্ন্তভুক্ত করা যায় না। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদরা গণতন্ত্রকে একটি সংস্কৃতির (culture) অর্ন্তভুক্ত বিষয় বলে মত ব্যক্ত করেন। আর সংসদীয় গণতন্ত্রে এই সংস্কৃতির কেন্দ্রে অবস্থিত সংসদ এবং সংসদের কার্যক্রমের মূলে রয়েছে সংসদীয় কমিটি সমূহ। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হলে সংসদ কার্যকর হবে না। সংসদীয় সংস্কৃতির বিকাশ না ঘটলে সংসদীয় কমিটিসমূহ এবং এর কার্যক্রম যে বিকাশ লাভ করবে না- একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

৪.ক. সাফল্য লাভের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে কর্ম বিভাজন। কমিটি সমূহ গঠনের উদ্দেশ্য সংসদের কার্যক্রমকে বিশেষায়িত করে একদল সাংসদের উপর সে বিশেষ দায়িত্বভার অর্পণ করা। মূল আলোচনার আলোকে বলা যায় পঞ্চম সংসদ অগ্রজ প্রথম ও দ্বিতীয় সংসদের চেয়ে অধিক সাফল্য লাভ করতে পেরেশে। কারণ হিসেবের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশকে চিহ্নিত করা বাঞ্চনীয়। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা চলে এ ক্ষেত্রে সপ্তম সংসদের সাফল্য পঞ্চম সংসদের চেয়ে বেশী।

৪.খ. কমিটিসমূহের গঠনের উদ্দেশ্যে আলোচনায় অগ্রভাবে বিশদভাবব বর্ণিত হয়েছে। একটি রাজনৈতিক দল একটি কমিটিতে কতটুকু প্রতিনিধিত্ব করবে তার নিয়ামক হচ্ছে ঐ রাজনৈতিক দলের সংসদে প্রতিনিধির সংখ্যা। আবার কমিটিসমূহকে অধিকরত ফলপ্রসু করার ক্ষেত্রে কমিটি সভাপতির পদে বিরোধীদলের সদস্য এবং মন্ত্রীসভার সদস্য নয় এমন সংসদকে নিয়োগদান বহুল কাঙ্খিত একটি বিষয়। এ ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না যদিও সপ্তম সংসদ উপর্যুক্ত বিষয়ে বেশ খানিকটা আশার সঞ্চার করতে পেরেছে।

৪.গ. সাফল্যের মাপকাঠি হচ্ছে অর্জিত ফলাফল। কমিটিসমূহের সাফল্য বা ব্যর্থতা এর গঠনের মধ্যে যতটা নিহিত তার থেকে অনেক অনেক বেশী নিহিত এর দ্বারা সৃষ্ট বা প্রণীত প্রতিবেদনে কারণ একটি কমিটির প্রতিবেদন উক্ত কমিটির কর্মকান্ডের সার্বিক স্বচ্ছ দলিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংসদকালে গঠিত কমিটিসমূহের মধ্যে সবগুলো কমিটি রিপোর্ট উপস্থাপন করে নি কিংবা রিপোর্ট উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও রিপোর্ট উপস্থাপনের পরিমাণগত ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে পঞ্চম জাতীয় সংসদ পূর্বতন সঙসদগুলোর চেয়ে এগিয়ে আছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বিচারে পঞ্চম জাতীয় সংসদের কাছে প্রত্যাশ্যা অনেক বেশী ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায় সংসদীয় কমিটি গঠন থেকে প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উপস্থাপন পর্যন্ত সকল কর্মকান্ডের সাফল্য নির্ভরশীল সদস্যদের সদিচ্ছার প্রতি। সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা ক্রমে পরবর্তী সংসদসমূহের দ্বারা গঠিত কমিটিসমূহ অধিকতর সাফল্য লাভ করবে - এ প্রত্যাশা সকলের।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৬

উপসংহার

সংসদীয় ব্যবস্থা এবং সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সংসদীয় ব্যবস্থা এবং সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যকারীতা বৃদ্ধি ঃ

কমিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে Allan Ball এর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদগুলোর কর্মকান্ডে একটি প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা একটি খুবই উল্লেখযোগ্য দিক। বস্তুত কমিটি ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবহার উন্নত বিশ্বের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করেছে। আধুনিক আইন পরিষদগুলোর কর্মকান্ডের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন এবং সরকারের কর্মকান্ডের পর্যালোচনা ও পরীক্ষণ সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। আইন পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে পেশকৃত সকল সকল ও অন্যান্য বিষয়ের উপর পুঙ্খানুপঙ্খ পরীক্ষণ কদাচিৎ সম্ভব হয়। মূল্যবান সংসদীয় সময় বাচানো এবং জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের লক্ষ্যে সাংসদগন বিভিন্ন কমিটি এবং উপ কমিটিতে বিভক্ত হয়ে সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করেন। সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার পক্ষে একটি মৌলিক যুক্তি হচ্ছে আইন পরিষদগুলোর প্রধান কার্যাবলী কি, তা নির্ধারণ করা।[১] উন্নত বিশ্বে কমিটি ব্যবস্থায় মাধ্যমে সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন এবং সরকারের দায়িত্বশীলতা ও সুষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা বহুলাংশে অর্জিত হয়েছে। তাই কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক সরকারগুলো অধিকভাবে সংসদীয় কমিটি গুলোর উপর নির্ভর করেছন।

বাংলাদেশের জনগন স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র অর্জনের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। ১৯৭১ এ এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও এর স্থায়িত্বকাল ছিল স্বল্প সময়ের জন্য, যার সমাপ্তি ঘটে ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে। এরপরে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীর পর থেকে ষোল বৎসরেরও অধিককাল বাংলাদেশে সংসদীয় সরকারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বহু উত্থান-পতন, রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে এ অধ্যায়টি অতিবাহিত হয়।নব্বই এর গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশে নতুন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত করে। ১৯৭১ এর ২৭ ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ১৯৯১ এর ১৮ সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পূনরায় যাত্রা শুরু হয়।

দেশে গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের সফলতার উপর দেশের ও জাতির ভবিষ্যত নির্ভরশীল। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের এবং জাতীয় সংসদকে অধিকতর কার্যকর

---

[১] Ball Allan R. : Modern Politics and govt. The Macmillan Press Ltd. P-১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

করার জন্য বাংলাদেশের পঞ্চম সংসদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে এর কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকরী ভাবে চালু করা হয়।

সংসদীয় কমিটি সমূহকে কার্যকর করার উপর জোর দেয়া অত্যাবশ্যক। সংসদীয় ব্যবস্থায় পার্লমেন্টের কাছে সরকারকে দায়বদ্ধ রাখার বিধান বর্তমান সময়ে নানা কারণে শিথিল এবং কখনও কখনও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমনি অবস্থায় সরকারের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম সহায়ক উপায় ও কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় কমিটি সমূহ কর্তৃক কার্য তৎপরতার উপর জোর দেয়া। সংসদীয় কমিটির মধ্যে সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমেই বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিলটি প্রথমে সরকার কর্তৃক যেভাবে উথাপিত হয়েছিল, পরবর্তী কালে তা কিছুটা সংশোধিত, পরিবর্তিত এবং আরও গণতান্ত্রিকভাবে সংসদ কর্তৃক পাশ হয়। সেভাবে বাংলাদেশে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সর্বমোট তিপান্নটি (৫৩টি) কমিটি গঠিত হয়েছে। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের ওয়াক আউটের মুখে সংসদকে কার্যকর এবং সরকারের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করনে এসব কমিটি সমূহের কার্যক্রমকে শক্তিশালী, ফলপ্রসূ এবং কার্যকর করে তোলা উচিত। পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় সদস্যরা সংসদে উপস্থিত না হলেও যে সকল সদস্য কমিটির সাথে জড়িত ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই কমিটি সমূহের বৈঠকে উপস্থিত থেকেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল ৫ম সংসদ বসার পর থেকে বিরোধী দলগুলো একক বা যৌথভাবে ৫৭ বার ওয়াক আউট করেছে।

সংসদকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করতে সংসদীয় কমিটি সমূহের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু পঞ্চম সংসদে দেখা যায় যে, সেখানে সংসদীয় কমিটিগুলোর সভাপতির পদ একজন মন্ত্রীর দখলে। কিন্তু একজন মন্ত্রীর চেয়ারম্যান থাকা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে অসামঞ্জস্যস্যম্পূর্ণ, সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সংসদীয় কমিটিগুলোতে (মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি সমূহ) একেকটি মন্ত্রণালয়ের কাজকর্ম নিয়ে কমিটির সদস্যরা বিশেষ করে বিরোধী দলীয় সদস্যরা খোলাখুলী ভাবে আলোচনা করেন। তাই একজন মন্ত্রী যদি একটি কমিটির সভাপতির পদ অলকৃত করেন তবে সেখানে অনেক বিষয়েই খোলামেলা আলোচনা সম্ভবপর হয়না। তাই আমাদের সংসদীয় কমিটি গুলো সম্পূর্ণ রূপে তাদের কাজ সম্পাদন করতে পারছেনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের কমিটি ব্যবস্থার কার্যকরী পন্থা নিয়ে আলোচনা করে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি ব্যবস্থা শাসন বিভাগের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের শক্তির অবলম্বন হিসেবে কাজ করছে। কমিটি পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট কংগ্রেসের সদস্যদের জ্ঞানের পরিধি, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও কুশলতা বৃদ্ধি করছে। ফলে সফল নেতৃত্বে গড়ে তোলার অসাধারণ সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা। কমিটি সমূহ যাতে আরও দক্ষভাবে, কার্যকর ভাবে কাজ করতে পারে এবং প্রশাসন যদি কোনো কাজে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায় সেজন্য মার্কিন কংগ্রেস বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে যে, সমন জারির ব্যবস্থা যা মেনে না চললে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ শাসন পদ্ধতিতেও কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃটেনের সরকারও এ বিষয়টি স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এছাড়াও বৃটেনের পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষ কমন্স সভাকে কার্যকর করতে হলে এর কমিটি সমূহকে আরও সম্প্রসারিত ও কার্যকর করার উপরে ও বৃটিশ সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

জার্মানীতেও প্রশাসনিক পর্যবেক্ষন, সরকারী বাজেটের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বাজেট সংশোধনীর প্রস্তাব দেয়ার জন্য পার্লামেন্টে কয়েকটি স্থায়ী কমিটি রয়েছে।

সংসদীয় কমিটি তৈরী করার ব্যাপারে ভারতের উদাহরণও অনুসরনীয়। সংসদীয় গনতন্ত্রের কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে ভারতের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। শাসন বিভাগের উপর সংসদীয় পর্যবেক্ষন নিশ্চিত করার জন্য ভারতের মত বাংলাদেশেও অর্থ ও অডিট কমিটি এবং অন্যান্য কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধীদলের সাংসদদের মনোনীত করা দরকার। কারণ মন্ত্রীরা কমিটির সভাপতি হিসেবে কমিটির বৈঠকে উপস্থি হয়ে সময় দিতে পারেন না। অনেক সময়ই সভাপতির অনুপস্থিতির জন্য কমিটি সমূহের বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়না। ফলে সৃষ্টি হয় সমন্বয়ের অভাব সহ আরও বিভিন্ন সমস্যার।

সংসদীয় বিধিমালার (Rules of procedue) অপর্যাপ্ততা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সংসদীয় বিধিমালার দূর্বলতার কারণে সংসদীয় কমিটি গুলো ঠিক মত কাজ করতে পারছে না। এছাড়াও সংসদীয় কমিটি গুলোর সুপারিশ সমূহ এবং সিদ্ধান্ত গুলো বাস্তাবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংসদীয় বিধিমালাতে নেই। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি ওয়ার্কশপে কয়েকজন সাংসদ সুপারিশ করেন যে সংবিধানের ৭৬(২) নম্বর অনুচ্ছেদটি এবং সংসদীয় বিধির (Rules of procedure) ২৪৬(এ) বিধিটি সংশোধন করে বিল সমূহ সংসদে পেশের পূর্বে পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি গুলোকে ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন।

জাতীয় সংসদকে একটি কার্যকর সংস্থায় পরিণত করার জন্য প্রয়োজন একে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা। বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি সংসদীয় ব্যবস্থা পর্যবেক্ষনের জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকর এবং গুরূত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে কমিটির সংখ্যা ছিল মোট ৫৩টি। এর মধ্যে ৩৫টি হচ্ছে স্থায়ী কমিটি। কিন্তু কার্যপ্রণালী বিধির স্থায়ী কমিটিগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেয়া হলেও বাস্তবক্ষেত্রে এগুলো এমনও পুরোপুরি কার্যকর হতে পারেনি।

রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় উত্তরণ করেছে দেশ। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় কমিটি পদ্ধতির মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থাকে পর্যবেক্ষন করা যায়। কিন্তু কমিটি পদ্ধতির মাধ্যমে সংসদীয় পর্যবেক্ষনে আশারুরূপ ফলাফল লাভ করা যায়নি। এ কারণেই কমিটি পদ্ধতিকে কার্যকর ভাবে চালু লাখার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয় সকল প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ, সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে এর কাজকে অব্যাহত রাখতে হবে।

সংসদীয় ব্যবস্থা সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিসমূহের পর্যবেক্ষন শক্তিশালী করণ ঃ বর্তমান প্রেক্ষিত এবং সুপারিশ মালা

সংসদীয় ব্যবস্থা, সংসদকে কার্যকর, সংসদের কার্যাবলীর উপর নজরদারীর জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু নজরদারীর জন্য কমিটি গঠনই যথেষ্ট নয়। যা গুরুত্ববাহী তা হচ্ছে সংসদীয় কমিটিসমূহের রিপোর্টসমূহ ও সুপারিশমালা সংসদে আলোচনা করা। এ যাবত এরূপ বিষয়ে কাঙ্খিত আলোচনার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক বলে রেকর্ড দৃশ্যে প্রতীয়মান হয়। অন্য আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য। সেটি হচ্ছে দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পরেও কমিটি কর্তৃক কাজ সম্পাদিত না হওয়া অর্থাৎ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপন না করা। একটি কমিটির জন্য রিপোর্ট উপস্থাপন না করা একটি চরম ব্যর্থতা। কিন্তু কমিটিকে দেয়া এরূপ দায়িত্বপালনের ব্যর্থতার ঘটনা অনবরতই ঘটছে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহ জনস্বার্থে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যবেক্ষন/নজরদারী করবে কিন্তু কোনভাবেই নির্বাহীর ভূমিকা নিয়ে সরকারকে আদেশ উপদেশ দিবে না। এরূপ তদন্তকালে কাউকে ভয়ভীতি দেখানো ও অনৈতিক। কমিটি সমূহ সংসদের মাধ্যমে জনগণের কাছে সরকারী নীতিমালার সাফল্য ও ব্যর্থতা তুলে ধরবে এটাই কাম্য। একটি সঠিক নজরদারীর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী গণমূখী করার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

একতরফাভাবে সংসদীয় কমিটি সমূহের ব্যর্থতার বিষয়টি দেখা হলে তা সামগ্রিক দর্শনে উপনীত না হয়ে পার্শ্বদর্শনে পরিণত হবে। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সংসদীয় পর্যবেক্ষনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অন্তরায় সমূহ গুরূত্বের সাথে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। বলাবাহুল্য বাংলাদেশে সংসদীয় নজরদারী জোরদার করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত সমস্যা বিদ্যমান। এরূপ কিছু বাস্তব সমস্যা এখানে উল্লেখ করা হল -

মন্ত্রীর নেতৃত্বে দক্ষ আমলাতন্ত্র দ্বারা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পরিচালিত হয়। সংসদীয় কমিটির সাথে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনের একটি বৈরীভাব বিরাজমান প্রতীয়মান হয়। বৈরী সম্পর্কের পরিবেশে সংসদীয় পর্যবেক্ষন কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে পারে না। আইন সভা এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে বিদ্যমান অসহযোগিতামূলক সম্পর্কের কারণে নির্বাহী বিভাগের ব্যয় ও কর্মকান্ডের উপর নজর রাখাও সংসদীয় কমিটি সমূহের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্থায়ী কমিটি ও মন্ত্রণালয় সমূহের মধ্যে একটি সহযোগিতা

Dhaka University Institutional Repository

মূলক মনোভাব থাকা প্রকৃত বাঞ্চনীয়। কিন্তু স্থায়ী কমিটি সমূহ অনেক সময়ই প্রকৃত তথ্যের নাগাল পেতে ব্যর্থ হয়। সকল মন্ত্রণালয়েই অতি গোপনীয় কিছু বিষয় থাকে যা গোপনীয় নথি বলে সংসদীয় কমিটিকে কখনোই দেখানো হয় না। এর ফলে মন্ত্রণালয়ের পূর্ণাঙ্গ কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক তথ্য সংগ্রহ সংসদীয় কমিটির পক্ষে সম্ভব হয় না। Access to information বা তথ্য প্রাপ্তি সঠিক সুপারিশ প্রণয়নের মূল শর্ত। আর একটি উল্লেখযোগ্য বাস্তব সমস্যা হচ্ছে নবীন সাংসদদের অভিজ্ঞতার অভাব। মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে নবীন সংসদরা সম্যক অবহিত না হওয়ার কারণেও সরকারের দক্ষ আমলাতন্ত্রের সাথে অনেক সময়ই বিভিন্ন বিষয়ে তারা সঠিক আলোচনা করতে ব্যর্থ হন।

আবার কোন মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি আবিস্কৃত হলেও উক্ত ত্রুটির কারণে কে জবাবদিহি করবেন তা নির্ণয়ে অনেক সময়ই অসুবিধা দেখা যায়। জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে এইরূপ বাস্তব কিন্তু পদ্ধতিগত অসুবিধার কারণেই সংসদীয় নজরদারীর সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়।

উপর্যুক্ত পদ্ধতিগত অসুবিধা ছাড়াও সংসদীয় নজরদারী শক্তিশালী করণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অবকাঠামোগত সুবিধার অপ্রতুলতা অন্যতম দুইটি প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা যায়।

অবকাঠামোগত সুবিধার অপ্রতুলতা ঃ

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সমূহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যবেক্ষনের জন্য কয়েকজন সাংসদ নিয়ে গঠিত হয়। একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে বিভিন্ন বিভাগ, রাষ্টীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশাল নেটওয়ার্ক। বিশাল এই নেটওয়ার্ককে সচল রাখে বিপুল সংখ্যক সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ। সঙ্গত কারণেই এইরূপ বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা - কর্মচারীদের দ্বারা সম্পাদিত কর্মকান্ড বিশাল। এই বিশাল কর্মকান্ডের উপরে নজরদারী করা কয়েকজন মাত্র সাংসদের পক্ষে অসম্ভব। তাই বলা যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল ও পর্যাপ্ত দাপ্তরিক সমর্থন না থাকার কারনে কমিটি সমূহের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন পদ্ধতির অনুপস্থিতি ঃ

সংসদীয় নজরদারী কার্যকর না হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন পদ্ধতির অভাব ও একটি বড় কারণ বলে চিহ্নিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে সরকারী হিসাব কমিটি (Public Accounts Committee) র সুপারিশসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয় না। প্রতি বছরই মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিরীক্ষা রিপোর্ট সমূহ পেশ করে থাকে। সরকারী হিসাব কমিটি রিপোর্ট সমূহ রীক্ষা করে সংসদের কাছে পেশ করলেও সংসদের ভিতরে ঐ রিপোর্টের বিষয়ে কোন আলোচনা হয় না। যেহেতু সংসদ এই রিপোর্ট সমূহ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না তাই বিগত বছরসমূহে এই রিপোর্টগুলো

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের উপর কোন প্রভাব রাখতে পারেনি। সরকারের কতগুলো গুরুত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন রেলওয়ে, পিডিবি ও বিটিটিবির ব্যাপারে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকলেও এ যাবৎ উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

সুপারিশ সমূহ ঃ

সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি সমূহের নজরদারীর ক্ষেত্রে উদ্ভুত বাস্তব সমস্যা সমূহ উপর্যুক্ত আলোচনায় অন্তভূক্ত হয়েছে। উক্ত সমস্যাসমূহ হতে উত্তরনের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে কিছু সুপারিশ এখানে দেয়া হল।

সংসদীয় ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করতে হলে মন্ত্রণালয় এবং সংসদীয় কমিটির মধ্যে বিরাজমান বৈরীভাব দূর করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অবশ্যই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। মন্ত্রীমহোদয়কে নিজ মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে এবং পর্যবেক্ষন কাজে সহায়তা দানে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসাহিত করতে হবে।

কমিটি সমূহকে পর্যবেক্ষনকালে অবশ্যই ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে কমিটি কখনোই সুপার মিনিষ্ট্রি নয়। কমিটি সমূহ পর্যবেক্ষনকালে যাতে সীমা লঙ্ঘন না করে সে বিষয়ে ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সরকারী হিসাব কমিটির সুপারিশ সমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে হিসাব কমিটির সুপারিশসমূহ সংসদে বিস্তারিত আলোচনার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পর্যবেক্ষন সংস্থা হিসাবে সংসদীয় কমিটিকে এমন সব বিষয় বেছে নিতে হবে, যেসব ক্ষেত্রে সরকারী সংস্থাসমূহ ব্যর্থ হচ্ছে এবং সাধারণ জনগণের দুর্ভোগ বাড়ছে কিংবা সরকারী অর্থের অপচয় হচ্ছে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এমন দলিলপত্র ছাড়া সকল দলিলপত্র যাতে কমিটি সমূহ পর্যবেক্ষন করতে পারে এরূপ বিষয় নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।

প্রতিটি কমিটিতে সরকারী ও বিরোধীদলীয় সদস্যদের একটি ভারসাম্য পূর্ণ অনুপাত থাকা আবশ্যিক। সরাকারী হিসাব কমিটি ও সরকারী আন্ডারটেকিং কমিটি (PUC) র মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয়

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে সংসদে বিরোধীদলীয় এম,পিদের নিযুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতিটি সংসদীয় কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তত একজন করে মহিলা এমপি কে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। কমিটিগুলোতে মহিলাদের সংখ্যা ও ক্ষমতাও বাড়ানো যেতে পারে।

অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে একটি অফিস, একটি কম্পিউটার এবং প্রশিক্ষিত সহকারী দিতে হবে। এই সাথে তথ্য সংগ্রহের খরচ নিধারনের জন্য কিছু তহবিল দেয়া প্রয়োজন। মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিষয়ে ধারণালাভের জন্য নবীন সাংসদদেরকে যে যথাযথ ওরিয়েন্টেশন (Orientation) দিতে হবে।

কমিটিগুলো হচ্ছে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রানশক্তি। কমিটির চেয়ারম্যানকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত রাখার ব্যবস্থা এবং কমিটি গুলোকে সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

পার্লামেন্টারী কমিটি পদ্ধতি বিষয়ক দু'দিন ব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৭ মে, ১৯৯৯ইং সনে। এ সম্মেলনে সরকারী ও বিরোধী দল উভয়ই সংসদে স্থায়ী কমিটির কার্যকারীতা বাড়ানো এবং সদস্যদের সুবিধা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিতে বলা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্যগণ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও আইনজীবি এবং বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ মাধ্যমে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার কার্যকক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মতামত ব্যক্ত করেন।

কমিটি পদ্ধতিতে চেয়ারম্যানদের দায়িত্ব 'সংসদ ও সংসদীয় কমিটি গুলো ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারলে আমলাতন্ত্র ও প্রশাসনের অনেক ব্যর্থতা ও উদাসীনতা প্রতিরোধ করা সম্ভব। সিনিয়রিটির ভিত্তিতে কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত না করে সংসদ বা কমিটির সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান করা হলে, দক্ষ ও যোগ্য চেয়ারম্যান পাওয়া সম্ভব। যাদের কাছে মন্ত্রীরা কিছু লুকাতে ভয় পাবেন।[১]

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির ক্ষমতার পরিধি এতই ব্যাপক যে, একমাত্র আমেরিকান সিনেটের পরেই আমাদের কমিটিগুলোর অবস্থান। পার্লামেন্টরী কমিটির পরিধি ব্যাখ্যা করে মার্টিনেজ সোলিমান বলেন, কমিটি গুলো সক্রিয় না হলে আজকের যুগে একটি পার্লামেন্ট যথার্থভাবে একটি পার্লামেন্টে পরিণত হয় না।[২]

---

১ সাবেক স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী, সূত্র ২৯শে মে, ১৯৯৯, দৈনিক সংবাদ।

২ মার্টিনেজ সোলিমান, ইউ,এন,ডিপির সংসদ বিষয়ক এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও সংসদকে প্রকৃত অর্থে ফলপ্রসু কার্যকারীতা দিতে হলে এর কার্যপ্রণালী বিধির সর্বাত্মক সংশোধন প্রয়োজন। সংসদীয় বিধিমালার অপর্যাপ্ততার ও দূর্বলতার কারণে সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটি গুলোর সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়িত এবং কার্যকরী হতে পারে না। পঞ্চম জাতীয় সংসদে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে যে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত হয়েছে তাকে স্থায়ী ভিত্তি দিতে হলে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিকে নতুন ব্যবস্থার অনুকূলে উপযোগী করে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। আর যেহেতু সংসদীয় কমিটি গুলোই হচ্ছে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রাণশক্তি তাই সর্বোপরি সরকার, কমিটি সমূহের সদস্য মন্ত্রী এবং আমলাদেরকে সংসদকে কার্যকর করণের ক্ষেত্রে সদিচ্ছার পরিচয় দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

বই

অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত)	বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র : ঢাকা-১৯৯২ প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা।
তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত)	বাংলাদেশ: রাজনীতির ২৫ বছর, ২য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৯
আবুল ফজল হক	বাংলাদেশর শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি
ডঃ এমাজউদ্দিন আহমদ	গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, ঢাকা-১৯৯৪
ডঃ এ,কে, মহপাত্র	নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি , কোলকাতা-১৯৯৭
আবদুল মতিন	খালেদা জিয়ার শাসনকাল : একটি পর্যালোচনা, ঢাকা-১৯৯৭
দীনেশ দাস,	বেগম জিয়ার ৫ বছর, ঢাকা-১৯৯৬
হাসান উজ্জামান	নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা, ঢাকা-১৯৯২
মুহামমদ জাহাঙ্গীর (গ্রন্থনাও সম্পাদনা)	গণতন্ত্র, ঢাকা-১৯৯৫
শক্তি মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়	ভারতের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থা, কলকাতা-১৯৯৪
দুর্গ দাস বসু	ভারতের সংবিধান পরিচয়, নিউ দিল্লী-১৯৯৪
সত্যসাধন চক্রবর্তী, নির্মলকান্তি ঘোষ	তুলনামূলক আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, কলকাতা-১৯৯৬
নর্মান ডি পামার হিমাংশু ঘোষ কর্তৃক অনুবাদ	ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ)
ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ	বাংলাদেশ রাজনীতি: কিছু কথা ও কথকতা, ঢাকা-২০০০
আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার	গণতন্ত্রের অন্বেষায় বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩
মিজানুর রহমান চৌধুরী	রাজনীতির তিন কাল, ঢাকা-২০০১
বিপুল রঞ্জন নাথ	বাংলাদেশের সাংবিধানিক রাজনৈতিক দলিল, ঢাকা-১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

Mahbubur Rahman	Parliamentary Democracy and Accountability of Govt.
Prof. Emazuddin Ahmed	Bangladesh Politics, Dhaka
Shamsul Huda Harun	Parliamentary Behavior in A Multi National State 1947-58: Bangladesh Experience, Dhaka-1991
Sir Iron Jennings	Cabinet Government (Cambridge Universal Press 1961)
	The British Constitution (London : ELBS and Cambridge University-1968)
Allan R. Ball	Modern Politics and Government Macrillan Press
Harold J. Laski	Parliamentary Government in Britain (London, Allenand union Ltd.-1963)
S. E. finer	Comparative Govt.
	The Theory land Practice of modern government.
Allen M. Potter	American Government and Politics
H.R.Bruce	American Parties and Politics
C.A Beard	American Government and Politics
Harvey and Bather	The British Constitution
Anthony H. Birch	The British System of Government (Allan Union, Landon-1986)
Woodrow Wilson	Congressional Government : A Study in American Politics (New York, Meridian Books-1956)
Karl Loewenstein	British Cabinet Government (Oxford University Press, New York-1967)

Journals

Ahmed N.	"Committees in the Bangladesh Parliament" Legislative Studies, 43 (1,1998)
	Parliamentary Control of Public Expenditure in Bangladesh : The Role of the Committees (Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

World Book/UNDP, 2000)

Haque K. A. " Parliamentary Committees in Bangladesh: Structure and Functions, Congressional Studies Journal, volume-2 Number 1 , January-1994

Huda K.M.N. " Making Parliamentary Committees More Effective," Daily Star (Dhaka), 12 July

Langby L and Agh " The Changing Roles of Parliamentary Committees (Appleton, Research Committee of legislative Specialists, Lawrence University, 1997)

Ahmed, Nezam 'Parliamentary committees' [Published in Asian Journal of Public Administration 18 (1, 1996)

Parliamentary Committees And Government Accountability – Role of Departmentally – Related Committee (Published in Indian Institute of Public Administration, New Delhi-110002 India) Volume - XLVI, January-March 2000, No 1

Siddique L, Chowdhury M. and Chowdhury " Making Parliament Effective : The British Experience, Dhaka, (Centre of Analysis and Choice, 1994)

Islam Nazurl M "Parliamentary Democracy in Bangladesh: An Assessment" (Perspective in Social Science . Volume –5, November 1998)

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

বই

অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত)	বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র : ঢাকা-১৯৯২ প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা।
তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত)	বাংলাদেশ: রাজনীতির ২৫ বছর, ২য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৯
আবুল ফজল হক	বাংলাদেশর শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি
ডঃ এমাজউদ্দিন আহমদ	গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, ঢাকা-১৯৯৪
ডঃ এ,কে, মহাপাত্র	নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি , কোলকাতা-১৯৯৭
আবদুল মতিন	খালেদা জিয়ার শাসনকাল : একটি পর্যালোচনা, ঢাকা-১৯৯৭
দীনেশ দাস,	বেগম জিয়ার ৫ বছর, ঢাকা-১৯৯৬
হাসান উজ্জামান	নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা, ঢাকা-১৯৯২
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (গ্রন্থনাও সম্পাদনা)	গণতন্ত্র, ঢাকা-১৯৯৫
শক্তি মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়	ভারতের সংবিধান ও শাসনব্যবস্থা, কলকাতা-১৯৯৪
দুর্গ দাস বসু	ভারতের সংবিধান পরিচয়, নিউ দিল্লী-১৯৯৪
সত্যসাধন চক্রবর্তী, নির্মলকান্তি ঘোষ	তুলনামূলক আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, কলকাতা-১৯৯৬
নর্মান ডি পামার হিমাংশু ঘোষ কর্তৃক অনুবাদ	ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)
ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ	বাংলাদেশ রাজনীতি: কিছু কথা ও কথকতা, ঢাকা-২০০০
আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার	গণতন্ত্রের অন্বেষায় বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩
মিজানুর রহমান চৌধুরী	রাজনীতির তিন কাল, ঢাকা-২০০১
বিপুল রঞ্জন নাথ	বাংলাদেশের সাংবিধানিক রাজনৈতিক দলিল, ঢাকা-১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

Mahbubur Rahman	Parliamentary Democracy and Accountability of Govt.
Prof. Emazuddin Ahmed	Bangladesh Politics, Dhaka
Shamsul Huda Harun	Parliamentary Behavior in A Multi National State 1947-58: Bangladesh Experience, Dhaka-1991
Sir Iron Jennings	Cabinet Government (Cambridge Universal Press 1961)
	The British Constitution (London : ELBS and Cambridge University-1968)
Allan R. Ball	Modern Politics and Government Macrillan Press
Harold J. Laski	Parliamentary Government in Britain (London, Allenand union Ltd.-1963)
S. E. finer	Comparative Govt.
	The Theory land Practice of modern government.
Allen M. Potter	American Government and Politics
H.R.Bruce	American Parties and Politics
C.A Beard	American Government and Politics
Harvey and Bather	The British Constitution
Anthony H. Birch	The British System of Government (Allan Union, Landon-1986)
Woodrow Wilson	Congressional Government : A Study in American Politics (New York, Meridian Books-1956)
Karl Loewenstein	British Cabinet Government (Oxford University Press, New York-1967)

Journals

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

400116

- Ahmed N. "Committees in the Bangladesh Parliament" Legislative Studies, 43 (1,1998)
- Parliamentary Control of Public Expenditure in Bangladesh : The Role of the Committees (Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

World Book/UNDP, 2000)

Haque K. A. - " Parliamentary Committees in Bangladesh: Structure and Functions, Congressional Studies Journal, volume-2 Number 1 , January-1994

Huda K.M.N. - " Making Parliamentary Committees More Effective," Daily Star (Dhaka), 12 July

Langby L and Agh - " The Changing Roles of Parliamentary Committees (Appleton, Research Committee of legislative Specialists, Lawrence University, 1997)

Ahmed, Nezam - 'Parliamentary committees' [Published in Asian Journal of Public Administration 18 (1, 1996)

- Parliamentary Committees And Government Accountability – Role of Departmentally – Related Committee (Published in Indian Institute of Public Administration, New Delhi-110002 India) Volume - XLVI, January-March 2000, No 1

Siddique L, Chowdhury M. and Chowdhury - " Making Parliament Effective : The British Experience, Dhaka, (Centre of Analysis and Choice, 1994)

Islam Nazurl M - "Parliamentary Democracy in Bangladesh: An Assessment" (Perspective in Social Science . Volume –5, November 1998)

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি (১৯৯৭ সালের ১০ জুন, পর্যন্ত সংশোধিত)

২. চতুর্থ জাতীয় সংসদ, ১৯৮৮ এর অধীন তৃতীয় সরকারী হিসাব কমিটির প্রথম প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারী - ১৯৯২, দ্বিতীয় প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারি-১৯৯০

৩. পঞ্চম জাতীয় সংসদ, ১৯৯১ এর অধীন চতুর্থ সরকারী হিসাব কমিটির
প্রথম প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
দ্বিতীয় প্রতিবেদন, আগষ্ট ১৯৯২
তৃতীয় প্রতিবেদন, জুলাই, ১৯৯৩
চতুর্থ প্রতিবেদন, জুলাই ১৯৯৫

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৩০ এপ্রিল, ১৯৯৬ পর্যন্ত সংশোধিত

৫. পঞ্চম জাতীয় সংসদ, ১৯৯১ এর অধীন সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির
প্রথম প্রতিবেদন, এপ্রিল ১৯৯২
দ্বিতীয় প্রতিবেদন, ডিসেম্বর ১৯৯৩